চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 252 Friday, 11 August, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ২৫২ সংখ্যা ✱ ২৫ শ্রাবণ, ১৪৩০, শুক্রবার, ১১ আগস্ট, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

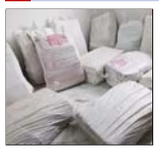

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার নেশাজাতীয় সিরাপ সহ তিন পাচারকারীকে আটক করেছে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

অবশেষে শান্তিপূর্ণভাবে পুরাতন মালদা ব্লকের যাত্রা ডাঙ্গা অঞ্চলের প্রধান ও উপপ্রধান গঠন হলো নির্বিঘ্নে। এদিন গ্রাম পঞ্চায়েত চত্বরে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। ...বিস্তারিত পাতা ৫

মুখ্যমন্ত্রী সহযোগিতা করেছেন তাই তাঁকে সরানোর কোনও প্রশ্নই নেই। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংকে নিয়ে এমনই মন্তব্য অমিত শাহের। ...বিস্তারিত পাতা ৬

ক্রীড়া দৈনিক লে'কিপ জানিয়েছিল, পিএসজি ছাড়ার ইচ্ছার কথা ক্লাবকে জানিয়েছেন নেইমার। পরে নেইমারের বাবা খবরটি 'মিথ্যে' বলে দাবি করেন। ...বিস্তারিত পাতা ৮

অগ্রিম নোটিস ছাড়া ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হবে না তালিকা থেকে

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্টঃ ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার আগে অবশ্যই জানাতে হবে ভোটারকে। সুপ্রিম কোর্টে এমনটাই জানাল নির্বাচন কমিশন। এরপরই বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের তরফে তালিকা থেকে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার বৈধতা নিয়ে পিটিশন খারিজ করা হল। ওই পিটিশনে ভোটারদের না জানিয়েই তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া বা জনগণের বক্তব্য না শোনার যে নিয়ম, রেজিস্ট্রেশন অব ইলেকটরস রুলস, ১৯৬০-র ১৮ নম্বর নিয়মের সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছিল। বৃহস্পতিবার বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি এসভিএন ভাট্টির বেঞ্চের জানানো হয়, ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসেই নির্বাচন কমিশনের তরফে ভোটার তালিকা থেকে অন্যায়ভাবে বাদ দেওয়া নিয়ে একটি চিঠি দেওয়া হয়েছিল। ওই চিঠি সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে পাঠানো হয়েছিল। সেই চিঠিতে ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা তৈরি করা নিয়ে নির্দেশিকা দেওয়া হয়েছিল। সেই চিঠিতেই বলা হয়েছিল, আইনি পদ্ধতি না মেনে কোনও ভোটারের নাম বাদ দেওয়া উচিত নয়। সমস্ত ক্ষেত্রেই ইলেকটর বা ভোটারকে তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার আগে জানাতে হবে। প্রসঙ্গত, এই মামলাটি দায়ের করেছিলেন প্রাক্তন আমলা এমজি দেবসহায়ম, সোমসুন্দর বুররা ও অদিতি মেহরা। তাঁদের অভিযোগ ছিল, ভোটারদের না জানিয়েই তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। গত জানুয়ারি মাসেই সুপ্রিম কোর্টে নির্বাচন কমিশন এই পিটিশনের জবাবে ওই চিঠির উল্লেখ করা হয়। রেজিস্ট্রেশন অব ইলেকটরস রুলস, ১৯৬০-র ১৮ নম্বর রুলে বলা হয়েছে, ইলেকটোরাল অফিসারের কাছে যদি কোনও অভিযোগ দায়ের হয় এবং তিনি যদি ওই দাবি বা আপত্তি নিয়ে সন্তুষ্ট হন, তবে বিনা তদন্তেই ভোটার তালিকায় কারোর নাম নিয়ে আপত্তির অভিযোগ গ্রহণ করতে পারেন। অভিযোগ গৃহীত হলে, পরবর্তী ধাপে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া হয়।

নরেন্দ্র মোদিকে আক্রমণ করায় সাসপেন্ড অধীর

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্টঃ লোকসভা থেকে সাসপেন্ড করা হল বিরোধী দলনেতা অধীর রঞ্জন চৌধুরীকে। লোকসভায় আপত্তিকর আচরণের জন্যই সাসপেন্ড করা হয়েছে বহরমপুরের সাংসদকে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে পলাতক শিল্পপতি নীরব মোদির তুলনা টানার কারণেই এ দিন অধীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন বিজেপি সাংসদরা। অধীর চৌধুরীকে সাসপেন্ড করার জন্য প্রথম প্রস্তাব আনেন বিজেপি সাংসদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী। ধ্বনি ভোটে সেই প্রস্তাব পাস হয়। এর ফলে সাসপেন্ড হন অধীর। লোকসভার প্রিভিলেজ কমিটি তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ খতিয়ে দেখে রিপোর্ট জমা দেওয়া পর্যন্ত সাসপেন্ড থাকবেন তিনি। অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংসদের কাজে ব্যাঘাত ঘটানো এবং দেশের ভাবমূর্তিকে অপমান করার অভিযোগ আনেন প্রহ্লাদ যোশী। প্রহ্লাদ যোশী অভিযোগ করেন, বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও অধীর চৌধুরী বক্তব্য রাখতে গিয়ে ভিত্তিহীন অভিযোগ তোলেন। এমন কি দেশের ভাবমূর্তির প্রতি অবমাননাকর মন্তব্য করেও অধীর ক্ষমা চান না বলে অভিযোগ করেন প্রহ্লাদ। এ দিন লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে পলাতক শিল্পপতি নীরব মোদির তুলনা টানেন অধীর। যা নিয়ে তীব্র আপত্তি জানান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সহ বিজেপি সাংসদরা। প্রধানমন্ত্রীকে ধৃতরাষ্ট্র বলেও কটাক্ষ করেন অধীর। যদিও ধৃতরাষ্ট্র নিয়ে করা অধীরের মন্তব্য লোকসভার কার্যবিবরণী থেকে বাদ দেন অধ্যক্ষ।

ভারতমাতা 'অসংসদীয় মন্তব্য', কেন্দ্রকে তোপ দেগে কটাক্ষ রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্টঃ মণিপুর ইস্যুতে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে বিরোধীরা। যা নিয়ে গত তিনদিন ধরে সরগরম লোকসভা। বুধবার লোকসভায় বক্তৃত্বা দিতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদি সরকারকে তোপ দেগে 'ভারতমাতা' প্রসঙ্গে কড়া আক্রমণ করেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। তাঁর সেই মন্তব্য বিবৃতি থেকে ছেঁটে দিয়েছেন অধ্যক্ষ। এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার পাল্টা মোদি সরকারকে খোঁচা দিলেন রাহুল গান্ধি। বর্তমানে দেশে ভারতমাতা 'অসংসদীয় মন্তব্য' বলে কটাক্ষ করেন তিনি। জানা গিয়েছে, মণিপুরে গত তিনমাস ধরে চলা অশান্তি, হিংসা প্রসঙ্গে 'ভারতমাতাকে টুকরো করা হয়েছে' বলে বুধবার তোপ দাগেন রাহুল গান্ধি। যার তীব্র বিরোধিতা করে বিজেপি সাংসদরা। এরপর এদিন ভারতমাতা সম্পর্কিত রাহুল গান্ধির মন্তব্য তাঁর সংসদীয় ভাষণ থেকে ছেঁটে দেওয়া হয়। তার পরিপ্রেক্ষিতেই এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পাল্টা জবাব দেন কংগ্রেস সাংসদ। এদিন দুপুরে সংসদ থেকে বেরোনোর পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল গান্ধি কেবল একটি মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ''বর্তমানে ভারতে আপাতদৃষ্টিতে ভারতমাতা অসংসদীয় শব্দ।'' রাহুল গান্ধি সংসদ থেকে বেরিয়েই হঠাৎ করে কেন এই মন্তব্য করলেন, তা নিয়ে সংশয় নেই। তাঁর সংসদীয় ভাষণে ভারতমাতা সম্পর্কিত মন্তব্য বাদ দেওয়া প্রসঙ্গেই যে রাহুল এই মন্তব্য করেছেন, তা কার্যত স্পষ্ট। তবে অনাস্থা প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জবাবি ভাষণের পাল্টা জবাব তিনি দেবেন কিনা তা স্পষ্ট করেননি রাহুল। প্রসঙ্গত, মণিপুরে হিংসা থামাতে সেনার প্রয়োগ ঠিকভাবে করা হচ্ছে না বলে বুধবার সংসদীয় ভাষণে অভিযোগ করেন রাহুল গান্ধি। মোদি সরকারকে তোপ দেগে তিনি বলেন, ''ভারতীয় সেনা একদিনে মণিপুরে শান্তি ফেরাতে পারে। কিন্তু, সেনার প্রয়োগ সঠিকভাবে করা হচ্ছে না।'' এপ্রসঙ্গেই মণিপুরকে খণ্ডিত করা হয়েছে অভিযোগ তুলে রাহুল বলেন, ''মণিপুরকে ভারত মনে করেন না প্রধানমন্ত্রী। তাই তিনি একবারও মণিপুরে যাননি।'' এরপরই সুর চড়িয়ে কংগ্রেস সাংসদ বলেন, ''মণিপুরকে হত্যা করা হয়েছে। ভারতমাতাকে হত্যা করা হয়েছে।'' যদিও রাহুল গান্ধির এই মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। 'ভারতমাতাকে হত্যা করা হয়েছে' মন্তব্যের মধ্য দিয়ে রাহুল গান্ধি গোটা দেশকে অপমাণ করেছেন বলে তোপ দাগেন তিনি।

বর্ধমানে ৪ রোগীর পর এবার বেলেঘাটায় কোভিড পজিটিভ রোগীর মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ আগস্টঃ ফের রাজ্যে করোনা পজিটিভ রোগীর মৃত্যু। এর আগে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চারজনের মৃত্যু হয়েছে। এবার কলকাতার বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃতের নাম সোনালি সরকার। ৪১ বছর বয়স। দক্ষিণ ২৪ পরগনার বড়িয়া বাসিন্দা ছিলেন তিনি। গত ২ আগস্ট হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাঁকে। বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই গত ৭ আগস্ট মৃত্যু হয় তাঁর। গত ৭ তারিখ বিকেলে মারা যান তিনি। হাসপাতাল সূত্রে খবর, সোনালিদেবীর শরীরে নানা সমস্যা ছিল। হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পর করোনা পরীক্ষা করানো হলে রিপোর্ট পজিটিভ আসে। গত সপ্তাহেই চারদিনে বর্ধমান মেডিক্যালে চারজন কোভিড পজিটিভ রোগীর মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, অনেকেই এখনও হাসপাতালে কোভিড নিয়ে চিকিৎসাধীন। অন্যদিকে বুধবারই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা হু কোভিডের নতুন প্রজাতি নিয়ে সতর্ক করেছে। ইজি.৫ নামে কোভিডের নয়া স্ট্রেন বিশ্বজুড়ে থাবা বসাতে পারে এবং সংক্রমণের হার বাড়াতে পারে বলে সতর্ক করেছে হু। যদিও বর্ধমান মেডিক্যালে কোভিড রোগীদের মৃত্যুর ক্ষেত্রে চিকিৎসকরা বলছেন, কোভিড আক্রান্ত হলেও ওই রোগীদের শরীরে অন্যান্য সমস্যা ছিল। অর্থাৎ কোমর্বিডিটিকে মৃত্যুর কারণ হিসাবে তুলে ধরছেন চিকিৎসকরা। তবে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের একাংশ মনে করছেন, কোমর্বিডিটি থাকলেও করোনার ভাইরাস শরীরে থাকার কারণে অন্যান্য রোগের সঙ্গে যুঝতে সমস্যা হচ্ছে রোগীর। ফলে সহজেই কাবু হয়ে পড়ছেন তাঁরা। কারও কারও ক্ষেত্রে তা মৃত্যুরও কারণ হচ্ছে।

বিরোধীরা ওয়াক আউট করতেই মণিপুর নিয়ে মুখ খুললেন মোদি

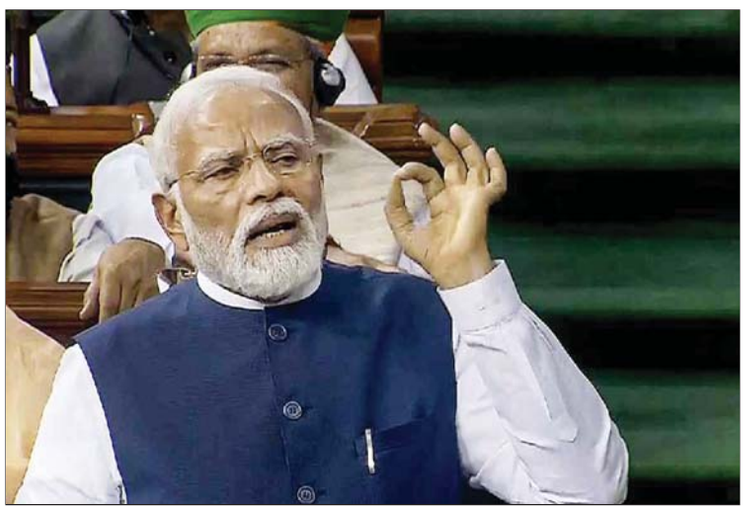

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্টঃ বিরোধীদের দাবি ছিল মণিপুর ইস্যু নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জবাব। কিন্তু প্রায় দেড় ঘণ্টার বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী মণিপুর প্রসঙ্গ না তোলায় নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য চলাকালীনই সংসদ থেকে ওয়াক আউট করলেন বিরোধীরা। যদিও বিরোধীরা ওয়াক আউট করতেই মণিপুর প্রসঙ্গে মুখ খোলেন প্রধানমন্ত্রী। দেশবাসীকে আশ্বস্ত করে তিনি বলেন, ''মণিপুরে মহিলাদের উপরে অত্যাচার এবং হিংসা ছড়ানোয় অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে।'' গোটা দেশ তাঁদের পাশে আছে বলেও মণিপুরবাসীকে আশ্বস্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। মণিপুরে শান্তি ফেরাতে সরকার চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখবে না বলেও দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। প্রথমে কথা ছিল বিকেল চারটে থেকে সংসদে বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাবের জবাব দেবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলতে ওঠেন বিকেল ৫.০৫ মিনিট নাগাদ। এর পর প্রায় দেড় ঘণ্টা কেটে গেলেও মণিপুর নিয়ে একটা শব্দও ব্যয় করেননি প্রধানমন্ত্রী। নিজের সরকারের সাফল্য, কংগ্রেসকে আক্রমণ, ইন্ডিয়া জোট নিয়ে কটাক্ষ- কিছুই বাদ দেননি তিনি। শেষ পর্যন্ত রাহুল গান্ধিকেও নিশানা করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বক্তব্য শুরুর কিছুক্ষণ পর থেকেই মণিপুর, মণিপুর নিয়ে স্লোগান তুলতে শুরু করেন বিরোধীরা। যদিও তাতে কান দেননি প্রধানমন্ত্রী। শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী ভাষণ শুরু করার প্রায় দেড় ঘণ্টা পর ওয়াকআউট করেন রাহুল গান্ধি সহ বিরোধীরা। বিরোধীরা ওয়াক আউট করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মণিপুর প্রসঙ্গ তোলেন প্রধানমন্ত্রী। মণিপুর নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রথমেই মনে করিয়ে দেন, বিষয়টি আদালতে বিচারাধীন রয়েছে। পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী দাবি করেন, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার মিলে মণিপুরে মহিলাদের উপরে নৃশংস অত্যাচারকারীদের কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করবেই। মণিপুরে শান্তি ফিরিয়ে ফের অগ্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ারও আশ্বাস দেন তিনি। শুধু তাই নয়, অতীতে কংগ্রেস আমলে উত্তর পূর্ব ভারতের পরিস্থিতি তুলে ধরেও কংগ্রেসকে আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। তুলে আনেন ১৯৬২-র ভারত চিন যুদ্ধের কথাও। কংগ্রেস শাসনে মণিপুরের কী অবস্থা ছিল, সেকথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন তিনি। বর্তমানে মণিপুরের বীরেন সিং সরকারের প্রশংসাও শোনা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর গলায়। রাজনীতি দূরে সরিয়ে রাখলেই মণিপুরে শান্তি ফিরবে বলেও দাবি করেন তিনি। বিরোধীরা অবশ্য আর সংসদে ফেরেননি।

লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু, জেলা শাসকদের সঙ্গে বৈঠকে বসছে কমিশন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ আগস্টঃ রাজনৈতিক দলগুলি লোকসভা নির্বাচনের আবহ তৈরি করেছে আগেই। আর এবার প্রশাসনিক স্তরেও শুরু হল লোকসভা ভোটের প্রস্তুতি। পশ্চিমবঙ্গের জেলা শাসকদের সঙ্গে ভোট প্রস্তুতি নিয়ে বৈঠক করতে চলেছে নির্বাচন কমিশনের কর্তারা। সূত্রের খবর, আগামী ১৯ আগস্ট জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করবেন কমিশনের কর্তারা। জানা গিয়েছে, ওই বৈঠকে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে থাকবেন উপ নির্বাচন কমিশনার ধর্মেন্দ্র শর্মা। আরও তিন উপ নির্বাচন কমিশনার থাকবেন তাঁর সঙ্গে। এ রাজ্যের দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ নির্বাচন কমিশনার নীতিন ব্যাসও বৈঠকে থাকবেন বলে সূত্রের খবর। এছাড়াও কমিশনের আরও চার কর্তা উপস্থিত থাকবেন। জোনাল সেক্রেটারি রাকেশ কুমার, ভোটার তালিকার দায়িত্বপ্রাপ্ত বটুলিয়া ও আরও এক অফিসার। সব মিলিয়ে কমিশনের আটজন কর্তা থাকবেন বৈঠকে। সেই বৈঠকের প্রস্তুতিতে আজ বৃস্পতিবারও এক দফা বৈঠক হয়েছে। জেলাশাসকদের সঙ্গে ভিডিয়ো কনফারেন্সে কথা বলেছেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক এবং দফতরের অন্যান্য আধিকারিকরা। লোকসভা নির্বাচন কবে হবে, সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে, ২০২৪-এ এই ১৮তম লোকসভা নির্বাচন হওয়ার কথা। কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে বদ্ধপরিকর বিরোধীরা এবার একজোট হয়ে নামছে ভোট ময়দানে। অন্যদিকে, জমি ধরে রাখতে লড়াই জারি রেখেছে শাসক দলও।

বাজেয়াপ্ত হবে না সম্পত্তি, দিতে হবে না জরিমানা, হাইকোর্টে স্বস্তি মানিকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ আগস্টঃ কয়েক মাস ধরে প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি রয়েছেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য। জামিনের আবেদন জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। তবে কিছুটা স্বস্তি মিলল কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে। তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা ও জরিমানা দেওয়ার যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, তা খারিজ হয়ে গেল ডিভিশন বেঞ্চে। গত জানুয়ারি মাসে হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছিলেন মানিক ভট্টাচার্যের দেশ ও বিদেশের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে। এছাড়া ফেব্রুয়ারি মাসে সিঙ্গল বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছিল, ৫ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে মানিককে। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন মানিক। বৃহস্পতিবার সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশ

খারিজ করে দিয়েছে বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ। উল্লেখ্য, সহিলা পারভিন নামে এক টেট পরীক্ষার্থী হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তিনি দাবি করেছিলেন, তথ্যের অধিকার আইনের আওতায় তাঁর ওএমআর শিট চেয়েও পাননি তিনি। নির্ধারিত টাকাও দিয়েছিলেন তিনি। সেই মামলাতেই মানিক ভট্টাচার্যকে পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা দেওয়ার নির্দেশ দেয় কলকাতা হাইকোর্ট। অন্যদিকে, আর একটি মামলায় অভিযোগ ছিল, ২০১৪ সালে প্রাথমিক টেট পরীক্ষা দেওয়ার ৬ বছর পরও ফলাফল জানতে পারেননি এক চাকরি প্রার্থী। ফলে পরবর্তী নিয়োগের পরীক্ষাতেও বসতে পারেননি তিনি। সেই সময় পর্ষদের সভাপতি ছিলেন মানিক ভট্টাচার্য। এই মামলায় তাই তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। এই দুই নির্দেশই খারিজ করে দেওয়া হয়েছে। গত মঙ্গলবার জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন মানিকের স্ত্রী শতরূপা।

ময়নাতদন্তের রিপোর্টে যাদবপুরের স্বপ্নদীপের শরীরে মেলেনি অত্যাচারের চিহ্ন, উপর থেকেই পড়েই মৃত্যু!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ আগস্টঃ স্বপ্নদীপ কুন্ডুর রহস্যমৃত্যুতে সকাল থেকেই উত্তাল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। উঠে এসেছে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ। তিন তলা থেকে পড়ে গিয়েই মৃত্যু হয় প্রথম বর্ষের ছাত্র স্বপ্নদীপের। হস্টেলের আবাসিকদের কথায় সেটাই জানা গিয়েছিল। তবে তিনি নিজে ঝাঁপ দিয়েছেন নাকি কেউ ফেলে দিয়েছে তা নিয়ে বাড়তে থাকে চাপানউতর। বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরের একাধিক ছাত্র সংগঠনের তরফ থেকে উঠে আসতে থাকে নানা মত। স্বপ্নদীপের শরীরের নানা জায়গায় আঘাতের চিহ্ন রয়েছে বলেও শোনা যায়। এফআইআর দায়ের হতেই তদন্ত শুরু করে পুলিশ। রুজু হয় অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা। নিজস্ব তদন্ত কমিটি তৈরি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও। এরইমধ্যে সামনে এল ময়নাতদন্তের প্রথামিক রিপোর্ট। সূত্রের খবর, ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্টে উপর থেকেই পড়ে মৃত্যুর কথা উল্লেখ রয়েছে। মাথার বাম দিকে রয়েছে আঘাত। বাম দিকের রিভ ও পেলভিস ভাঙা বলে জানা যাচ্ছে। শরীরের আর কোথাও কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, কোনও উঁচু জায়গা থেকে পড়ে গেলে শরীরে যে ধরনের আঘাতের চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায় স্বপ্নদীপের ক্ষেত্রেও তাই রয়েছে। মেলেনি আর কোনও অত্যাচারের চিহ্ন। পুলিশ সূত্রে খবর, শেষ দুইদিন মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিল স্বপ্নদীপ। এমনকী বুধবার রাতেও বাড়িতে ফোন করে সে যে ভয় পাচ্ছে সেকথা জানিয়েছিল স্বপ্নদীপ। সাংবাদমাধ্যমে আগেই এ কথা জানিয়েছেন স্বপ্নদীপের মামা। তাই কী কারণে সে সমস্যায় পড়েছিল, কেনই বা ভয় পাচ্ছিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। র‍্যাগিংয়ের বিষয়টিও উড়িয়ে দিচ্ছেন না তদন্তকারীরা। অন্যদিকে এদিন বিকালেই যাদবপুরের মেন হস্টেলের ব্লক-এ-২ ঘুরে দেখেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটির ১০ সদস্যরা। যে জায়গায় দেহ পড়েছিল সেই জায়গায় ঘুরে দেখেন তাঁরা। সেই সময় ছিলেন খোদ ছিলেন ডিন-অফ-স্টুডেন্টস-সহ একাধিক অধ্যাপক। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই এ ঘটনায় যাদবপুরের তিন ছাত্রকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। তবে ঘটনার সময় রাতে ওই ছাত্রের সঙ্গে কারা কারা ছিল তা এখনও পরিস্কার নয়। উল্লেখ্য বুধবার রাতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্টেলের ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু হয়েছে নদিয়ার বগুলার বাসিন্দা স্বপ্নদীপের। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি। ভোর সাড়ে ৪টে নাগাদ হাসপাতালেই মৃত্যু হয় তাঁর। স্বপ্নদীপের মামা অরূপ কুণ্ডু জানিয়েছেন, মৃত্যুর আগে মা-কে ফোন করেছিলেন ওই ছাত্র। বলেছিলেন, ''আমি ভাল নেই মা। আমার খুব ভয় করছে। তুমি এসো, তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।'' রাত সাড়ে ৯ টা নাগাদ এই কথা হয়েছিল। তারপর ফোন করলেও স্বপ্নদীপ আর ফোন ধরেননি বলেই দাবি তাঁর মামার। ঘণ্টাখানেক পর হস্টেল থেকে ফোন যায় বাড়িতে। জানানো হয়, ছাদ থেকে পড়ে গিয়েছেন স্বপ্নদীপ। আত্মহত্যার তত্ত্ব মানতে নারাজ ছাত্রের পরিবার। স্বপ্নদীপের মামা বলছেন, ''আমাদের সন্দেহ তো হচ্ছেই। ও সুইসাইড কেন করবে? যে মায়ের সঙ্গে কথা বলল, সে কীভাবে কিছুক্ষণের মধ্যে সুইসাইড করতে পারে? পাগল তো নয়!'' অরূপ বাবুর দাবি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাস নিয়ে কোনও অসুবিধা ছিল না স্বপ্নদীপের। বাবাকে ফোন করে নাকি ওই ছাত্র জানিয়েছিলেন যে ক্লাস করে তিনি খুশি। র‍্যাগিং না হলে এমনটা ঘটত না বলেই মনে করছেন অরূপ বাবু। তদন্ত চেয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারকে চিঠি লিখেছেন পড়ুয়ার মামা। স্বপ্নদীপের বাবার দাবি ছেলে বলেছিল, ''চাপে আছি বাবা এসো, মা এসো''! শেষ ফোনে বলেছিল যাদবপুরের স্বপ্নদীপ। পরদিন যে এমন কাণ্ড ঘটবে তা ভাবতেই পারছে না স্বপ্নদীপের পরিবার। যাদবপুরের কলেজ ছাত্র স্বপ্নদ্বীপ কুন্ডুর মৃত্যুতে শোকাহত এলাকার সকলেও।

'একটা চাকরির জন্য কলকাতায় আইটি অফিসে হাজার-হাজার প্রার্থীর লাইন', ভাইরাল ভিডিয়ো

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ আগস্টঃ গিজগিজ করছে কালো মাথা। ভিড়ের মধ্যে কয়েকজনের হাতে ফাইলও দেখা যাচ্ছে। কিছুটা ঠেলাঠেলি চলছেও। সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গেল এমনই একটি ভিডিয়ো। ওই ভিডিয়ো (সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা) নাকি কলকাতার উইপ্রোর অফিসের বাইরে তোলা হয়েছে বলে এক নেটিজেন দাবি করেন। ওই নেটিজেনের বক্তব্য, চাকরির বাজার যে কতটা কঠিন হয়ে উঠেছে, তা এই ভিডিয়ো দেখেই বোঝা যাচ্ছে। সহমত পোষণ করেছেন অন্যান্য নেটিজেনরা। তাঁদের বক্তব্য, চাকরির বাজার বরাবরই কঠিন ছিল। করোনাভাইরাস মহামারীর পরে সেই অবস্থা আরও খারাপ হয়েছে। বিভিন্ন সংস্থায় প্রচুর ছাঁটাই হয়েছে। তাই বাজারে চাকরির জন্য হাহাকার পড়ে গিয়েছে। মঙ্গলবার 'এক্স'-এ (অতীতের টুইটার) ওই ভিডিয়ো (সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা) শেয়ার করেন অভিষেক কর নামে এক নেটিজেন। তিনি বলেন, ''কলকাতার উইপ্রোয় ওয়াক-ইন ইন্টারভিউয়ের সময় অফিসের বাইরে দৃশ্য। কয়েকটি পদে চাকরির জন্য ১০,০০০-র বেশি আবেদনকারী। দেখে মনে হচ্ছে যে চাকরির বাজার এতটা সহজ নয়। আপনার মত?'' ওই ভিডিয়ো (সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা) সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়ে গিয়েছে। এক নেটিজেন বলেন, ''সবাইকে এই পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এখন যা অবস্থা, সেরকম অবস্থা ২০০৯ সালের নিউ টাউনে ছিল না। এখনও ইনফোসিসে ইন্টারভিউ দেওয়ার দিনটা মনে আছে। ইন্টারভিউয়ের প্রথম রাউন্ডের পর আমরা বাইরে বেরিয়ে গিয়েছিলাম। হালকা চালে একটি খেলার মাঠে শুয়েছিলাম। আমার কয়েকজন বন্ধু সিলিকন ভ্যালিতে অ্যাপল অফিসে কাজ করছে।'' অপর একজন বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গে এখন খুব ভালো চাকরি পাওয়ার সুযোগ নেই।'' তাতে অপর একজন বলেন, ''অন্যান্য রাজ্যে কি কর্মসংস্থানের ঝড় উঠেছে?'' একইসুরে অপর এক নেটিজেন বলেন, ''কলকাতার অবস্থা বরাবরই এরকম ছিল। বেঙ্গালুরুতে যদি এরকম কিছু হয়, তখন বলবেন।'' এক নেটিজেনের বক্তব্য, ''আজ আমার সঙ্গেও ঠিক একই ঘটনা হল। একই ঘটনার মুখে পড়তে হল আমায়। ইন্টারভিউয়ের জন্য গিয়েছিলাম। আমি জীবনবিজ্ঞান নিয়ে পড়েছি। সেখানে ৫,০০০ চাকরিপ্রার্থী ছিলেন। পুলিশকে ডাকতে বাধ্য হয়েছিল।''

ভেঙে দেওয়া হয় পাকিস্তানের পার্লামেন্ট

ইসলামাবাদ, ১০ আগস্ট ঃভেঙে দেওয়া হয় পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ (পার্লামেন্ট)। বুধবার মধ্য রাতে প্রেসিডেন্ট আরিফ আলভির দফতর আইওয়ান-ই-সদরের জারি করা এক নির্দেশনায় বলা হয়েছে, সংবিধানের ৫৮ ধারা অনুযায়ী পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে শেহবাজ সরকারের শাসনের অবসান ঘটেছে।ফলে আগামী তিনদিনের মধ্যেই কেয়ারটেকার প্রধানমন্ত্রীর নাম চূড়ান্ত করতে হবে। সেই সঙ্গেই দেশের নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তিন মাসের মধ্যে ভোট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।দেশটির প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরীফের পরামর্শের ভিত্তিতেই এটি করা হয়েছে। বুধবার প্রেসিডেন্ট আলভির কাছে পার্লামেন্ট ভেঙে দিতে চিঠি পাঠান শেহবাজ শরীফ। তার পরামর্শে বুধবার মধ্যরাতে প্রেসিডেন্ট পার্লামেন্ট ভেঙে দেন। শেহবাজ শরীর সরকারের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ১২ আগস্ট। এর তিনদিন আগেই দায়িত্ব ছেড়ে দিলেন তিনি।পাকিস্তানের সংবিধান অনুযায়ী, জাতীয় পরিষদ মেয়াদ পূর্ণ করলে ৬০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন হবে। তবে মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই জাতীয় পরিষদ ভেঙে দিলে ৯০ দিনের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন দিতে হয়। আর সে হিসাবে আগামী ৯০ দিনের মধ্যে পাকিস্তানে নতুন পার্লামেন্টের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের প্রস্তুতি চলবে। জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করবেন শাহবাজ শরিফ। তারা ব্যর্থ হলে জাতীয় পরিষদের স্পিকার তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে সেই কমিটির মাধ্যমে অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রীর নাম নির্বাচন করবেন। তারাও ব্যর্থ হলে পাকিস্তানের নির্বাচন কমিশন দুই দিনের মধ্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।গত বছরের এপ্রিলে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে অনাস্থা ভোটে ক্ষমতাচ্যুত করে প্রধানমন্ত্রী হন শেহবাজ শরীফ। এরপর প্রধানমন্ত্রিত্ব হারানো ইমরানকে দমনেই ব্যস্ত ছিল শেহবাজ শরীফের সরকার।

অনন্তনাগে গ্রেনেড হামলা, জওয়ান সহ তিনজন আহত, তল্লাশি অভিযান অব্যাহত

অনন্তনাগ, ১০ আগস্ট ঃ নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে বৃহস্পতিবার গ্রেনেড হামলা চালায় জঙ্গিরা। অনন্তনাগ জেলার কোকেরনাগ এলাকায় এই হামলা চলে। ঘটনায় এক সেনা জওয়ান সহ তিনজন আহত হয়। হামলার পর সন্ত্রাসবাদীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। তাদের গ্রেফতার করবার জন্য নিরাপত্তা বাহিনীর তল্লাশি অভিযান চলছে।নিরাপত্তা বাহিনী অনন্তনাগ জেলার কোকেরনাগ এলাকার আথলান গাদলে গ্রামে তল্লাশি অভিযান শুরু করেছিল। সেখানে লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসবাদীরা নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে গ্রেনেড হামলা করে । হামলায় এক সেনা জওয়ানসহ তিনজন আহত হয়েছেন। আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে, সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে।হামলার পর ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়া সন্ত্রাসবাদীদের ধরতে নিরাপত্তা বাহিনীর তল্লাশি অভিযান চলছে। অভিযান চলাকালে নিরাপত্তা বাহিনী যাওয়া-আসার সব রুট বন্ধ করে দিয়েছে।

নেপালে ভারী বর্ষণ ও ভূমিধসে নিহত ৪১, নিখোঁজ ৩১ জন

কাঠমান্ডু, ১০ আগস্ট ঃ চলতি বছর নেপালে বর্ষার ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন। বন্যা ও ভূমিধসে এখনও পর্যন্ত ৪১ জনের মৃত্যু হয়েছে। বন্যা ও ভূমিধসে দেশের ৫০টি জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ৩১ জন নিখোঁজ হওয়ার খবরও রয়েছে।স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান মহাদেব পন্থি জানান, ভূমিধসে এখনও পর্যন্ত ৫৫ জন আহত হয়েছেন, যারা দেশের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিসাধীন রয়েছেন। তিনি বলেন, বন্যা ও ভূমিধসে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০টি জেলার মধ্যে ২০টিতে মানুষের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ৬টি জেলায় নিখোঁজ ৩১ জনের সন্ধানের চেষ্টা এখনও চলছে। তবে এদের মধ্যে কয়েকজনের বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম বলে জানা

তৃতীয়বারের জন্য রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া

মুম্বই, ১০ আগস্ট ঃফের একবার রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া। এই নিয়ে তৃতীয়বার রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখা হল। একইসঙ্গে রিভার্স রেপো রেট-ও অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।বৃহস্পতিবার রিজার্ভ ব্য়াঙ্ক অব ইন্ডিয়ার গভর্নর শক্তিকান্ত দাশ জানান, মনিটারি পলিসি কমিটি সর্বসম্মতভাবে রেপো রেট অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ৬.৫০ শতাংশেই রেপো রেট স্থির রাখা হয়েছে। তিনি বলেন, সমস্ত দিক পর্যালোচনা করে মনিটারি পলিসি কমিটি রেপো রেট ৬.৫০ শতাংশে অপরিবর্তিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। স্ট্যান্ডিং ডিপোজিট ফেসিলিটি রেট ৬.২৫ শতাংশে, মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটি রেট ও ব্যাঙ্ক রেট ৬.৭৫ শতাংশে রাখা হয়েছে। এদিন আরবিআই প্রধান জানান, মনিটারি পলিসি কমিটির ৬ জন সদস্যের মধ্যে ৫ জনই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ ও আর্থিক বৃদ্ধির উপরই জোর দিয়েছে। বিগত কয়েক মাসে যে ব্যাপক হারে মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে, তা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন শক্তিকান্ত দাশ।

অপরিশোধিত তেল ব্যারেল প্রতি ৮৮ ডলারের কাছাকাছি, পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়ছে। ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৮৮ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৮৫ ডলারের কাছাকাছি। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, বৃহস্পতিবার দিল্লিতে পেট্রোল ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকা। যেখানে, মুম্বইতে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটারে ১০৬.৩১ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৯৪.২৭ টাকা প্রতি লিটার। একইভাবে, কলকাতায়, পেট্রোল ১০৬.০৩ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৭৬ টাকায় বিক্রি হচ্ছে, যেখানে চেন্নাইতে, পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৪ টাকা।আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের চতুর্থ দিনে, ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ০.১৬ বা ০.১৮ শতাংশ কমে ব্যারেল প্রতি ৮৭.৩৯ ডলারে রয়েছে। একই সময়ে, ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট (ডব্লিউটিআই) ক্রুডও ব্যারেল প্রতি ৮৪.২৫ এ লেনদেন করছে, ০.১৫ বা ০.১৮ শতাংশ কমে।

'মেরি মিট্টি মেরা দেশ' কর্মসূচীর সূচনা করলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার

আগরতলা, ১০ আগস্ট ঃ 'মেরি মিট্টি মেরা দেশ' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে গোটা দেশের সাথে উত্তর পূর্বাঞ্চলের ত্রিপুরা রাজ্য থেকেও শুরু হল মাটি সংগ্রহের কাজ। বুধবার থেকে সারাদেশব্যাপী এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে যা আগামী ৩০ আগস্ট পর্যন্ত চলবে। দেশের সব পঞ্চায়েত থেকে মাটি সংগ্রহ করে অমৃত কলসে রাজধানী দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হবে। সেই মাটি দিয়ে অমৃত বাটিকা গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।বুধবার আগরতলা পুর নিগমের ১৬ নং ওয়ার্ড অফিসে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হয় এই কর্মসূচির। এদিনের আয়োজিত অনুষ্ঠানে অমৃত কলসে বাটিকার জন্য মাটি সংগ্রহ করেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার। পরবর্তীতে এই অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখতে ওয়ার্ড অফিস প্রাঙ্গনে বৃক্ষরোপণও করেন তিনি। পুর নিগমের প্রতিটি ওয়ার্ড থেকে ক্রমান্বয়ে মাটি সংগ্রহ করে অমৃত কলস সংরক্ষিত করে রাখা হবে আগরতলা পুর নিগমে। পরবর্তীতে অমৃত কলসে সংগৃহীত সেই মাটি দিল্লিতে পাঠানো হবে মুখ্যমন্ত্রীর তত্ত্বাবধানে, জানিয়েছেন পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার।আগামী ২৪ আগস্ট রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃমনিক সাহা সারা রাজ্য থেকে সংগৃহীত অমৃত কলস আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় রাজধানীর উদ্দেশ্যে পাঠাবেন বলে জানিয়েছেন মেয়র। প্রধানমন্ত্রী এর আহবানে সাড়া দিয়ে দেশের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আগরতলা পুর নিগমের তরফে হর ঘর তিরঙ্গা ও মেরি মিট্টি মেরা দেশ দুটি কর্মসূচিকে সফল রূপ দিতে সর্বাত্মক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন মেয়র।

১২ আগস্ট একদিন ব্যাপী সম্মেলনের আয়োজন করছে ডিটিপিএ, ট্যাক্স সম্পর্কিত নানা বিষয়ে হবে আলোচনা

কলকাতা, ১০ আগস্ট ঃ আগামী ১২ আগস্ট, শনিবার একদিন ব্যাপী সম্মেলনের আয়োজন করতে চলেছে ডাইরেক্ট ট্যাক্স প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন (ডিটিপিএ)। কলকাতার তাজ বেঙ্গলে একদিন ব্যাপী এই সম্মেলনে ট্যাক্সের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। এই সম্মেলন আয়োজনের বিষয়ে মঙ্গলবার বিকেলে কলকাতা প্রেসক্লাবে ডাইরেক্ট ট্যাক্স প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন সংগঠনের পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।'অর্থনৈতিক উন্নয়ন-পেশাদারদের কাছ থেকে প্রত্যাশা' বিষয়ক এই সাংবাদিক সম্মেলনে বিশিষ্ট আইনজীবী তথা অল ইন্ডিয়া ফেডারেশন অফ ট্যাক্স প্র্যাকটিশনার (এআইএফটিপি)-এর জাতীয় উপ-সভাপতি নারায়ণ জৈন বলেছেন, ১২ আগস্ট একদিন ব্যাপী সম্মেলনে ট্যাক্স সম্পর্কিত নানা বিষয়ে আলোচনা হবে। তিনি বলেছেন, ১৯৮২ সালের ২৮ আগস্ট ডাইরেক্ট ট্যাক্স প্রফেশনাল অ্যাসোসিয়েশন-এর স্থাপনা হয়। এখন সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে চাটার্ড অ্যাকাউন্ট ও কোম্পানি সচিব-সহ প্রায় ১৮০০ জন সদস্য রয়েছেন।সম্মেলন সমিতির সভাপতি সঞ্জয় বাজোরিয়া বলেছেন, বর্তমান সময়ের কর ও অর্থনীতির প্রাসঙ্গিক বিষয়ে আলোচনা হবে সম্মেলনে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর, পুঁজি বাজার, আর্থিক বিকাশ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে হবে আলোচনা। চাটার্ড অ্যাকাউন্ট এন কে গোয়েল ও বিকাশ পারেখ বলেছেন, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বক্তা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সম্মেলনে অংশ নেবেন। ধন্যবাদজ্ঞাপন করে কেদার নাথ গুপ্তা বলেছেন, সম্মেলনে ৪০০-র বেশি প্রতিনিধি অংশ নেবেন।

অসমের হাইলাকান্দিতে নেশা মুক্তির স্বাস্থ্য রথ করা হয়েছে

হাইলাকান্দি (অসম), ১০আগস্টঃ নেশার কবল থেকে তরুণ প্রজন্মকে মুক্তি দিতে সারা দেশের সঙ্গে হাইলাকান্দিতেও শুরু হয়েছে অভিযান। নেশা মুক্তির অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আজ সোমবার হাইলাকান্দিতে একটি স্বাস্থ্য রথের যাত্রা শুরু হয়েছে। জেলা আয়ুক্তের কার্যালয়ে পতাকা নেড়ে এই রথের যাত্রা শুরু করেন জেলা কমিশনার নিসর্গ হিভারে।জেলার সব বিভাগীয় প্রধানদের উপস্থিতিতে রথের যাত্রারম্ভের অনুষ্ঠানে জেলা আয়ুক্ত হিভারে জানান, তিনটি পর্যায়ে নেশা থেকে মুক্তি লাভের জন্য প্রশাসন থেকে কাজ করা হচ্ছে। প্রথমত নেশা সামগ্রী পাওয়ার উৎস অর্থাৎ সরবরাহ লাইনকে জেলায় ধ্বংস করার কাজ চালানো হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাইস্কুল, হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল, কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়াদের মধ্যে নেশার চাহিদা ধ্বংস করতে সজাগতা বাড়ানো হয়েছে।পাশাপাশি ইতিমধ্যে যারা মারাত্মক নেশাগ্রস্ত হয়ে গেছেন তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। জেলা আয়ুক্ত তাঁর ভাষণে নেশা মুক্তির জন্য সচেতনতা বাড়াতে জেলাবাসীকে এগিয়ে আসার আবেদন জানান।এদিকে এই সচেতনতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সোমবার আলগাপুর উন্নয়ন খণ্ড এবং হাইলাকান্দি উন্নয়ন খণ্ডে দুটি পৃথক শোভাযাত্রা বের করা হয়। প্ল্যাকার্ড, ব্যানার, ফেস্টুন নিয়ে দুটি শোভাযাত্রা ব্লকের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে।গত মঙ্গলবারও অনুরূপ এক শোভাযাত্রা সকাল সাড়ে দশটায় লালা উন্নয়ন খণ্ডে বের করা হবে। আমালা বাজার থেকে আয়নাখাল পর্যন্ত শোভাযাত্রা করে পুনরায় আমালা ব্লক হেডকোয়ার্টারে এসে শোভাযাত্রাটি মিলিত হবে।উল্লেখ্য, শনিবার দক্ষিণ হাইলাকান্দি এবং কাটলিছড়া ব্লকেও অনুরূপ শোভাযাত্রা বের করা হয়। এদিকে এই সচেতনতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে রবিবার আয়নাখালে একটি পথনাটিকা পরিবেশন করা হয়।

৫ বছরের মধ্যে ভারতের সাড়ে ১৩ কোটি মানুষ দরিদ্র রেখার ওপরে উঠেছে

নয়াদিল্লি,১০আগষ্টঃযখন সঠিক চিন্তা-ভাবনা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সঠিক নীতি তৈরি করা হয়, তখন তার ফল অবশ্যই ভালো হয়। এর এক প্রমান মাত্র কিছুদিন আগেই প্রত্যক্ষ করেছে দেশ। নীতি আয়োগের রিপোর্টে দেখা গেছে যে ৫ বছরের মধ্যে ভারতের সাড়ে ১৩ কোটি মানুষ দরিদ্র রেখার ওপরে উঠে এসেছেন। ভারতের এই সাফল্যে সরকারি কর্মচারীদের পরিশ্রমও যুক্ত রয়েছে। দরিদ্র শ্রেণীর জনগণকে পাকা বাড়ি দেওয়ার প্রকল্প হোক বা তাদের জন্য শৌচালয় তৈরি করা বা বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করার প্রকল্পই হোক না কেন, আমাদের সরকারী কর্মীরা গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিয়েছেন। এই প্রকল্পগুলির সুবিধা যখন দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছেছে তখন তাদের মনোবল বেড়েছে, বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। এই সাফল্য এটাই প্রমান করে যে আমরা সকলে মিলে যদি ভারতকে দারিদ্র মুক্ত করার চেষ্টা চালাই তবে দেশ থেকে দারিদ্র সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব। এই কাজের সঙ্গে নিশ্চিতভাবে দেশের সকল সরকারী কর্মচারীর ভূমিকা বিশেষভাবে জড়িত রয়েছে। গরিব কল্যাণের সঙ্গে যুক্ত যে প্রকল্পগুলি রয়েছে, আপনাদের সকলের সেগুলির বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং জনগণকে এ সম্পর্কে অবগত করতে হবে।বন্ধুগণ,ভারতে ক্রমাগত দারিদ্র হ্রাস পাওয়ার অন্য একটি দিকও রয়েছে। দেশের নিও মিডল ক্লাস আওতাভুক্ত জনগণ ক্রমশ উন্নত হচ্ছেন। কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে তাদের সামনে। এই শ্রেণীর জনগণের নিজেদের চাহিদা রয়েছে, আকাঙ্খা রয়েছে। এই চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে দেশে বিপুল সংখ্যায় উপাদনের কাজ চলছে। বর্তমানে আমাদের কারখানা ও উদ্যোগ ক্ষেত্রগুলি রেকর্ড পরিমান উপাদন করছে। আমাদের কারখানাগুলিতে বর্তমানে যখন রেকর্ড পরিমান উপাদন হচ্ছে তখন এর সুবিধা সবচেয়ে বেশি পাচ্ছেন আমাদের যুবক-যুবতীরা। সাম্প্রতিক সময়ে আপনারা দেখতে পাবেন প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো নতুন রেকর্ড নিয়ে বা নতুন সাফল্য নিয়ে আলোচনা হয়। ভারতে রেকর্ড পরিমান মোবাইল ফোন রপ্তানী হচ্ছে। দেশে এ বছরে প্রথম ৬ মাসের মধ্যে যতো সংখ্যক গাড়ি বিক্রি হয়েছে তাও বিশেষভাবে উৎসাহব্যাঞ্জক। বৈদ্যুৎতিন সামগ্রীও ভারতে রেকর্ড পরিমান বিক্রি হচ্ছে। এই সবকিছুর থেকে দেশে রোজগার বাড়ছে, বাড়ছে কর্মসংস্থানের সুযোগ।বন্ধুগণ,ভারতের মেধার ওপর বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের নজর রয়েছে। বিশ্বের অনেক উন্নত অর্থ ব্যবস্থার দেশে প্রবীন নাগরিকের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। কমে যাচ্ছে যুবক-যুবতীদের সংখ্যা। কাজ করার মানুষও কমে যাচ্ছে। এইজন্য বর্তমান সময় ভারতের যুবক-যুবতীদের প্রচুর পরিশ্রম করার সময়। নিজেদের দক্ষতা, ক্ষমতা বিকাশ করা প্রয়োজন। আমি দেখেছি যে ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে মেধা, চিকিৎসক, নার্স এবং উপসাগরীয় দেশগুলিতে নির্মাণকর্মীদের বিপুল চাহিদা রয়েছে। ভারতের মেধার কদর সকল দেশে সব ক্ষেত্রেই বাড়ছে। এইজন্য বিগত ৯ বছরে সরকার দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ জোর দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার আওতায় আনুমানিক দেড় কোটির বেশি যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সরকার ৩০টি দক্ষ ভারত আন্তর্জাতিক কেন্দ্র স্থাপন করছে। এই কেন্দ্রগুলিতে বিশ্বের সুযোগ গ্রহনের জন্য আমাদের যুবক-যুবতীদের প্রস্তুত করা হবে। সমগ্র দেশে বর্তমানে নতুন মেডিকেল কলেজ, নতুন আইটিআই, নতুন আইআইটি, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান তৈরি করার কাজ চলছে। ২০১৪ পর্যন্ত আমাদের দেশে ৩৮০টির কাছাকাছি মেডিকেল কলেজ ছিল। বিগত ৯ বছরে এই সংখ্যা বেড়ে ৭০০ ছাড়িয়েছে। এভাবেই নার্সিং কলেজের সংখ্যাও বেড়েছে অনেক। বিশ্বের চাহিদা পূরণের জন্য যে দক্ষতা ভারতের যুবক-যুবতীদের রয়েছে তা বিকশিত করার জন্য নানান সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে।বন্ধুগণ,আপনারা সকলে অত্যন্ত সদর্থক পরিবেশে সরকারি চাকরিতে যাচ্ছেন। আপনাদের ওপর এখন দেশের এই সদর্থক চিন্তাভাবনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব রয়েছে। আপনাদের সকলের নিজেদের আশা-আকাঙ্খাও পূরণ করার চেষ্টাও চালাতে হবে। নতুন দায়িত্ব গ্রহনের পরেও আপনারা শেখার এবং আত্ম উন্নয়নের প্রক্রিয়া চালিয়ে যাবেন। আপনাদের সাহায্য করার জন্য সরকার অনলাইন প্রশিক্ষণ প্ল্যাটফর্ম iGOT Karmayogi তৈরি করেছে। আমি আপনাদের সকলকে অধিক থেকে অধিকতর এই প্ল্যাটফর্মের সুযোগ গ্রহনের আহ্বান জানাই। আরও একবার আমি আপনাদের ও আপনাদের পরিবার পরিজনকে এই নতুন দায়িত্ব গ্রহনের জন্য অনেক অনেক অভিনন্দন জানাই। নতুন এই দায়িত্ব একটি প্রারম্ভ বিন্দু মাত্র। আপনারাও জীবনে উন্নতির শিখরে পৌঁছান। যেখানেই আপনারা কাজ করার সুযোগ পাবেন সেখানেই আপনাদের মাধ্যমে দেশের প্রত্যেক নাগরিক তাঁদের নিজেদের স্বপ্ন পূরণের সুযোগ পাক, তৈরি হোক নতুন নতুন শক্তি, এই কামনা করি। আপনারাও আপনাদের সব স্বপ্ন পূরণ করুন, সব দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করুন। আমার তরফ থেকে অনেক অনেক শুভ কামনা রইল। অনেক অনেক ধন্যবাদ।

খুব শীঘ্রই ভিয়েতনাম সফর করবেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন

মেক্সিকো, ১০ আগস্টঃ খুব শীঘ্রই ভিয়েতনাম সফর করবেন বলে জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। ভিয়েতনাম যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সুসম্পর্ক বাড়াতেই প্রেসিডেন্টের ভিয়েতনাম সফরের সিদ্ধান্ত বলে জানা গিয়েছে।বাইডেন একটি রাজনৈতিক তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের এই কথা জানান।হোয়াইট হাউসের একজন মুখপাত্র গত মঙ্গলবার বাইডেনের ভিয়েতনাম সফর সম্পর্কে জানান। তিনি আরও জানান, এই মুহূর্তে আর কোনও তথ্য দেওয়া সম্ভব নয়। এপ্রিলে, ভিয়েতনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম মিন চিন এবং সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক সুগভীর করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট মার্চ মাসে ভিয়েতনামের কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান গুয়েন ফু ট্রং-এর সঙ্গেও ফোনে কথা বলেন। ওয়াশিংটন এবং মার্কিন প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলি খোলাখুলিভাবে জানিয়েছে যে তারা ভিয়েতনামে সামরিক সরবরাহ বাড়াতে চায়। যা এখন পর্যন্ত মূলত কোস্ট গার্ড জাহাজ এবং প্রশিক্ষণ বিমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।

ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হিমাচল প্রদেশে, মাত্রা ৩.৪

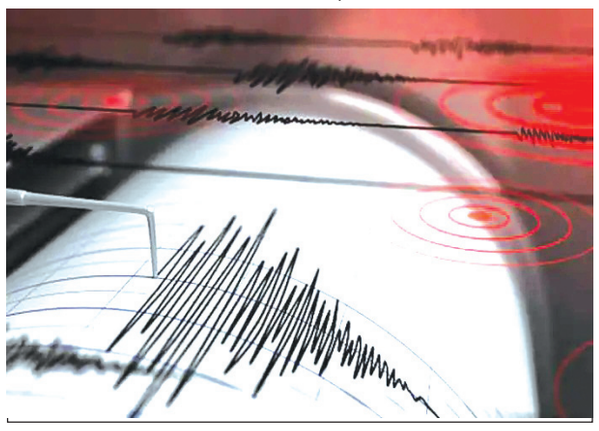

শিমলা, ১০ আগস্ট ঃ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল হিমাচল প্রদেশের মাটি। ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৩.৪।ন্যাশন্যাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তরফে জানা গিয়েছে, বুধবার রাত ১১.২০ নাগাদ কেঁপে ওঠে হিমাচল প্রদেশের লাহোল এবং স্পিতি এলাকা। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৪। তবে এই ভূমিকম্পের জেরে কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। কোথাও কোনও ক্ষতি হয়েছে কি না সেব্যাপারে খোঁজ নেওয়া হচ্ছে। এদিকে রাতের অন্ধকারে আচমকা কেঁপে ওঠায় এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। আতঙ্ক ছড়াতে থাকে ক্রমশ।

মণিপুর গণধর্ষণ মামলায় আরেকটি এফআইআর দায়ের মেইতেই মহিলার

ইম্ফল, ১০আগস্ট ঃ গত ৩ মের চুরাচাঁদপুর গণধর্ষণ মামলায় বিষ্ণুপুর মহিলা থানায় আরেকটি এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এই এফআইআরটি ৯ আগাস্ট একজন আক্রান্ত মেইতি মহিলা দায়ের করেছেন বলে জানা গিয়েছে।নির্যাতিতা মেইতি মহিলা এফআইআর-এর রিপোর্টে জানিয়েছেন, ৩ মে যখন কুকি সম্প্রদায়ের কিছু অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা তাকে গণধর্ষণ করেছিল, তখন তিনি এবং অন্যান্যরা চুরাচাঁদপুরে তাদের বাড়ি থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তারা পালিয়ে যেতে পারেননি।এফআইআর নথিভুক্ত করার পাশাপাশি নির্যাতিতা মহিলার ডাক্তারি পরীক্ষাও করা হয়েছে। এরপর এফআইআরটি মহিলা থানা বিষ্ণুপুরে পাঠানো হয়েছে। পরবর্তী তদন্তের জন্য চুড়াচাঁদপুর থানাতেও পাঠানো হয়। এই মামলাটি ভারতীয় দণ্ডবিধি ৩৭৬-ডি৩৫৪১২০-বি ৩৪ ধারায় নথিভুক্ত করা হয়েছে।

শিবসাগরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত জাতীয় সড়ক নির্মাণ সংস্থার গাড়ি, হত ২, আহত ছয়ের বেশি

শিবসাগর (অসম), ১০ আগস্ট ঃ উজান অসমের শিবসাগর জেলার অন্তর্গত সামাগুড়িতে বৃহস্পতিবার ভয়ংকর এক সড়ক দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয়েছে দুজনের। এ ঘটনায় ছয়জনের বেশি আহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে।জানা গেছে, আজ সকালে জাতীয় সড়ক নির্মাণ সংস্থার একটি গাড়িতে করে প্রায় ১২ জন শ্রমিক-কর্মচারী তাঁদের গন্তব্যস্থলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলেন। কিন্তু বড়ালিগাঁও নামঘরের কাছে গিয়ে বিকট শব্দ করে গাড়ির একটি চাকা ফেটে (টায়ার বার্স্ট) যায়। এতে নিযন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় পাল্টি খেয়ে পড়ে যাত্রীবাহী গাড়িটি।আহতদের সামাগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা ধরে কোনও ডাক্তার না আসায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ইত্যবসরে পুলিশ গিয়ে ডাক্তার ডেকে পরিস্থিতি

মনসা প্রতিমা তৈরির কাজ চলছে জোর কদমে, দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমোরটুলিতে এখন শুধুই ব্যস্ততা

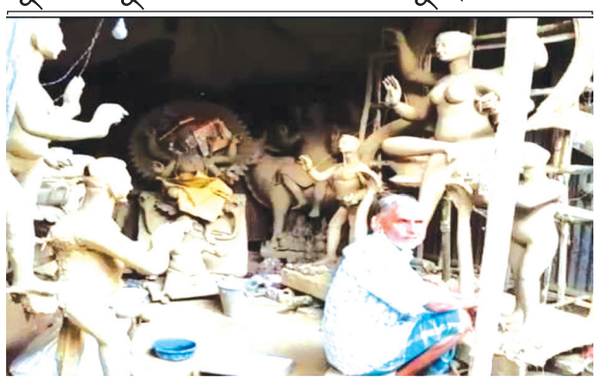

দক্ষিণ দিনাজপুর,১০আগষ্টঃকথায় বলে বাঙালিদের বারো মাসে তেরো পার্বণ। এরমধ্যে মনসা পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা এবং দুর্গাপূজা অন্যতম। এখন থেকেই পুরোদমে শুরু হয়ে গেছে পুজোর প্রস্তুতি। সামনেই মা মনসা পূজা। তারপর বিশ্বকর্মা। এরপর শুরু দুর্গা পূজার কাউডাউন। উল্লেখ্য, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বিভিন্ন জায়গার কুমোরপাড়ায় মৃৎশিল্পীরা পুরোদমে ব্যস্ত প্রতিমা তৈরীর কাজে। একদিকে মা মনসা পূজা, বিশ্বকর্মা পূজা, অন্যদিকে দূর্গাপূজা। প্রসঙ্গত, চলতি মাসের ১৮ তারিখে মনসা পূজা তার আগেই দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার কুমোর পাড়ার মৃশিল্পীরা রাতদিন এক করে ঘেমে নিয়ে প্রতিমা তৈরিতে ব্যস্ত। এখন শুধুই ব্যস্ততা কুমোরটুলিতে। জোর কদমে চলছে তারই প্রস্তুতি। যার দরুন সম্পূর্ন ভাবে প্রতিমা তৈরীর কাজে ব্যস্ত মৃৎশিল্পীরা। গত দুবছর আগে করোনার অতিমারির দরুন পূজা পার্বন অনেক কম হওয়ার কারনে মৃৎশিল্পীদের প্রতিমার ব্যবসা হয়নি। ওই সময় তাদের অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে। সেই ক্ষতি তুলে আনার জন্য এবার মৃশিল্পীরা অন্যান্য বছর তুলনায় বেশি প্রতিমা তৈরীর কাজে হাত দেন। এ বিষয়ে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর বংশীহারি ব্লকের পালপাড়া এলাকার মৃৎশিল্পী পবিত্র পাল জানান, এবার মা মনসার প্রতিমা তৈরী করেছি ৪০টি, বিশ্বকর্মা ৩২টি ও দূর্গা প্রতিমা তৈরী চলছে প্রায় ১২টির মতন। এখনও পর্যন্ত দূর্গা প্রতিমা ৭টি ক্লাব বায়না করেছে। বাকি প্রতিমা গুলি বায়না হবে বলে আশা ব্যক্ত করেন তিনি। মনসা প্রতিমা, বিশ্বকর্মা প্রতিমা ও দুর্গা প্রতিমা তৈরির কাজে উনার ৬ জন কর্মচারী সকাল বিকাল কাজে লিপ্ত। এবিষয়ে মৃৎশিল্পী পবিত্র পাল আরও জানান, তিনি বলেন, এবছর পূজার সংখ্যা বাড়বে বলেই তাদের ধারণা। সে

কোন্নগরের নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন শান্তিতেই হল

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১০ আগস্ট ঃ কোন্নগরের নবগ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল। সবুজ আবির খেলার ছবি দেখা গেল। কোন্নগরের পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের দিনে শুধুই সবুজ আবির খেলার ছবি ধরা পড়ল। কোন্নগর নবগ্রাম পঞ্চায়েতে শান্তির সঙ্গে বোর্ড গঠন করল তৃণমূলের জয়ী সদস্যরা। নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের প্রধান হলেন সোমা দাস, উপপ্রধান হলেন অলোক পাল (গদাই), ১০-৯ ভোটে জয়ী হয়ে প্রধান সোমা দাস, উপপ্রধান হন অলোক পাল। শ্রীরামপুর উত্তরপাড়া ব্লকের নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত ১৯ বিশিষ্ট সিট তার মধ্যে তৃণমূল পায়ে ১০টি, সি.পি.আই.এম প্রায় ৯ টি বৃহস্পতিবার কড়া পুলিশি নিরাপত্তা ও ড্রোন দিয়ে দফায় দফায় কড়া নজরদারি চালিয়েছেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের আধিকারিকরা। উপস্থিত ছিলেন এ.সি.পি ২ উত্তরপাড়া থানার আই.সি পার্থ শিকদার, কানাইপুর পুলিশ ফাঁড়ির অফিসার ইনচার্জ অরূপ মন্ডল। শুরু হয় বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া ১০-৯ ভোটে জয়ী হয়ে প্রধান হন তৃণমূলের সোমা দাস, উপ-প্রধান অলোক পাল এই দিন ১০-৯ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই কে সামনে রেখে আগেভাগেই ব্যাপক তৎপরতা থাকে পুলিশের। পঞ্চায়েত চত্বরে চতুর্দিকে মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত পরিমাণে পুলিশ বাহিনী। পঞ্চায়েত ভোট গঠনের শুরু থেকে শেষ অব্দি উপস্থিত ছিলেন স্বয়ং আই.সি পার্থ শিকদার, এ.সি.পি-২ পুলিশের করা নিরাপত্তায় সুষ্ঠু স্বাভাবিকভাবে ভোট গঠন সম্পন্ন হয়। এই দিন আর এই ভোট গঠনের পরেই উৎসাহে মাতেন কর্মী সমর্থকেরা।

রাজারহাটে বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কা বেশ কয়েকটি গাড়িতে, আহত পথচারী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ আগস্ট ঃ রাজারহাট রোডে ফের বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কা বেশ কয়েকটি গাড়ি ও পথচারীকে । বৃহস্পতিবার রাজারহাট রোডে ২১৭ বাসস্ট্যান্ডের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি বেশ কয়েকটি গাড়িকে ধাক্কা মারে। আহত ব্যক্তিকেকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে। ঘটনাস্থে পৌঁছায় নারায়নপুর থানার পুলিশ। পলাতক গাড়ির চালক। ইতিমধ্যে এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে এলাকা জুড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, সাদা রঙের একটি গাড়ি রাজারহাট চৌমাথার দিক থেকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আসছিল। রাজারহাট রোডে ২১৭ বাসস্ট্যান্ডের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়িটি বেশ কয়েকটি গাড়িকে ধাক্কা মারে। রাস্তার ধারে থাকা একটি দোকানের সিসিটিভিতে ধরা পড়েছে গোটা ঘটনার ছবি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, দ্রুত গতির ওই গাড়িটি বেশ কয়েকটি গাড়িকে ধাক্কা মারার পাশাপাশি পথচারীদেরও ধাক্কা মারে। এবং দাঁড়িয়ে থাকা একটি বাইককেও ধাক্কা মেরেছে বলে জানান তাঁরা। তারপরে একটি বাসে পিছনে ধাক্কা মারে দাঁড়িয়ে যায়। এরপর গাড়ি ফেলে পালিয়ে যায় ড্রাইভার। ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় লোকজন। আহত একজনকে নিয়ে যাওয়া হয় স্থানীয় হাসপাতালে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নারায়নপুর থানার পুলিশ।

হ্যাম রেডিওর সদস্যেরা বাড়িয়ে দিলেন সাহায্যের হাত, বাড়ি ফিরছেন বৃদ্ধা

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১০ আগস্ট ঃ হ্যাম রেডিওর সদস্যেরা বাড়িয়ে দিলেন সাহায্যের হাত। বাড়ি ফিরছেন বৃদ্ধা। ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস জানান, বয়সজনিত কারণ বা অ্যালজাইমার কারণে বহু বয়স্ক মানুষের স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলছেন। গত ৩০ জুলাই টহলরত হেয়ার স্ট্রিট থানার পুলিশ এমনই এক প্রবীণ বৃদ্ধাকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করেন। উদ্ধার করার সময় ভদ্রমহিলার সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেছিলেন। সংজ্ঞা ফেরার পর নিজের নাম বলেছিলেন পাপরি সিনহা। স্বামী স্বর্গীয় অসিত সিনহা ও ছেলের নাম কুন্তল। বারবার দেশপ্রিয় পার্কের কথা বলছিলেন তিনি। সেখানেও খোঁজখবর করা হয়। কিন্তু পাওয়া যায়নি বৃদ্ধার কাউকেই। পরবর্তীকালে হোমের মাধ্যমে হ্যাম রেডিও'র ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাবের কাছে খবর আসে। হাওড়ার আনন্দনগর দক্ষিণ জগাছা, লিলুয়া থানার অন্তর্গত একটি জায়গায় বৃদ্ধার বাড়ি পাওয়া যায়। বাড়িতে গিয়ে জানা যায় বৃদ্ধা অনেকদিন আগে নিখোঁজ হয়েছেন। লিলুয়া থানায় ডায়েরিও করেছিলেন পাশের বাড়ির ভদ্রলোক। ছেলে মেয়ে কেউ নেই বৃদ্ধার। নিজস্ব বাড়ির তালা বন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে। তারপর যাদবপুরে বৃদ্ধার বোনের খোঁজ পাওয়া যায়। বোনের কাছেই তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। হ্যাম রেডিও পক্ষ থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাব তার পরিবারকে খুঁজে পায়। এই প্রসঙ্গে হ্যাম রেডিও ক্লাব - এর সভাপতি সুবীর দত্ত ও সহ সভাপতি হীরক সিনহা বলেন এই ধরনের প্রবীণদের হাতে ফোন নম্বর উল্কি করে দেবার জন্য সকলের কাছে আমরা আবেদন করব।

আগরতলা শহরে ডেঙ্গুর থাবা, তড়িঘড়ি ব্যাবস্থা নিল স্বাস্থ্য দপ্তর

আগরতলা, ১০ আগস্ট ঃ ত্রিপুরার রাজধানী শহর আগরতলাতে ডেঙ্গুর থাবা। পুর নিগমের ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে ধনেশ্বর এলাকায় একজন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হয়েছেন। খবর জানাজানি হতে দৌড়ঝাপ শুরু হয়েছে স্বাস্থ্য দফতরে। মাঠে নেমে পড়েছে স্বাস্থ্য কর্মীরা। রাজ্যের মফস্বল জেলার পর রাজধানীতে ডেঙ্গু শনাক্ত হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়তেই আতঙ্কিত শহরবাসী। সূত্রের খবর, ধলেশ্বর এলাকার ডেঙ্গু আক্রান্ত ব্যক্তি জ্বর নিয়ে কয়েকদিন আগে বহিঃরাজ্য থেকে আগরতলায় ফিরেছেন। বুধবার তার রক্ত পরীক্ষা করা হলে ডেঙ্গু পজেটিভ বলে শনাক্ত হন তিনি। তবে বর্তমানে তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ও তার অবস্থা স্থিতিশীল। খবর পেয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মীরা তাৎক্ষণিকভাবে ময়দানে নামে পড়েছেন। আক্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে আর কেউ জ্বরের রোগী আছেন কিনা খবর নিয়েছেন। এলাকার বাড়ি বাড়ি ঘুরে রক্তের নমুনা সংগ্রহের কাজ শুরু করেছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। এমনকি এলাকায় বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির করা হবে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। এদিকে, ডেঙ্গু শনাক্ত হওয়ার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই এলাকায় ছুটে গেছেন স্থানীয় পুর কর্পোরেটর সীমা সাহা। এলাকায় মশা নিধনের জন্য ব্যাপক ফগিং করা হচ্ছে জানিয়েছেন তিনি। তাছাড়া বিভিন্ন নালা নর্দমায় ডিডিটি স্প্রে করার কাজ শুরুর নির্দেশ দিয়েছেন। এলাকাবাসীকে অযথা আতঙ্কিত না হয়ে সতর্ক ও সচেতন থাকার পরামর্শ দিয়েছেন কর্পোরেটর। স্থানীযদের মধ্যে জরে আক্রান্ত কোনও রোগী থাকলে তাদের এখনই রক্ত পরীক্ষার জন্য পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এক কথায় স্বাস্থ্য দফতর ও পুর নিগম কর্তৃপক্ষ যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে অবস্থা সামাল দিতে মাঠে নেমেছে। যার ফলে শহরবাসির মধ্যে কিছুটা স্বস্তি লক্ষ্য করা গেছে। প্রসঙ্গত, এর আগে সিপাহীজলা জেলার ধনপুরে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। ইতিমধ্যে এই এলাকার একজনের ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে রোগীর ভিড় সামাল দিতে ধনপুর গ্রামীণ হাসপাতালে ট্রেনিং প্রাপ্ত বেকার স্থানীয় নার্সদের দৈনিক হাজীরার ভিত্তিতে নিয়োজিত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে রাজ্যের অন্যান্য জেলাতেও ডেঙ্গু রোগী সনাক্ত হয়েছিল। তবে রাজ্য সরকারের সময়োপযোগী পদক্ষেপ ও স্বাস্থ্য দফতরের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এই রোগের প্রাদুর্ভাব অনেকটাই বন্ধ। এরই মধ্যে রাজধানী আগরতলা শহরে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগী শনাক্ত হওয়ার খবরে নতুন করে চিন্তায় ফলেছে স্বাস্থ্য দপ্তরকে।

বানিজ্যিক গাড়ির বকেয়া কর সংগ্রহে উদ্যোগ রাজ্যের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ আগস্ট ঃ ছোট বানিজ্যিক গাড়ির মোটা অংকের বকেয়া কর সংগ্রহ করতে রাজ্য সরকার উদ্যোগী হয়েছে। এইজন্য একটা বড় পরিমান টাকা ছা। দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে পরিবহন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। সাধারনত গাড়ির রেজিস্ট্রেশনের সময় গাড়ির মালিকরা রোড ট্যাক্সের কিস্তি দেওয়ার পরে বেশিরভাগ ছোট গাড়ি বীমা, সি এফ বা রোড ট্যাক্সের পরবর্তী কিস্তি না মেটানোয় আড়াই হাজার কোটি টাকার বেশি বকেয়া রয়েছে বলে সম্প্রতি পরিবহন দপ্তরের এক সমীক্ষায় উঠে এসেছে। যার জন্য জরিমানার অংক প্রায় পাঁচ হাজার কোটি টাকা। এই বকেয়া অর্থ সংগ্রহে অয়েভার স্কিমে ছাড় দিয়ে টাকা তোলার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এরফলে রাজ্যের কোষাগারে প্রায় দুই হাজার কোটি টাকা আয় হবে বলে সূত্রের খবর।

৭১৪ টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ই প্রেসক্রিপশন চালু করছে রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকার বিভিন্ন জেলার আরও ৭১৪ টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ই প্রেসক্রিপশন চালু করছে। এর আগে রাজ্যের ১৪৪ টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে ই প্রেসক্রিপশন চালু করা হয়েছিল। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর প্রথম পর্যায়ে ৯০০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রকে ই প্রেসক্রিপশন চালুর জন্য বেছে নিয়েছে। এজন্য সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রের কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজও শেষ হয়েছে। এই প্রক্রিয়ার উপর নজরদারি চালাতে জেলা স্বাস্থ্য অধিকর্তাদের একজন করে নোডাল অফিসার নিয়োগ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য গত ১ জুলাই থেকে রাজ্য সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় চিরাচরিত ভাবে হাতে লেখা প্রেসক্রিপশনের বদলে বাধ্যতামূলকভাবে ই প্রেসক্রিপশন চালু করা হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতালে ধাপে ধাপে ই-প্রেসক্রিপশন চালু হচ্ছে ।

নেশাজাতীয় সিরাপ সহ এসটিএফের হাতে ধরা পড়ল তিন পাচারকারী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) প্রায় ৫০ লক্ষ টাকার নেশাজাতীয় সিরাপ সহ তিন পাচারকারীকে আটক করেছে। বৃহস্পতিবার বিকেলে এসটিএফ এসপি আইপিএস ইন্দ্রজিত বসু এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে এদিন সকালে কলকাতা বিমানবন্দরের কাছে যশোর রোডে একটি ১০ চাকার ট্রাককে আটক করা হয়। ট্রাকে থাকা তিনজনকে আটকের পর ট্রাকটিতে তল্লাশি চালিয়ে নয় হাজার বোতল ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়। এরপর ট্রাকটি আটক করে ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। গ্রেফতার হওয়া তিনজনের নাম শাহজাহান মণ্ডল, রফিকুল মণ্ডল ও পূর্ণা হালদার। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, ট্রাকে করে ফেনসিডিল বাংলাদেশে পাচারের জন্য নিয়ে উত্তরপ্রদেশ থেকে আসছিল পাচারকারীরা । ধৃতদের গ্রেফতার করে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা নথিভুক্ত করে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

বালির নিশ্চিন্দায় কালো পোশাক পরে শপথ বিজেপি-নির্দলের

পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনও হলো না শান্তিতে, নির্বাচিত সদস্যের ফাইল ছিনতাই

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ১০ আগস্ট ঃ পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনও হলো না শান্তিতে, নির্বাচিত সদস্যের ফাইল লুট, আরেক জয়ী সদস্যকে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটলো হাওড়ার সাঁকরাইল ব্লকের পাঁচপাড়া পঞ্চায়েতের সামনে। সাঁকরাইল ব্লকের পাঁচপাড়া পঞ্চায়েতে বৃহস্পতিবার বোর্ড গঠনের দিন সকাল থেকেই পুলিশ মোতায়েন ছিল পঞ্চায়েত অফিস চত্বরে। সেখানে শাসক দলের জেতা সদস্যদের বিরুদ্ধেই একাংশকে বাধা দিয়ে আটকানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয় বলে অভিযোগ। পাঁচপাড়া পঞ্চায়েতের মোট আসন সংখ্যা ২১। সেখানে তৃণমূলের ১৫ জন জয়ী প্রার্থী। বিজেপির ২, সিপিআইএম ২, কংগ্রেসের ও নির্দলের ১ জন করে। গতবারের পঞ্চায়েত প্রধানকে এবার দলের পক্ষ থেকে প্রধান না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই নিয়েই তৈরি হয় দ্বন্দ্ব। প্রাক্তন প্রধানের দিকে তৃণমূলের ১০ জন সদস্য এবং কংগ্রেস ও নির্দলের ১ জন করে যুক্ত হন। দলের বিরুদ্ধে যাওয়ায় এদের পঞ্চায়েতে আটকাবার জন্য প্রয়াস চালায় অন্য গোষ্ঠী। সেইজন্য পুলিশের সামনেই এক সদস্যের ফাইল ছিনিয়ে নিয়ে পালাবার চেষ্টা করে এক দুস্কৃতী। এবং একজন জয়ী সদস্যকে তুলে নিয়ে যাওয়া বলে অভিযোগ। সব মিলিয়ে উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এখানে শেষপর্যন্ত নিজেদের ভোটাভুটিতেই প্রধান ঠিক করেন পাঁচপাড়া পঞ্চায়েতের জয়ী সদস্যদের একাংশ। এর পাশাপাশি, এদিন বালি-জগাছা ব্লকের নিশ্চিন্দা দুর্গাপুর অভয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের দিন বিজেপির তরফ থেকে কালো পতাকা লাগিয়ে এবং কালো ব্যাজ ও কালো পোশাক পরে এদিন প্রতিবাদ জানানো হয়। বিজেপির পাশাপাশি নির্দলের 'জয়ী' প্রার্থীরাও প্রতিবাদ জানান। কালো পোশাক পরে তাঁরা এদিন প্রতিবাদ জানান। পঞ্চায়েতে যেভাবে ভোট লুট এবং জয়ী প্রার্থীদের সার্টিফিকেট কেড়ে নেওয়া হয়েছে তারই প্রতিবাদে কালা দিবস ঘোষণা করে প্রতিবাদ জানান বিজেপি এবং নির্দলরা। পশ্চিম বালি এলাকার দুর্গাপুর-অভয়নগর ২ গ্রাম পঞ্চায়েতে এদিন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান শুরুর আগে কালো পোশাক পরে 'লজ্জা' লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে প্রতিবাদ জানায় বিজেপি। পরে কালো পোশাকে বিজেপি ও নির্দলরা শপথ নিয়ে বেরিয়ে আসেন।

সিঙ্গুরের ট্রমা কেয়ার সেন্টার আধুনিকরণের মাধ্যমে নতুন রূপ পেতে চলেছে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১০ আগস্ট ঃ দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের কাছেই বিগত পাঁচ বছর আগে দুর্ঘটনা জনিত কারণে অসুস্থদের তাৎক্ষণিক চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার উদ্দেশ্যে যে দুই তলা ট্রমা কেয়ার সেন্টারটি চালু হয়েছিল সেটি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে এবং অনুপ্রেরণায় শীঘ্রই আধুনিকরণের মাধ্যমে নতুন রূপ পেতে চলেছে। জানা গেছে, প্রশাসনিক নির্দেশে রাজ্যের স্বাস্থ্য সচিব নারায়ন স্বরূপ নিগম পিজি হাসপাতালের অধিকর্তা মণিময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এক উচ্চপর্যায়ের আধিকারিকদের প্রতিনিধি দল এই ট্রমা কেয়ার সেন্টারটি পরিদর্শনে আসেন। অন্যান্যদের মধ্যে এখানে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক রমা ভূঁইয়া, হুগলির জেলা শাসক পি, দীপপ্রিয়া, সিঙ্গুরের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না, হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার করবী মান্না সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। প্রতিনিধি দলটি সমগ্র ট্রমা সেন্টারটি পরিদর্শন করেন। এখানে পনের শয্যার ক্রিটিকাল কেয়ার ইউনিট এবং ৫০ টি সাধারণ শয্যা রয়েছে এছাড়াও আছে দুটি অপারেশন থিয়েটার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ে ছাড়াও পাশাপাশি তারকেশ্বর বৈদ্যবাটি রোড ফুরফুরা শরীফ যাওয়ার জন্য ৩১ নম্বর রোড অহল্যা বাই রোড অন্যদিকে জিটি রোড মগরা আসাম রোড প্রভৃতি রাস্তাগুলি খুবই ব্যস্ততম, যানবাহনের চাপে এখানে প্রায়শই দুর্ঘটনা ঘটছে এই পরিস্থিতিতে সিঙ্গুরের এই ট্রমা সেন্টারটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি বিগত কোভিড পরিস্থিতিতে বেশ কিছুদিন বন্ধ থাকার পর সেটি চালু করার জন্য সম্প্রতি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাবিনেট মিটিংয়ে মুখ্য সচিব কে নির্দেশ দেন, তারপরেই এই প্রতিনিধি দল এখানে সরেজমিনে পর্যবেক্ষণে আসেন। জানা গেছে এখানে সাধারণ চিকিৎসা ছাড়াও অস্ত্রোপচার সিটি স্ক্যান ও এক্স এর ব্যবস্থা থাকবে। পিজি হাসপাতালের সহযোগিতায় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা সপ্তাহে চার দিন এখানে আসবেন অসুস্থদের চিকিৎসা পরিষেবা দেবেন প্রয়োজনে কলকাতা হাসপাতালেও রেফার করতে পারবেন। এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্নার উদ্যোগে এটির কাজ শীঘ্রই শুরু হবে এবং আগামী মহালয়ার মধ্যে এটি চালু হয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

চন্দননগরে বিপ্লবী ভবনের জানলা দিয়ে আলো বাতাস ঢুকবে না, কংক্রিটের দেওয়ালে ঢেকেছে বিপ্লবীর বাড়ি

বনস্পতি দে, হুগলি, ১০ আগস্ট ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামের পীঠস্থান ছিল হুগলির চন্দননগর। সেই চন্দননগরে অরবিন্দ, রাসবিহারী, নেতাজির মতো বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীর পদার্পণে একাধিক বিপ্লবের সূচনা হয়েছে। স্বদেশী ভাবধারায় স্বদেশী জিনিসপত্রের জন্য তৈরি হয়েছিল শিল্প সমবায়। চন্দননগর লক্ষীগঞ্জ বাজারে অরবিন্দ মন্দির ও বিপ্লবী শ্রীশ চন্দ্র ঘোষের নামে ট্রাস্টের ভবনকে মানুষ জানত বিপ্লবী ভবন নামে। তবে এখন আর বিপ্লবী ভবনের জানলা দিয়ে আলো বাতাস ঢুকবে না। কংক্রিটের দেওয়ালে ঢেকেছে বিপ্লবীর বাড়ি। পাক স্বাধীনতায় ১৯২৭ সালে বিপ্লবী দুর্গা দাস শেঠ হুগলির চন্দননগর লক্ষীগঞ্জ বাজারে 'শিল্প সমবায়' প্রতিষ্ঠা করেন। স্বদেশী শিল্প দ্রব্য, খদ্দর, ওষুধ, তাঁত বস্ত্র পাওয়া যেত এই সমবায়ে। এই ভবনেই ১৯৬০ সালে চন্দননগরের বিপ্লবী শ্রীশ চন্দ্র ঘোষের নামানুসারে শ্রীশ ফান্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট বিপ্লবী জ্যোতিষ চন্দ্র ঘোষ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ভবনেই বসবাস করতেন। বিপ্লবীদের বহু গোপন মিটিং সহ বিপ্লবী কর্মযজ্ঞের ব্লুপ্রিন্ট তৈরি হয়েছে এই ভবনে। নেতাজি সহ বড় বড় ব্যক্তি আসেন এখানে। ১৯৭২ সালে শ্রীশ ফান্ডের পরিচালনায় 'শ্রী অরবিন্দ কালচারাল সেন্টার' ও অরবিন্দ মন্দির প্রতিষ্ঠা হয় এই ভবনে । শ্রী অরবিন্দ সংক্রান্ত বিভিন্ন বই সহ বহু প্রাচীন নথি এই ভবনে সংরক্ষিত আছে। কিন্তু বর্তমানে সেই ভবনের জানলা একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অবৈধ ইটের দেওয়াল দিয়ে। শ্রীশ চঃদ্র ঘোষ ফান্ডের যুগ্ম সম্পাদক অমিতাভ মুখার্জী বলেন, এটা চন্দননগরের ঐতিহ্য। যেখানে নেতাজি গান্ধীজি এসেছিলেন। বিপ্লবী কার্যকলাপ হত। সেখানে প্রশাসনিক সাহায্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাতে আমাদের মুশকিল হয়ে গেছে। যতক্ষন না কি প্ল্যান পাশ হয়েছে জানতে পারছি, ততক্ষণ কিছুই করতে পারছি না। প্রথম দিকে আমরা বুঝতে পারেনি। তাই প্রশাসনিক দফতরে কোন অভিযোগ জানাতে পারেনি। আমার কোন অশান্তির মধ্যে যেতে চাই না। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ চন্দননগরের ঐতিহ্য রক্ষার জন্য অবিলম্বে এর ব্যবস্থা করুক। ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের মালিক মৌসম সুর বলেন, প্ল্যানের নিয়ম অনুযায়ী এই ব্রিলিং করা হয়েছে। প্যারাপিট দিয়ে জানালা বন্ধ করা হয়েছে। জানালা দিয়ে জল ও চায়ের কাপ ফেলা হয়। আমাদের নিরাপত্তার জন্য এই প্যারাপিট দেওয়া হয়েছে। সেটা নিয়ম মেনেই করা হয়েছে। হুগলির চন্দননগরের মেয়র রাম চক্রবর্তী বলেন, এই ঐতিহাসিক স্থানের বিষয়ে আমাদের কাছে কোন অভিযোগ হয়নি। আমরা খবর পেতেই ইঞ্জিনিয়ার পাঠিয়ে সরজমিনে তদন্ত করে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবেন। মালিক পক্ষের তরফে কথা হয়েছে তাদের অংশ ভেঙে দেবেন। কিন্তু যদি তা না হয়, তাহলে অবৈধ অংশ পৌরনিগম তরফে ভেঙে দেওয়া হবে। আমরা খবর পেয়েই গুরুত্বের সঙ্গে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

তৃণমূলকে হারিয়ে জেলার মধ্যে এই প্রথম নির্দলের পঞ্চায়েত গঠিত হলো জয়নগরের বহড়ুতে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, বহড়ু, ১০ আগস্ট ঃ জয়নগর বিধানসভার ১২ টি পঞ্চায়েতের ১১ টি তৃণমূল গঠন করতে পারলেও বহড়ু ক্ষেএ

পঞ্চায়েতটি গঠন করতে পারলো না তৃণমূল। নির্দল ও বিজেপি মিলে গঠন করলো এই পঞ্চায়েত। দক্ষিণ ২৪ পরগনার এই প্রথম নির্দলের হাতে পঞ্চায়েত গঠন হলো। জয়নগর ১ নম্বর ব্লকের অধীনে বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত গত ৫ বছর তৃণমূল কংগ্রেসের হাতে ছিল। এবারের ভোটে এই পঞ্চায়েতে তৃণমূলের প্রধান ও উপপ্রধান পরাজিত হয়। আর এই পঞ্চায়েতের ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার শুরু থেকে বারবার খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে। এলাকায় কখনো বোমাবাজি। আবার কখনো শাসক দলের সাথে নির্দলের মারামারি খবর উঠে এসেছে। এই বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত গত ৮ জুলাই এর পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিন হাসিমপুর, তাজপুর, বহড়ুর বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি ভোট লুট অভিযোগ তোলে বিরোধীরা। এই অভিযোগে ভোট বন্ধ হয়ে যায় হাসিমপুরের তিনটি বুথে। নতুন করে দশ তারিখে রিপোলিং হয় হাসিমপুরের তিনটি ও তাজপুরের ১ টি বুথে। বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস জয়ী হয় সাতটিতে এবং নির্দল জয়ী হয় সাতটিতে ও দুটো আসনে বিজেপি জয়লাভ করে। কে পঞ্চায়েত গড়বে, সেই নিয়ে কিন্তু জোর জল্পনা শুরু হয়েছিল এলাকায়। এরই মধ্যে বিক্ষপ্ত ভাবে বোমাবাজি চলছিল। আর সেই কারনে বিশেষ পুলিশ পাহারায় ছিল এলাকায়। এরই মধ্যে নির্দল ও বিজেপির জয়ীরা তাদের নিরাপত্তার জন্য কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। হাইকোর্টের নির্দেশ মেনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিলো শাসক তৃণমূল কংগ্রেসের বিরোধী জয়ী নির্দল ও বিজেপির জয়ী প্রার্থীদের বাড়িতে। আর বৃহস্পতিবার ছিল বহড়ু ক্ষেত্র পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠন। রীতিমতো এলাকায় বোর্ড গঠনকে কেন্দ্র করে বন্ধের চেহারা নেয় । কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের কাজ হয়। এদিন এলাকার ১৪৪ ধারা জারি থাকায় প্রায় দোকান পাট বন্ধ ছিল। সেভাবে মানুষ জনের দেখা মেলেনি। বারুইপুর এস ডি পি ও অতীন বিশ্বাস, জয়নগর থানার আই সি রাকেশ চ্যাটার্জী, এস আই মধুসূদন পালের তদারকিতে টানটান নিরাপত্তার ঘেরাটোপে বোর্ড গঠনের কাজ হয়। আর অবশেষে এই বহড়ু ক্ষেত্র গ্রাম পঞ্চায়েত শাসকদলের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে বোর্ড গঠন করলো নির্দল ও বিজেপি মিলে। নির্দলের সাতটি আসন ও বিজেপির দুটি আসন একক ভাবে তারা ম্যাজিক ফিগারে চলে যায়। আর তাতেই নির্দলের প্রধান হন মতিবুর রহমান লস্কর ও উপপ্রধান হন বিজেপির সঙ্গীতা হালদার মন্ডল। আর তার পরেই বিজয় উৎসবে কয়েক হাজার মানুষ অংশ নেন। প্রধান হয়েই এলাকার মানুষের সাথে নিয়ে কাজ করার প্রতিশ্রুতি দেন প্রধান মতিবুর রহমান লস্কর।

মেট্রো রেলের জেনারেল ম্যানেজার বেনারস লোকোমোটিভ ওয়ার্কস পরিদর্শন করেছেন

কলকাতা, ১০ আগস্ট ঃ শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি, জেনারেল ম্যানেজার, মেট্রো রেলওয়ে আজ ১০.০৯.২০২৩ তারিখে বেনারস লোকোমোটিভ ওয়ার্কস (BLW) পরিদর্শন করেছেন। BLW -তে তাকে BLW - এর জেনারেল ম্যানেজার শ্রী বাসুদেব পান্ডা স্বাগত জানান। শ্রী রেড্ডি জিএম, বিএলডব্লিউ এর সাথে একটি উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছেন এবং তাকে বিএলডব্লিউ এর উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়েছে। শ্রী রেড্ডি GM, BLW কে কলকাতা মেট্রোর সাম্প্রতিক উন্নয়ন সম্পর্কে অবহিত করেছেন। শ্রী রেড্ডি তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানোর জন্য GM, BLW এবং অন্যান্য সিনিয়র অফিসারদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। শ্রী রেড্ডি BLW এর বিভিন্ন দোকানও পরিদর্শন করেন এবং সৌর শক্তির ব্যবহার এবং জল সংরক্ষণের জন্য BLW-তে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপ সম্পর্কেও অবহিত হন।

সিপিএম-এ যোগদান নির্দলের পঞ্চায়েত প্রধানের

দুরন্ত বার্তা, কোলাঘাট, ১০ আগস্ট

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ২৫২ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৫ শ্রাবণ ১৪৩০

সম্পাদকীয় ১

‘গান্ধি’ ও ‘ভারত ছাড়ো’ নিয়ে বিতর্ক

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মসূচিকে সমানে রেখে এখন কংগ্রেস এবং বিজেপি দল অনাস্থা প্রস্তাবের বিতর্ক সৃষ্টি করে দিয়েছে। ভারত নাম গ্রহণ করে তৈরি হয়েছে ‘ইণ্ডিয়া’ জোট বিরোধী দলের। আবার বিজেপি দল এবারে আগামি ১৪ আগস্ট ‘ভারত ভাগ দিবস’ পালন করছে সারা দেশ জুড়ে। তাদের দলের নেতারা বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে কংগ্রেস দেশ ভাগ করে স্বাধীনতা নিয়ে এসে ক্ষমতায় বসেছে। সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের মতকে গ্রহণ করা হয়নি। ভারত যখন পরাধীন ছিল তখন ব্রিটিশ সরকার বাংলা এবং পাঞ্জাবকে ভাগ করে দেওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। বাংলা ভাগ করার রাজনীতি ব্রিটিশ সরকার ১৯০৫ সালেই গ্রহণ করে। তখন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এর বিরোধিতা করে সঙ্গীত রচনা করে পদযাত্রা করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন করতে গিয়ে তৈরি করা হয়েছিল মিলন মন্দির বা ফেডারেশন হল। সেই ভবনটি আজ হেরিটেজ বলে গৃহীত হয়েছে। বিজেপি দল এবং কংগ্রেস দল এখন সেই সব স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমানে রেখে বিতর্ক করতে শুরু করেছে। এখন দেশের উন্নয়ন নিয়ে কোনও কথা নেই। মণিপুর ছাড়া আর কেউ কথা বলতে রাজি হচ্ছে না। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ বলেছেন যে মণিপুরে শান্তি ফেরাতে সর্বদলীয় শান্তি প্রস্তাব পাশ করা উচিত। সব দলের দায়িত্ব রয়েছে মণিপুরের শান্তি ফিরিয়ে নিয়ে আসার। বিরোধীরা দাবি করতে শুরু করে দিয়েছিল যে মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন করা হোক। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন যে মণিপুরে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হবে না। এদিকে রাহুল লোকসভায় ফিরে আসতে তৃণমূল কংগ্রেস সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব হারাতে শুরু করে দিয়েছে। লোকসভায় সবাই এখন রাহুলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার ফলে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদের আর কোনও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। রাহুল থাকলে তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদেরা চুপ করে থাকেন। তারা লোকসভায় কোনও রকম বিতর্কের ঝড় তৈরি করতে পারে না। কোনও বিল পাশ হলেও তারা ওয়াক আউট করে সাংসদ ত্যাগ করে চলে যান। বিলের বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন না। এই কারণে তৃণূল কংগ্রেসের ওপরে কিন্তু কেউই ভরসা করতে পারছে না। এমনকী বিরোধী জোটের মদ্যে কোন কোন দল তৃণমূল কংগ্রেসকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি বিরোধী জোট গঠন করতে প্রথম তৎপর হয়েছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিই প্রশান্ত কিশোরকে মুম্বই পাঠিয়ে ছিলেন শরদ পাওয়ারের কাছে। তখন তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে এল্যার্জি ছিল কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধি। রাহুল গান্ধিকে মুখ করে সর্বভারতীয় বিরেজিপি বিরোধী জোটে অংশ গ্রহণ করতে অপারগ ছিল তৃণমূল কংগ্রেস। এক সময়ে নেত্রী বলেছিলেন ইউপিএ জোট এখন আর নেই। ইউপিএ জোটের নাম না থাকলেও যাঁরা ইউপিএ জোটে ছিলেন তাঁরা তো আবার কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইণ্ডিয়া জোটে উপস্থিত হয়েছেন। সেই কারণে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলার সুযোগ পেয়েছেন নাম বদল করলেই চরিত্র বদল হয় না। বিজেপি বিরোধী জোদের নেতাদের চরিত্র আগের মতোই রয়েছে। তারা গণতান্ত্রিক দেশে পরিবারতন্ত্র তৈরি করছে। দুর্নীতিতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করছে। স্বজন পোষনতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করছে। তার ফলে আজকে ভারতের গণতন্ত্র ক্রমশ বিপদের মুখে পড়তে শুরু করেছে।

সম্পাদকীয় ২

‘এক ব্যক্তি এক প্রার্থীপদ’

কংগ্রেস দলের সাংসদ গীতা কোড়া বলেছেন যে আমাদের দলের নেতাকে চিনি। তিনি মহিলাদের যথেষ্ট সম্মান দিয়ে কথা বলেন। বিজেপি দলের সাংসদেরা আবার রাহুলকে লোকসভায় থেকে বের করে দিতে চাইছেন। সেই কারণে এই ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছেন বিজেপি দলের সাংসদেরা। লোকসভায় রাহুলের প্রবেশাধিকার বন্ধ করতে চায় বিজেপি দল এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। কংগ্রেস দলে সচেতক মণিকম টেগোর বলেছেন, স্মৃতি ইরানি রাহুল ফোবিয়াতে ভুগতে শুরু করে দিয়েছেন। উনাকে তার থেকে বের হতে হবে। এবারে কি লোকসভার নির্বাচন আমেথি থেকে রাহুল আবার কংগ্রেস দলের হয়ে প্রার্থী হবেন কিনা তা কংগ্রেস দল থেকে জানতে পারা যায়নি। তবে এটা বুঝতে পারা গিয়েছে যে রাহুল শুধু আমেথি থেকে নয়, কেরল থেকেও তিনি লোকসভার প্রার্থী হতে পারেন। এদিকে রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা বলতে শুরু করেছেন যে লোকসভায় এবারে একজনকে একটি স্থানে প্রার্থী হওয়ার সুযোগ তৈরি করে দিতে হবে। তিনি আর দ্বিতীয় অন্য কোথাও প্রার্থী হতে পারবেন না। ‘এক ব্যক্তি এক প্রার্থীপদ’ চালু করার খুবই প্রয়োজন। রাজনৈতিক দলের নেতারা দুইটি কেন্দ্রে প্রার্থী হন। তা করা চলবে না। একটি কেন্দ্রে যদি পরাজিত হন তাহলে দ্বিতীয় কেন্দ্র থেকে তিনি জিতে লোকসভায় প্রবেশ করেন। এটা ঠিক গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নয়। সেই কারণে এখন থেকেই নির্বাচন কমিশনকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে যে ‘এক ব্যক্তি এক প্রার্থীপদ’ নীতি চালু করা। আগামি সংসদ অধিবেশনে এই নিয়ে আলোচনা করা এবং আইন তৈরি করা উচিত। যাকে একটি স্থানে ভোট না দিয়ে পরাজিত করেছে ভারতের নাগরিকেরা তিনি আবার অন্য স্থান থেকে জয়ী হয়ে লোকসভায় এসে উপস্থিত হচ্ছেন এই নীতি গ্রহণ করার মধ্যে দিয়ে আদর্শগত ভুল রয়েছে। সেই কারণে ‘এক ব্যক্তিকে এক প্রার্থীপদ’ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। তার জন্য সর্বদীলয় বৈঠক হওয়ার প্রয়োজন। যাকে ভারতের নাগরিকেরা পছন্দ করছে না তিনি আবার অন্য স্থানে গিয়ে ভারতের নাগরিকদের পছন্দের তালিকায় প্রবেশ করছেন এটার মধ্যে আদর্শগত ফারাক হয়েছে।

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা

তোরা এসেছিলি মাত্র কয়েকদিনের জন্য। আমিও তাই। আমাকে আমার কাজ করে যেতে হবে। তোদেরকে তাই করতে হবে। কাজ ছাড়া এই পৃথিবীতে থাকার কারোর কোনও অধিকার নেই। ঈশ্বর বলে আমরা যাকে মানি বা পুজো করি তিনি সব ঠিক করে দেন। কাকে দিয়ে কাজ হবে সেটাও সিদ্ধান্ত তিনি গ্রহণ করে থাকেন। সবাই তো পুজো করে। কিন্তু পুজো করলে সবাই ভালো থাকতে পারে না। কারণ মনের মধ্যে যে নোংরা রয়েছে তাকে দূর করে তবেই পুজোর আসনে বসতে হয়। সেটা যারা করে না তারা হাজার পুজো করলেও তাদের মন কিন্তু নোংরা থেকে যায়। মহান কাজে নিজেকে আত্মনিয়োগ করতে হবে। সৃষ্টি করার প্রেরণা তৈরি করতে হবে।

নতুন রাহুলে মজেছে অনেকেই!

বিশেষ প্রতিনিধি

রাহুল গান্ধিকে দেখে আজকাল অনেকেরই বেশ ভাল লাগছে। দিব্য দেখা যাচ্ছে যে, রাহুলকে নিয়ে একটা মুগ্ধতা কাজ করছে তাঁদের মনে। কারও বা কথা শুনে মনে হচ্ছে, রাহুলকে এভাবেই দেখতে চাইছিলেন তাঁরা। এমনকী কেউ আবার তাঁর কাঁচা-পাকা চুল, দাড়ি, হাফ-স্লিভ শার্ট ইত্যাদি নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় অতিনাটকীয় ব্যাখ্যাও লিখতে শুরু করেছেন। এই ভাললাগাটা এখন বাস্তব। তার মধ্যে নতুন রহস্য আর নেই। কিন্তু কেন ভাল লাগছে সেটা বরং একটা বিশ্লেষণের বিষয় হতে পারে। তা খুঁজে দেখার জন্যই এই প্রতিবেদন। বুধবার সংসদে রাহুলের পারফরমেন্স দিয়েই শুরু করা যাক। সাংসদ পদ ফেরত পাওয়ার পর এদিন প্রথমবার লোকসভায় বক্তৃতা দিয়েছেন রাহুল। প্রায় ৩৭ মিনিট দীর্ঘ বক্তৃতার প্রথম দশ মিনিট ছিল বেশ বোরিং। আমার ব্যক্তিগত মত অন্তত তাই। তবে বক্তৃতার শেষদিকে বেশ কিছু ঝাঁঝালো কথা বলেছেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি। মণিপুর পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নীরব থাকা বা বিজেপির বিভাজনের রাজনীতি নিয়ে এমন কিছু কথা বলেছেন, যা ট্রেজারি বেঞ্চকে নড়িয়ে দিয়েছে। রে রে করে উঠেছেন স্মৃতি ইরানিরা। রাহুল বলেছেন, মণিপুরে ভারতমাতাকে খুন করেছে মোদি সরকার। তারা দেশভক্ত নয়, বরং দেশদ্রোহী। রামায়ণের প্রসঙ্গ টেনে এনে বলেছেন, লঙ্কা হনুমান জ্বালায়নি, রাবণের অহঙ্কারই লঙ্কা জ্বালিয়েছিল.. ইত্যাদি। আসলে কর্মসংস্থানের অভাব, মূল্যবৃদ্ধি পরিস্থিতি বা আর্থিক মন্দার মতো বিষয় নিয়ে প্রশ্নের মুখে পড়লেই বিজেপি শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করে। সঙ্গে সঙ্গে উগ্র মেরুকরণ বা জাতীয়তাবাদের লাইনে হাঁটা লাগায়। এখনও সেটাই করছেন মোদি-অমিত শাহরা। রাহুল তাই এদিন সেই জায়গাতেই আঘাত করতে চেয়েছেন। বলতে চেয়েছেন, ‘ভাইয়া’ তোমরা আর যাই হও, জাতীয়তাবাদী নও। তাহলে দেশের একটা রাজ্যকে এভাবে জ্বলতে দিতে না। তোমরা দেশ বিরোধী। শুধু তাই নয়, রাহুল কৌশলে তাঁর কথা স্রেফ মণিপুরের বিষয়ে সীমিত রেখেছেন। যাতে রাহুলকে জবাব দিতে গেলে প্রধানমন্ত্রীকে মণিপুর নিয়ে মুখ খুলতেই হয়। গত আড়াই তিন দশকে সংসদে বহুবার অনাস্থা বিতর্ক হয়েছে। তাতে বিরোধী দলের নেতাদের কিছু বক্তৃতা ছিল বেশ রোমহর্ষক। সেই তুলনায় রাহুলের এদিনের বক্তৃতা কিছুটা ঝাঁঝালো হলেও ততটা ওজনদার ছিল না। শুরুতে রোমান্টিকতা ছিল বেশি। শেষে আক্রমণের তেজ থাকলেও, ব্যাপারটা যেন দুম করে শেষ হয়ে যায়। কিন্তু এর পরেও রাহুলকে দেখে অনেকের ভাল লাগছে। তার কারণ হল, তাঁরা চাইছেন রাহুলকে দেখতে ভাল লাগুক। সত্যিই ভাল লাগুক। আরও ভাল লাগুক। এতটাই ভাল লাগুক যাতে দেশের বেশিরভাগ মানুষ এবার বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে নরেন্দ্র মোদিকে গদি থেকে সরিয়ে দেন। এই অঙ্কটা বুঝতে গেলে একটু পিছনে তাকাতে হবে। দেখা যাবে, ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও ভোট পেয়েছিল মাত্র ৩১ শতাংশ। অর্থাৎ দেশের ৬৯ শতাংশ মানুষ চায়নি বিজেপি ক্ষমতায় আসুক। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে বিজেপির ভোট শতাংশ বাড়ে। ৩৭.৬ শতাংশ ভোট পেয়েছিল বিজেপি, আর এনডিএ জোট পেয়েছিল ৪৫ শতাংশ ভোট। অর্থাৎ গত ভোটেও

দেশের ৫৫ শতাংশ মানুষ মোদি ও তাঁর জোটের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছিল। এই পরিসংখ্যানের আরও গভীরে ডুব দিলে দেখা যাবে, বিজেপির ভোট শতাংশ সেখানেই বেড়েছে যেখানে ঐতিহাসিক ভাবে কংগ্রেসের জনভিত্তি ছিল। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তীসগড়, বিহার, গুজরাত, মহারাষ্ট্র, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, অসমে কংগ্রেসকে সম্মুখ সমরে হারিয়ে বিজেপির ভোট শতাংশ লাফিয়ে বেড়েছে। তুলনায় আঞ্চলিক শক্তি যেখানে শক্তিশালী, সেখানে ততটা সুবিধা করতে পারেনি বিজেপি। বাংলায় বিজেপি ১৮টি আসনে জিতলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন ছিল তৃণমূলেরই দখলে। অর্থাৎ আঞ্চলিক দল বিজেপির কাছে যতটা জনভিত্তি খুইয়েছে তার চেয়ে বেশি খুইয়েছে কংগ্রেস। আর তাই ২০০৯ সালের লোকসভা ভোটে ২০৬টি আসনে জেতা কংগ্রেস ২০১৯ সালে পঞ্চাশের ঘরে নেমে এসেছে। এর মানে একটাই, মোদি ও তাঁর বাহিনীকে ঠেকাতে হলে কংগ্রেসকে তাঁদের পুরনো জমি ফেরাতে হবে। লোকসভার সাড়ে পাঁচশো আসনের মধ্যে আড়াইশোর বেশি আসনে বিজেপি-কংগ্রেসের মুখোমুখি লড়াই হবে। সেই লড়াইতে ভাল ফল করতে হবে কংগ্রেসকে। আরও স্পষ্ট করে বললে রাহুল গান্ধিকে। তবেই দেশে পালাবদল সম্ভব। সুতরাং দেশে যাঁরা মোদি বিরোধী রয়েছেন, তাঁরা চাইছিলেন রাহুল এই লড়াইটা লড়ুক। অথচ গত দশ বছরে রাহুলের ভূমিকায় তাঁরা বারবার হতাশ হয়েছেন। এ নিয়ে কোনও সংশয় নেই যে রাহুলের মধ্যে একটা রাজনৈতিক রোমান্টিসিজম রয়েছে। সংসদে বা সংসদের বাইরে যে রাহুল গান্ধিকে দেখা যায়, তার বাইরে তাঁকে খুব কাছ থেকে বোঝার সুযোগ আমার কয়েকবার হয়েছে। প্রায় দু’ঘণ্টা-আড়াই ঘণ্টা ধরে সেই সব আলাপচারিতায় স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে, দেশ ও কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ রাজনীতির জন্য রাহুলের একটা দর্শন রয়েছে। তিনি দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের বিরুদ্ধে। তিনি মেধাকে গুরুত্ব দিতে চান। নেহরুর সমাজতান্ত্রিক ভাবনা ও সমাবেশি রাজনীতির দর্শন তাঁর মজ্জায় রয়েছে। কিন্তু সমস্যা হল, রাহুলের ধারাবাহিকতার বড়ই অভাব ছিল। এই তিনি দেশে রয়েছেন, এই নেই। তিনি কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে সংস্কার চাইছেন, অথচ যে পদক্ষেপ করছেন, তা মোদিকে মোকাবিলার জন্য অচল পয়সা। শুধু তাই নয়, মোদি জমানার প্রথম আট বছরে রাহুল তাঁর দলকে কোনও কর্মসূচিও দিতে পারেননি। তাই সাধারণ মানুষ পরের কথা, কংগ্রেসের মধ্যেই তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা তৈরি হয়েছিল। গড়ে উঠেছিল ‘গ্রুপ অফ টোয়েন্টি থ্রি’। তবে এখন গত এক বছর ধরে একটা বদল অবশ্যই দেখা গিয়েছে। দেখা যাচ্ছে, রাহুলের ধারাবাহিকতা রয়েছে শুধু তাই নয়, তিনি মেঠো রাজনীতিও করছেন পুরোদস্তুর। ভারত জোড়ো যাত্রায় কন্যাকুমারী থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত একটানা ১৩০ দিন হেঁটেছেন তিনি। প্রকৃত ভারতের বিপুল জনগোষ্ঠী এখনও গ্রামে বাস করে। তাই এই মেঠো রাজনীতি এখনও সমাদৃত হয়। ইন্দিরা গান্ধিকেও দেখা গিয়েছিল, বেলচি গ্রামে কাদায় নেমে পড়তে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাতে বিশ্বাস করেন। এক সময়ে লালকৃষ্ণ আডবাণী-নরেন্দ্র মোদিরাও তাই করেছেন। এই মেঠো রাজনীতির পাশাপাশি আরও বড় বিষয় হল, ভারত জোড়ো যাত্রার মাধ্যমে মোদি জমানায় এই প্রথম দলকে কোনও কর্মসূচিও দিতে পেরেছিলেন রাহুল। সেটাই অনুঘটকের কাজ করেছে। দলের তাঁর মধ্যে যে অনাস্থা দানা বাঁধছিল তা হাওয়ায় মিলিয়ে গিয়েছে। আর তাঁকে ঘিরে দেশের একাংশ মানুষ ফের পালাবদলের স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছেন। রাহুলকে নতুন করে ভাল লাগতে শুরু করেছে তাঁদের। সেই ভাল লাগার গভীরতা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে পরপর দুটি ঘটনা। এক, হিমাচলের ভোটে বিজেপিকে পর্যুদস্ত করে কংগ্রেসের সরকার গঠন। আর দুই কর্নাটক বিধানসভা নির্বাচনে নরেন্দ্র মোদিকে (কারণ বিজেপি তাঁর মুখের উপরই ভরসা করেছিল) পরাস্ত করে রাহুলের জয়।এবং এই যে ভাল লাগা তৈরি হয়েছে, তা কিন্তু কেবল সাধারণ মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। ২০১৪ সালে বিজেপির কাছে পরাস্ত হওয়ার পর সোনিয়া-রাহুল চেয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, লালু প্রসাদ যাদব, এম কে স্ট্যালিনের মতো আঞ্চলিক শক্তিকে আঁকড়ে ধরতে। তখন তাগিদটা ছিল এক প্রকার একতরফা। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, এই আঞ্চলিক দলগুলিকে কংগ্রেসের যতটা প্রয়োজন, কংগ্রেসকেও এই দলগুলির ততটাই প্রয়োজন। আর তাই শুধু সাধারণ মানুষ নন, রাহুলকে দেখে ভাল লাগছে নীতীশ কুমার, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, শরদ পাওয়ার, ওমর আবদুল্লাহ, সীতারাম ইয়েচুরি, এম কে স্ট্যালিনদেরও। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন নির্দ্বিধায় বলছেন, ‘আমাদের প্রিয় রাহুল।’ কিংবা বলছেন, ‘রাহুলের খবরে আমি খুশি হয়েছি।’ আসলে এই আঞ্চলিক দলগুলি ও তাদের সরকারও এখন কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদি সরকারকে নিয়ে অতিষ্ঠ। একে তো ইডি-সিবিআইয়ের অতি সক্রিয়তা রয়েছে। সেই সঙ্গে রাজভবনগুলি বিজেপির পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছে বলে তাঁরা মনে করছেন। তার উপর কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কও ভাল নেই। টাকাপয়সা নিয়ে ঝঞ্ঝাট লেগেই রয়েছে। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রা চাইছেন, এবার কেন্দ্রে মোদি সরকারের পতন হোক। নিদেনপক্ষে বিজেপি যেন একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়। যে ভাবেই হোক তাদের যেন ২০০ থেকে ২১০টি আসনের মধ্যে বেঁধে ফেলা যায়। আর এই বেঁধে ফেলার কাজে আঞ্চলিক দলগুলোর যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে তা নতুন করে বলার নয়। তাঁরা নিজের নিজের রাজ্যে বিজেপিকে মোকাবিলার চেষ্টা করতে পারেন। কিন্তু উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, ছত্তীসগড়, গুজরাত, কর্নাটকে কংগ্রেসকেই মোকাবিলা করতে হবে। মজার ব্যাপার হল, কিছুদিন আগে ত্রিপুরা, গোয়া বা মেঘালয় ভোটে জোড়াফুলের প্রার্থী দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়রা বলতে শুরু করেছিলেন, ‘কংগ্রেস বিজেপিকে ঠেকাতে পারছে না। তাই আমাদেরই লড়তে হচ্ছে।’ অথচ দেখা গেছে, ত্রিপুরা, গোয়ায় ডাহা ফেল করেছে তৃণমূল। মেঘালয়েও প্রায় তাই। বরং কংগ্রেস হিমাচল, কর্নাটকে জিতেছে। ফলে কংগ্রেস বা রাহুল গান্ধিরা ‘বিজেপিকে হারাতে পারছে না’ তাও আর বলা যাচ্ছে না। রাহুল গান্ধির সামনে তাই চ্যালেঞ্জ এখন ছোটখাটো নয়। অনেকটাই বড়। তাঁকে যে বহু মানুষের ভাল লাগছে, সেটাও তাঁকে বুঝতে হবে। আর চেষ্টা করে যেতে হবে যেন আরও ভাল লাগে। আরও।

মূল্যবৃদ্ধি কমানোর জন্য পদক্ষেপ কোথায়?

বিশেষ প্রতিনিধি

গত কয়েকমাস ধরে জিনিসপত্রের দাম হু হু করে বাড়ছে। গরিব মানুষ তো বটেই, মধ্যবিত্তেরও সংসার চালানো দায়। করোনা পরিস্থিতিতে অনেকেই চাকরি হারিয়েছেন। বহু লোকের আয় কমেছে। তার ওপরে জিনিসপত্রের দাম যে হারে বাড়ছে, তাতে তাঁরা চোখে অন্ধকার দেখছেন।একসময় বাজারে গিয়ে শোনা যাচ্ছিল, শুখা আবহাওয়ার জন্য ভাল ফসল হয়নি। তাই আনাজের দাম বাড়ছে। কোনও কোনও ব্যবসায়ী আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন, শীঘ্রই দাম কমবে। তারপরে শোনা গেল, পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত ভোটের জন্য শস্য আমদানির খরচ বেড়ে গিয়েছে। ভোটের পরে শোনা যাচ্ছে, ফড়েদের খুব বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। তাই দাম কমছে না। এতদিনে অবশ্য সাধারণ মানুষ বুঝে গিয়েছেন, এসবই খোঁড়া অজুহাত। জুলাইয়ের শুরুতেই দাম কমানোর উদ্যোগ নিয়েছিল রাজ্য সরকার। স্থির হয়েছিল, কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকায় সুফল বাংলা স্টলের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হবে। সেখানে বাজারের থেকে ১৫ শতাংশ কম দামে সবজি ও ডিম বিক্রি হবে। এছাড়া এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের অফিসাররা বিভিন্ন বাজারে গিয়ে দেখবেন, কোথাও অস্বাভাবিক বেশি দাম নেওয়া হচ্ছে কিনা। কিন্তু এর

পরেও দাম কমেনি। সোমবার ক্রিসিল নামে এক মূল্যায়ন সংস্থার রিপোর্টে জানা যায়, মূল্যবৃদ্ধির জন্য প্রধানত দায়ী টম্যাটো। তার সঙ্গে আছে পিঁয়াজ ও আলু। জুলাইয়ে টম্যাটোর দাম বেড়েছে ২৩৬.১ শতাংশ, পিঁয়াজের দাম বেড়েছে ১৫.৮ শতাংশ এবং আলুর দাম বেড়েছে ৯.৩ শতাংশ। সামগ্রিকভাবে জুন মাসের তুলনায় জুলাইয়ে নিরামিষ থালি তৈরির খরচ বেড়েছে ২৮ শতাংশ। আমিষ থালি তৈরির খরচ বেড়েছে তুলনায় কম, ১১ শতাংশ। ক্রিসিলের মতে, সেপ্টেম্বরের আগে জিনিসপত্রের দাম কমবে না। কেউ কেউ বলছেন, বহু এলাকায় বৃষ্টি কম হচ্ছে। এবার শস্যের উৎপাদন কম হতে পারে। সেপ্টেম্বরেও যে দাম কমবে তার নিশ্চয়তা নেই। এই পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার লোকসভায় অনাস্থা প্রস্তাব নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। সেখানে নিশ্চয় মূল্যবৃদ্ধির কথা উঠবে। বিরোধীরা বলবেন, মোদি সরকার নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখতে ব্যর্থ। সরকারও মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে কিছু একটা বলবে। মন্ত্রীরা হয়তো দাবি করবেন, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জন্যই দাম বেড়েছে। দেশের মানুষ কিন্তু অজুহাত শুনতে চায় না। সরকারকে নির্দিষ্ট করে বলতে হবে, মূল্যবৃদ্ধি কমানোর জন্য কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। বিরোধীদেরও শুধু সরকারকে দোষারোপ করলে চলবে না। তাঁদের বলতে হবে, ক্ষমতায় এলে তাঁরা কীভাবে জিনিসপত্রের দাম কমাবেন। মানুষের দুর্দশা যদি বাড়তে থাকে, তাহলে সমাজে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়। তার ফলে স্থিতিশীলতা নষ্ট হতে পারে। সম্প্রতি আমরা শ্রীলঙ্কায় সেই পরিস্থিতি দেখেছি। আমাদের দেশ যেন সেই পথে পা না বাড়ায়।

শেক্সপিয়ারের ওথেলো ও পশ্চিমী জাতীয়তাবাদের ভাষা

বিশেষ প্রতিনিধি

...০৪.০৮.২০২৩ সংখ্যার পর

শেক্সপিয়রের সমকালীন ইংরেজি সাহিত্যে ম্যুর মুসলিমদের প্রসঙ্গ গৌণভাবে হলেও হাজির হয়েছে। তিনিও তার বিখ্যাত এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্রে রাখেন একজন ম্যুর মুসলিম ওথেলোকে। ম্যুর চরিত্রের উপস্থিতি শেক্সপিয়রের আরো দুই নাটকে উপস্থিত রয়েছে। এই নাটকে ওসমানী নৌবাহিনীর বিরুদ্ধে সক্ষম যোদ্ধা হিসেবে হাজির করা হয়েছে ভেনিসীয় ম্যুর ওথেলোকে। যিনি মরক্কো থেকে আগত অভিবাসী। নাটকে প্রথম দিকে ওথেলোর উপস্থিতি ও ভূমিকা প্রশংসনীয়। আদর্শ সেনাপতি ও ব্যক্তিত্বের অবস্থানে থাকে ওথেলো। দর্শকের আগ্রহ, প্রিয়তা ও সহানুভূতি তৈরি হয় তার প্রতি। এরপর ধীরে ধীরে ওথেলোকে দেয়া হয় ঈর্ষাপরায়ণ চরিত্র। সে জাতি হয় বিবিধ পাপে। একের পর এক খারাপ কাজ করে ওথেলো। তবে এর পেছনে ভূমিকা রাখে তার সহকারী ইয়াগো। ওথেলো ভালোবাসে ভেনিসের সুন্দরী ডেসডিমোনাকে। উভয়ের বিয়ে ছিল মৃত্যুর সমান। অসচ্চরিত্র ভেনেসীয় রডরিগো ছিলেন ডেসডিমোনার ব্যর্থ প্রেমিক। তার সাথে মিলে ওথেলোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র পাকান তার সহকারী ইয়াগো। ওথেলোর বিশ্বস্ত ও সর্বাধিক প্রিয় ক্যাপ্টেন ক্যাসিওর সাথে ডেসডিমোনার মিথ্যা প্রেমের সন্দেহ তারা ঢুকিয়ে দেয় ওথেলোর মনে। ফলে ঘটনার ধারাবাহিকতায় ওথেলো নিজের প্রিয়তমাকে ব্যভিচারের অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং ভীষণভাবে গলা চেপে ধরে। ডেসডিমোনার মৃত্যুর সামান্য আগে ওথেলো বুঝতে পারে যে তিনি বিশ্বাসঘাতকিনী নন। ডেসডিমোনার মৃত্যুতে ওথেলোর অনুতাপ সীমা অতিক্রম করে। হত্যার দায়ে তাকে কারারুদ্ধ করা হয়। তীব্র শোকে, বেদনা ও মনস্তাপে ওথেলো আত্মহত্যা করেন। ট্র্যাজিক এই নাটকে শেক্সপিয়র পুরুষের কুসিততম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন। কৃষ্ণবর্ণ ওথেলোকে প্রেম দিয়েছিল শ্বেতাঙ্গ ডেসডিমোনা, সে ওথেলোর প্রতি মুগ্ধ হয়েছিল তার অতীত জীবনের বেদনার গল্প শুনে। নিজের পিতা এবং অন্যান্য সিনেটরের বিরোধিতা উপেক্ষা করে সে সম্মত হয়েছিল ওথেলোকে বিয়ে করতে। তার সিনেটর পিতা ব্রাবানশিও বুঝতে পারছিলেন না কীভাবে একটা ‘কালিমাখা বক্ষস্থল’ কামনা করা তার মেয়ের পক্ষে সম্ভব! কিন্তু ডেসডিমোনা কালিমাখা বুকের ওথেলোকেই কামনা করলেন। আর এর বিনিময়ে পেলেন নির্মম মৃত্যু। অপর দিকে নিজের বিবোধ কর্মকাণ্ড ও ঈর্ষার ফলে ওথেলো সব হারান। নিজেকে নিজেই খুন করে ইহলীলা সাঙ্গ করেন। নাটকে বিভিন্নজনের সংলাপে ওথেলো চিত্রিত হয়েছেন বার্বার ঘোড়া, কামুক ম্যুর, বুড়ো কালো ভেড়া ইত্যাদি বর্ণবাদী অভিধায়। ফলে স্বাভাবিকভাবে বহু সমালোচক ওথেলো নাটককে দেখতে চেয়েছেন বর্ণবৈষম্যের প্রেক্ষাপটে।

নির্বিঘ্নে পুরাতন মালদার যাত্রাডাঙ্গা অঞ্চলে প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচন

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১০ আগস্ট ঃ অবশেষে শান্তিপূর্ণভাবে পুরাতন মালদা ব্লকের যাত্রা ডাঙ্গা অঞ্চলের প্রধান ও উপপ্রধান গঠন হলো নির্বিঘ্নে। উত্তেজনার আঁচ করে প্রধান ও উপপ্রধান গঠন প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত চত্বরে প্রচুর পুলিশ মোতায়েন করা হয়। নির্ধারিত সময়ে প্রধান গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয় ভোটাভুটির মাধ্যমে। জানা গেছে যাত্রাডাঙ্গা অঞ্চলের কুড়িটি আসন রয়েছে এবং এবারের পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূল পেয়েছিল দশটি আসন, কংগ্রেস পেয়েছিল তিনটি আসন, পাঁচটি আসন পেয়েছিল বিজেপি এবং নির্দল দুইটি আসন পেয়েছিল। প্রধান গঠনের ভোটাভুটির সময় দেখা যায় প্রথমে ১১ জনের তৃণমূলের সদস্য একটি দল পঞ্চায়েত অফিসে ঢোকে, পরবর্তীতে পাঁচজনের বিজেপির সদস্যরা ঢোকে এবং শেষের দিকে তৃণমূলের চারজন সদস্য প্রধান নির্বাচন কেন্দ্রে প্রবেশ করে। অবশেষে দেখা যায় প্রধান গঠনে ১৫ টি ভোট পেয়ে তৃণমূলের প্রধান হন সজনী পাহাড়ি এবং উপপ্রধান হন তৃণমূল দলেরই সদস্য শিক্ষক জিশান আলী। তবে এখানে লক্ষ্য করার বিষয় ছিল উপপ্রধানের ভোটে চারজন তৃণমূল সদস্য ভোট দেননি, অর্থাৎ ১১ টি ভোট পেয়ে তৃণমূলের উপপ্রধান নির্বাচিত হন। এর ফলে স্পষ্ট বোঝা যায়, যাত্রাডাঙ্গা অঞ্চলেও গোষ্ঠী কোন্দল প্রকট রয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। তৃণমূল পরিচালিত পঞ্চায়েতে প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচনের পর পঞ্চায়েত দপ্তরের বাইরে তৃণমূল কর্মীরা আনন্দ উল্লাসে এবং সবুজ আবিরের মেতে ওঠেন। নবনির্বাচিত যাত্রাডাঙ্গা অঞ্চলের উপপ্রধান ঈশান আলি জানান, বেশ কিছু তৃণমূলের সদস্য জেলা নেতৃত্বের নির্দেশকে উপেক্ষা করে তৃণমূলের উপপ্রধান নির্বাচনে ভোট দেন নি। চারজন তৃণমূল সদস্য এদিন ভোট দেননি। এ বিষয়ে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব বিষয়টি খতিয়ে দেখে সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে তৃণমূল পরিচালিত যাত্রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েত বোর্ড মানুষের উন্নয়ন করে যাবে।

একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় ডাবগ্রাম-২ পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন করলে বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১০ আগস্ট ঃ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় পঞ্চায়েত বোর্ড গঠন করলে বিজেপি। আশা পূরণ হতেই উচ্ছাসে ফেটে পড়লেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূলের দখলে ছিল ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত। রাজ্য পঞ্চায়েত নির্বাচনে মানুষের রায়ে সেই বোর্ড দখল করে নেয় বিজেপি। আজ বহু অপেক্ষার পর হল বোর্ড গঠন। বিজেপি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বোর্ড গঠনের পর উল্লাস বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে। এবছর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে ৩০টি আসনের মধ্যে ১৯টি আসনে জয়লাভ করে বিজেপি। অন্যদিকে ১১ টি আসন দখল করে তৃণমূল কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ের সামনে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। পুলিশের তরফে নিরাপত্তা চাদরে মুড়ে ফেলা হয় এলাকা। যাতে কোনরকম অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে এদিন বোর্ড গঠন করে বিজেপি। ডাবগ্রাম ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান হয়েছেন মিতালি মালাকার। উপপ্রধান হয়েছেন সুপেন রায়। এদিন শপথ গ্রহণের পর উল্লাসে মেতে ওঠেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। গলায় ফুলের মালা পরিয়ে ও মিষ্টিমুখ করিয়ে প্রধান ও উপপ্রধানকে স্বাগত জানান কর্মী-সমর্থকেরা। পাশাপাশি আবির খেলায় মেতে ওঠেন তারা।

খুনে গ্রেফতার ৪

দুরন্ত বার্তা, খড়গ্রাম, ১০ আগস্ট ঃ মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামে খুনের ঘটনায় পুলিশের জালে এক সিভিক ভলান্টিয়ার-সহ চার। সকলেই তৃণমূল সমর্থক বলে খবর। এদিকে রাগে অভিযুক্তের বাড়িতে ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা। সব মিলিয়ে বৃহস্পতিবার সকালেও ব্যাপক উত্তেজনা খড়গ্রামে। কংগ্রেসের টিকিটে পঞ্চায়েত ভোটে জয়ী হয়েই দলবদল করেছিলেন সানোয়ারা বিবি। বুধবার সাদল গ্রাম পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠন হয়। তারপরই বিকেলে তৃণমূলে যোগ দেওয়া কংগ্রেসের বিজয়ী প্রার্থীর ছেলেকে কুপিয়ে খুন করে দুষ্কৃতীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার থেকে মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামের রুহিগ্রামে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। বুধবার রাতভর তল্লাশি চালিয়ে খুনের ঘটনায় জড়িত সন্দেহে তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে গ্রেফতার করা হয়েছে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে। তাঁর নাম ইজারুল শেখ ওরফে সঞ্জয়। ধৃতরা সকলেই তৃণমূল সমর্থক বলে খবর। ঘটনায় জড়িত বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। এদিকে, এই ঘটনায় বৃহস্পতিবার সকালেও নতুন করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এলাকা। অভিযুক্তের বাড়িতে চড়াও হয় উত্তেজিত জনতা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ময়দানে নামে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও র‍্যাফ। গ্রামে যাতে অশান্তি না বাড়ে তাই মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী।

গ্রন্থাগার পরিদর্শন

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১০ আগস্ট ঃ উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শন করলেন কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে। বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার পরিদর্শনের পর গ্রন্থাগারের বেহাল পরিস্থিতি দেখে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। তিনি বলেন, উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের বেহাল দশা নিয়ে বিধানসভা অধিবেশন চলাকালীন গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরীকে বলেছিলাম এই গ্রন্থাগারে বহু মূল্যবান পুঁথি এবং দুষ্প্রাপ্য বইগুলি সংরক্ষণের জন্য পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রয়োজন রয়েছে। তিনি সেই সময় বলেন আমি ভুল তথ্য পরিবেশন করছি। তাই আজ আবার গ্রন্থাগারে এসে গোটা বিষয়টি আবার সরজমিনে দেখে গেলাম। কোচবিহারের এই গ্রন্থাগারে প্রাচিন বহু পুঁথি রয়েছে বহু মূল্যবান বই রয়েছে। যাক সঠিকভাবে সংরক্ষণ না থাকার কারণে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বিষয়টি আমি আবার বিধানসভার অধিবেশনে তুলব এবং গ্রন্থাগার মন্ত্রীকে আজ আবার একটি চিঠি লিখব। এই গ্রন্থাগারের পর্যাপ্ত স্টাফ নেই। পাঠকদের বসে পড়ার মতো উপযুক্ত স্টাডি রুম নেই। রাজ্য সরকার যদি এই গ্রন্থাগারের পরিকাঠামো বৃদ্ধি করতে না পারে প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কথা বলব। এই প্রাচীন গ্রন্থাগারটির সংরক্ষণ করতে না পারলে বহু মূল্যবান গ্রন্থ হারিয়ে যাবে।

রাস্তার কাজ বন্ধ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১০ আগস্ট ঃ নিম্নমানের পাকা রাস্তা তৈরির অভিযোগ তুলে তুফানগঞ্জ-২ নম্বর ব্লকের ফলিমারী গ্রাম পঞ্চায়েতের ফলিমারী চিকনতলা এলাকায় রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিলেন গ্রামবাসীরা। গ্রামবাসীদের অভিযোগ পাকা রাস্তা তৈরির ২৪ ঘন্টা পর রাস্তায় হাত দিতেই উঠে যাচ্ছে পিচের প্রলেপ। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে তৈরি করা হচ্ছে পথশ্রী প্রকল্পের রাস্তা। গ্রামবাসীদের দাবি স্থানীয় ব্লক প্রশাসন ও তৃণমূল নেতাদের কাটমানির চাপেই রাস্তার মান খারাপ করতে বাধ্য হচ্ছেন ঠিকাদার। এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা নিরঞ্জন দাস বলেন, পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হওয়ায় আশায় বুক বেঁধেছিলেন গ্রামের সকলেই। তবে দুই কিলোমিটার দূর থেকে পাথরের সঙ্গে পিচ মিশিয়ে নিয়ে এসে সেখানে রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। রাস্তায় ঠিক মতো রোলার ব্যবহার করা হয়নি। পুরোপুরি দায়সারা ভাবে কাজ হয়েছে। তাই নির্মাণের পরের দিন রাস্তার পিচ, পাথর সব উঠে যাচ্ছে।

কোলামা কর্মাশিয়াল কোম্পানি লিমিটেড

CIN : L51109WB1983PLC035719

রেজি. অফিস ঃ সিএ-২২৬, সিএ ব্লক সেক্টর-১, কলকাতা-৭০০০৬৪

Email : colmacommercial@gmail.com, website: www.colmacommercial.in

অনিরীক্ষিত স্বতন্ত্র আর্থিক ফলাফল

সংক্ষিপ্ত রূপ ত্রৈমাসিক শেষে ৩০ জুন, ২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	তিনমাস শেষে	তিনমাস শেষে	বছর সমাপ্তে
		৩০ জুন ২৩	৩০ জুন ২২	৩১ মার্চ ২৩
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	কারবার থেকে মোট আয়	৯.২০	৬.১৮	৩৩.৭৭
২	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে, অতিরিক্ত এবং/ অথবা ব্যতিক্রমী আইটেমে)	৪.৪৯	২.৯১	১৪.৫১
৩	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে, (অতিরিক্ত এবং/ অথবা ব্যতিক্রমী আইটেম পর)	৪.৪৯	২.৯১	১৪.৫১
৪	মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (অতিরিক্ত এবং/ অথবা ব্যতিক্রমী আইটেম পর)	৪.৪৯	২.৯১	১০.৮১
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	৪.৪৯	২.৯১	১০.৮১
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৪.৭৫	২৪.৭৫	২৪.৭৫
৭	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি)			
	ক) মূল	১.৮১	১.১৮	৪.৩৭
	খ) মিশ্র	১.৮১	১.১৮	৪.৩৭

দ্রষ্টব্য ঃ
উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক সমাপ্তে আর্থিক ফলাফলের যা সম্পূর্ণ করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক সমাপ্তে আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইট যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত রয়েছে এবং কোম্পানি ওয়েবসাইটে www.colmacommercial.in।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের পক্ষে
রাজেশ প্রজাপতি
ডিরেক্টর
DIN : 08251452

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১০.০৮.২০২৩

ইয়াশমান দীপক লিমিটেড

রেজি অফিস ঃ ৫৮, রতন সরকার গার্ডেন স্ট্রিট, প্রথম ফ্লোর, কলাকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৭ (পশ্চিমবঙ্গ)
CIN : L67120WB1975PLC029901 ফোন. নং. ৯৮৩৯০৪৪৪৪২
Website : www.yashmandeepak.com
E-mail : yashmandeepakltd@gmail.com

সংক্ষিপ্ত বিবরণী স্বতন্ত্র অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল
ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩০ জুন, ২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

বিবরণ	ত্রৈমাসিক শেষে			বছর শেষে
	৩০.০৬.২০২৩	৩০.০৬.২০২২	৩১.০৩.২০২৩	৩১.০৩.২০২৩
	পর্যালোচিত	পর্যালোচিত	দ্রষ্টব্য নোট ৩	নিরীক্ষিত
মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	৫১.২৯	১৭.৪৯	১২২৫.৩১	১২৮৭.৪১
মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে / বছরে (করের পূর্বে)	৪২.৮২	৭.০৯	১১৬৮.৫৭	১১৮০.৬২
মোট লাভ / (ক্ষতি) মেয়াদে / বছরে (করের পর)	৩২.০৫	৫.৩১	৯৬৬.৯৮	৯৭৫.১৯
মোট ব্যাপক আয়	৩২.০৫	৫.৩১	৯৬৬.৯৮	৯৭৫.১৯
ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৭০.৪৮	৭০.৪৮	৭০.৪৮	৭০.৪৮
অন্যান্য ইক্যুইটি				২,৬০১.৫৯
শেয়ার প্রতি আয় (চলতি ও অচলতি আয় থেকে) (১০ /- টাকা প্রতি)				
মূল	৪.৫৫	০.৭৫	১৩৭.২০	১৩৮.৩৬
মিশ্র	৪.৫৫	০.৭৫	১৩৭.২০	১৩৮.৩৬

দ্রষ্টব্য ঃ
১) উপরোক্ত ফলাফল সংক্ষিপ্ত রূপ বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের যা সম্পূর্ণ করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত ফরম্যাট ত্রৈমাসিক আর্থিক আর্থিক ফলাফল পাওয়া যাবে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ ও কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.yashmandeepak.com)।
২) উপরোক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা ১০.০৮.২০২৩ এবং একইভাবে অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের ১০.০৮.২০২৩ তারিখের সভায়।
৩) ত্রৈমাসিক সমাপ্তে ৩১ মার্চ, ২০২৩ রাশি সামঞ্জস্যপূর্ন রাশি নিরীক্ষিত রাশি সারা আর্থিক বছরের রাশির মধ্যে এবং প্রকাশিত বছর থেকে তারিখ রাশি তৃতীয় ত্রৈমাসিক শেষ (নয় মাস) পর্যন্ত ২০২২-২৩ আর্থিক বছরের যা সাময়িক পর্যালোচনার বিষয়বস্তু বিধিসম্মত অডিটরগনের।
৪) রাশি পুণসজ্জিত এবং পুণসংগ্রহ করা হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে।

বোর্ডের তরফে
ইয়াশমান দীপক লিমিটেড
(চারু সেহেগাল)
ডিরেক্টর
DIN : 00492658

স্থান ঃ কানপুর
তারিখ ঃ ১০.০৮.২০২৩

RDB RASAYANS LIMITED

CIN-L36999WB1995PLC074860
Regd. Office : Bikaner Building, 8/1, Lal Bazar Street, R.No- 09 Kolkata-700001,
Ph No (033) 44500500, Fax No 91-33-2242 0588
E-mail : info@rdbindia.com, Website: www.rdbgroup.in

EXTRACT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

(Rs. In Lakhs)

Sl. No	Particulars	Quarter ended June 30 2023	Quarter ended March 31 2023	Quarter ended June 30 2022	Year Ended March 31 2023
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations (Net)	2,947.52	3,028.10	3,363.08	12,413.48
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and /or Extraordinary items)	889.37	328.71	1,239.39	3,272.34
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	889.37	328.71	1,239.39	3,272.34
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	665.40	237.56	890.03	2,436.94
5	Total Comprehensive Income/ (Loss) for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	665.40	236.26	890.03	2,435.64
6	Equity Share Capital (Face Value of Rs.10/- each)	1,771.48	1,771.48	1,771.48	1,771.48
7	Reserves(excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-	-	14,461.74
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)				
	Basic:	3.76	1.34	5.02	13.76
	Diluted:	3.76	1.34	5.02	13.76

Notes:
1 The above is an extract of the detailed format of Quarterly un-audited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of BSE Limited at www.bseindia.com and on the Company's website at www.rdbgroup.in
2 The above unaudited results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 10th August, 2023.

For RDB RASAYANS LIMITED
Sd/-
Shanti Lal Baid
Managing Director
DIN: 00056776

Place : Kolkata
Date: 10.08.2023

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the Executive Engineer
Malda Division, Municipal Engineering Directorate
"Sevaniketan" (2 nd Floor), A.C. Market, Malda-732101.
Phone/Fax: (03512) 252104, e-Mail: med.malda@yahoo.in
NOTICE FOR INVITING E-TENDER
Tender ID: 2023_MAD_555482_1, 2023_MAD_555482_2

Abridged second call for e-tender Notice is invited from interested Bonafide bidders/Govt. contractors for Both side Avenue Tree and Hedge Plantation, from Buniadpur more towards Narayanpur (SH 10A and connecting road) under Green Corridor programme within Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur. Last date of submission: **25-August-2023 at 17:00 PM.** Interested Bonafide bidders are requested to visit **https://wbtenders.gov.in/**

Sd/- Executive Engineer
Malda Division
M. E. Directorate

ভিসকো ট্রেড অ্যাসোসিয়েটস লিমিটেড

পি-৪৫ গোরাগাছা রোড, নিউ আলিপুর, কলকাতা, প.ব. ৭০০০৫৩
ই-মেল-tradevisco@gmail.com
CIN: L57339WB1983PLC035628

ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের সভা যা অনুষ্ঠিত হয়েছে ৯ আগস্ট, ২০২৩
সভায় রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিংয়ের ফলাফল ঘোষনা

কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে ভার্চুয়ালি ৯ আগস্ট, ২০২৩ বেলা ১১.৩০ ঘটিকায় প্রয়োজন অনুসারে কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং অব্লিগেশান্স অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন্স, ২০১৫, কোম্পানি প্রদান করেছে রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা এবং ই-ভোটিং সুবিধা ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের সভায়। রিমোট ই-ভোটিং শুরু হয়েছিল ৬ আগস্ট, ২০২৩ বেলা ৯.০০ ঘটিকায় এবং চালু ছিল ৯ আগস্ট, ২০২৩৮ আগস্ট, ২০২৩ বিকাল ৫.০০ ঘটিকা পর্যন্ত। একইভাবে ই-ভোটিং চালু হয়েছিল ৯ আগস্ট, ২০২৩ সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় এবং চালু ছিল ৯ আগস্ট, ২০২৩ বেলা ১২.৩০ পর্যন্ত। কোম্পানি তরফে নিযুক্ত ছিলেন কুমারী অঞ্জলি মিশ্রা, পরীক্ষক হিসাবে রিমোট ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সভায়। পরীক্ষক সমস্ত প্রাপ্ত ইলেকট্রনিক ভোট পরীক্ষা করেছেন যা পাওয়া গিয়েছে রিমোট ই-ভোটিং মেয়াদ শেষে ৮ আগস্ট, ২০২৩ এবং সভাস্থলে ৯ আগস্ট, ২০২৩ প্রদত্ত ভোট ই-ভোটিং মাধ্যমে এবং তিনি প্রতিবেদন জমা করেছেন ১০ আগস্ট, ২০২৩।
১০ আগস্ট, ২০২৩ পরীক্ষকের প্রদত্ত প্রতিবেদন অনুসারে একত্রীকরণ ফলাফল নিম্নোক্ত ঃ

রেজোলিউশান নং.	বিবরণী	পক্ষে প্রদত্ত ভোট %	বিপক্ষে প্রদত্ত ভোট %
১	**বিশেষ রেজোলিউশান** আরও বিনিয়োগ, ঋণ প্রদান, জামিন এবং সিকিউরিটি সীমার অতিরিক্ত যার উল্লেখ রয়েছে অধীন সেকশান ১৮৬ কোম্পানি আইন ২০১৩	৯১.৩৩১৯৩	৮.৬৬৭৯

পরীক্ষকের প্রতিবেদন অনুসারে, রেজোলিউশান স্থির হয়েছে ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের সভার নোটিসে যা অনুমোদিত হয়েছে শেয়ারহোল্ডারদের প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতায়।

স্বা /-
শ্রী বিনয় কুমার গোয়েঙ্কা
ডিরেক্টর
DIN : 01687463
সভার সভাপতি

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১০.০৮. ২০২৩

গোল্ডেন ক্রিস্ট এডুকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড

CIN: L51109WB1982PLC035565
রেজি. অফিস ঃ রুম নং. ২, ২য় ফ্লোর, ৬২এ, ড. মেঘনাদ সাহা সরণী, সার্দান এভিনিউ, কলকাতা-৭০০০২৯
ই-মেল ঃ info@goldencrest.in, ওয়েবসাইট ঃ www.goldencrest.in

পাবলিক নোটিস-৪১ তম বার্ষিক সাধারন সভা

৪০তম (চল্লিশ) বার্ষিক সাধারন সভা (এজিএম) গোল্ডেন ক্রিস্ট এডুকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড-এর অনুষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বেলা ০২.০০ ঘটিকায় ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') / অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) বানিজ্যিক আলোচনায় যা উল্লেখ রয়েছে এজিএম নোটিসে, অনুসারী হিসাবে প্রয়োজ্য বন্দোবস্ত কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পঠিত সাধারণ সার্কুলার নং. ১৪ / ২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং. ১৭ / ২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং. ২০ / ২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং. ০২ / ২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং. ২১ / ২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং. ০২ / ২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২ এবং সাধারণ সার্কুলার নং. ১০ / ২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ জারি করেছে বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক এবং সার্কুলার নং. সেবি / এইচও / সিএফডি / সিএমডি২ / সিআইআর / পি / ২০২১ / ১১ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ এবং সার্কুলার নং. সেবি / এইচও / ডিডিএইচএস / পি / সিআইআর / ২০২২ / ০০৬৩ তারিখ ১৩ মে, ২০২২, সার্কুলার নং. সেবি / এইচও / সিএফডি / পিওডি-২ / পি / সিআইআর / ২০২৩ / ০০১ তারিখ ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ এবং সার্কুলার নং. সেবি / এইচও / ডিডিএইচএস-আরএসপিওডি১ / পি / সিআইআর / ২০২৩ / ০০১ তারিখ ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ যৌথভাবে জারি করেছে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, আলোচ্য বানিজ্যিক সূচি প্রদান করা রয়েছে ৪০ তম এজিএম নোটিসে।
উল্লেখিত সার্কুলার ভিত্তিতে, এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক প্রতিবেদন আ.ব. ২০২২-২৩ পাঠানো হবে ইলেকট্রনিক মোডে সেই সকল সদস্যদের যাদের ইমেল আইডি ইতিমধ্যে রেজিস্টার্ড রয়েছে কোম্পানি / ডিপোজিটারিতে। কোম্পানি আরও প্রদান করছে ই-ভোটিং এবং রিমোট ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করতে নিজেদের সদস্যদের পূর্বেকার পালনীয় পদ্ধতি মোতাবেক। এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন আ.ব. ২০২২-২৩ পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.goldencrest.in এবং এজিএম নোটিস আরও পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানির সিকিউরিটিজ তালিকাভুক্ত www.cse-india.com এবং www.bseindia.com।
সদস্যরা যোগদান করতে এবং অংশ নিতে পারেন এজিএমে ভিসি / ওএভিএম মাধ্যমে কেবলমাত্র। এজিএমে যোগদান করার নির্দেশাবলী এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ে অংশ নেওয়ার পদ্ধতি বা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদান করার পদ্ধতি, এজিএম চলাকালীন প্রদান করা রয়েছে ৪০তম এজিএম নোটিসে। সভায় সদস্যদের যোগদান ভিসি / ওএভিএম মাধ্যমে বিবেচিত হবে কোরাম হিসাবে অধীন সেকশান ১০৩ কোম্পানি আইন, ২০১৩।
যদি ইতিমধ্যে আপনার ইমেল আইডি রেজিস্টার্ড থাকে কোম্পানি / ডিপোজিটারিতে, এজিএম নোটিস সঙ্গে বার্ষিক প্রতিদেন আ.ব. ২০২২-২৩ এবং লগইন তথ্যাবলী ই-ভোটিংয়ের জন্য পাঠানো হবে আপনার রেজিস্টার্ড ইমেল ঠিকানায়। যদি আপনি ইতিমধ্যে রেজিস্টার্ড না করিয়ে থাকেন আপনার ইমেল আইডি আপনার কোম্পানি / ডিপোজিটারিতে, দয়াকরে নিম্নে উল্লেখিত পদ্ধতিগুলি পালন করবেন আপনার ইমেল আইডি রেজিস্টার্ড করাতে বার্ষিক প্রতিবেদন আ.ব. ২০২২-২০২৩ এবং ই-ভোটিংয়ের লগইন তথ্যাবলী পাওয়ার জন্য।

ফিজিক্যাল	একটি অনুরোধ পাঠান কোম্পানির রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টকে মে. বিগশেয়ার সার্ভিসেস লিমিটেড iinvestor@bigshareonline.com প্রদান করে ফোলিও নাম্বার, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পেছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (আধার কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার করাতে। **দয়াকরে আপডেট করান মঙ্গলবার, ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের পূর্বে।**
ডিম্যাট	দয়াকরে যোগাযোগ করুন নিজের ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্টে (ডিপি) এবং রেজিস্টার করান
হোল্ডিং	নিজের ইমেল ঠিকানা ডিপি দ্বারা পরামর্শ মোতাবেক। **দয়াকরে আপডেট করান মঙ্গলবার, ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের পূর্বে।**

গোল্ডেন ক্রিস্ট এডুকেশন অ্যান্ড সার্ভিসেস লিমিটেড
যোগেশ লামা
(সর্বক্ষণের পরিচালক)
(DIN: 07799934)

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ ১০.০৮.২০২৩

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড

(পূর্বে পরিচিত বিএনকে ক্যাপিটাল মার্কেট লিমিটেড)
CIN: L34202WB1986PLC040542
রেজি. অফিস ঃ ডানকান হাউস, ৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং.ঃ ০৩৩ ৬৬২৫ ১০০০ / ১৫০০, ফ্যাক্স নং.ঃ ০৩৩ ২২৩০ ৬৮৪৪
E-mail: secretarial.qcml@rpsg.in, Website: www.qcml.in

ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড থেকে
ইক্যুইটি শেয়ার অতালিকাভুক্ত করার পাবলিক নোটিস

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যায় যে অনুসারী রেগুলেশন্স ৫ এবং ৬ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ইক্যুইটি শেয়ার অতালিকাভুক্ত) রেগুলেশন্স, ২০২১ এবং কোন সংশোধনী (অতালিকাভুক্তি রেগুলেশন্স), কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড (কোম্পানি)-র পরিচালন পর্ষ-এর সভা যা অনুষ্ঠিত হয়েছে ১০ আগস্ট, ২০২৩ অনুমোদন করেছেন স্বেচ্ছায় অতালিকাভুক্ত করতে কোম্পানির ইক্যুইটি শেয়ার ক্যালকাটা স্টক এক্স

টলি-বলির টুকরো খবর

দ্বিতীয় বার কোচের ভূমিকায় চিরঞ্জিত, 'দাবাড়ু' ছবিতে তাঁর চরিত্রটি কেমন? জানালেন অভিনেতা

'চ্যাম্প' ছবিতে দেবের কোচের ভূমিকায় তাঁর অভিনয় এখনও দর্শক এখনও মনে রেখেছেন। বাংলার আরও একটি স্পোর্টস ফিল্মে কোচের ভূমিকায় অভিনয় করছেন চিরঞ্জিত চক্রবর্তী। এই মুহূর্তে শহরে গ্র্যান্ডমাস্টার সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায়ের বায়োপিক 'দাবাড়ু'-র শুটিং চলছে। পথিকৃৎ বসু পরিচালিত এই ছবিতে সূর্যশেখরের কোচের ভূমিকায় অভিনয় করছেন চিরঞ্জিত। বুধবার উত্তর কলকাতায় হেদুয়ার রাস্তায় কিছু দৃশ্যের শুটিং ছিল। ছবিতে তাঁর চরিত্রের নাম রথীন্দ্র। শুটিংয়ের শেষে চিরঞ্জিত বললেন, ''আসলে ছবিতে আমিই প্রথম ওর প্রতিভা আবিষ্কার করি। ওর দাদুকে তার পর ছেলেটিকে আমার কাছে নিয়ে আসতে বলি।'' এই ছবিতে রাজি হওয়ার পিছনেও বেশ কিছু কারণ উল্লেখ করলেন চিরঞ্জিত। অভিনেতার কথায়, ''বাংলায় তো ফুটবল-ক্রিকেট ছাড়া অন্য কোনও খেলাকে নিয়ে সেই ভাবে ছবি হয় না। তা ছাড়া চিত্রনাট্য পড়ে বুঝতে পারি গল্পটা খুবই আবেগপ্রবণ। ভাল অভিনেতারা রয়েছেন। দর্শকদের পছন্দ হবে।'' ছবিতে সূর্যের আরও এক কোচের ভূমিকায় অভিনয় করছেন কৌশিক সেন। দুই কোচের সম্পর্ক কী রকম? না, এখনই বিষয়টা খোলসা করতে চাইলেন না চিরঞ্জিত। বললেন, ''সূর্যর পাশাপাশি আমার চরিত্রটার মধ্যেও অনেকগুলো স্তর রয়েছে। গল্পে অনেক বাঁক রয়েছে। এখনই সেগুলো বলে দিলে ছবির ক্ষতি হবে।'' তবে এই ধরনের একটা চরিত্র তিনি যে উপভোগ করছেন তা চিরঞ্জিতের বক্তব্যে ধরা পড়ে। চোখে লাল ফ্রেমের চশমা এবং গালে হালকা দাড়িতে তাঁর লুকটি মন্দ নয়। ছেলেবেলায় দাবা নিয়ে কতটা উৎসাহী ছিলেন চিরঞ্জিত? প্রশ্ন শুনেই হেসে বললেন, ''খুব বেশি নয়। একটু আধটু খেলেছি। কিন্তু এই ছবির জন্য নতুন করে দাবার চাল এবং ব্যাকরণ, সবই শিখতে হয়েছে।'' যে কোনও সফল ক্রীড়াবিদের নেপথ্যে কোচের ভূমিকাকে এই চরিত্রের মাধ্যমে সম্মান জানাতে চান চিরঞ্জিত। সূর্যশেখরের জার্নি তাঁর কাছের মানুষরা জানেন। স্পনসর জোগাড় করতে কোচকে কতটা কাঠখড় পোড়াতে হয় সেই প্রসঙ্গটিও ছবিতে তুলে ধরা হবে বলে জানালেন তিনি। বললেন, ''ছবিতে আমার মুখে একটা সংলাপই আছে যে বিদেশে খেলোয়াড়ের স্ট্রাগলের দিনে পাশে দাঁড়ায় সরকার। আমাদের দেশে খেলোয়াড় নিজের পায়ে দাঁড়ানোর পর তার পর সরকার তার পাশে দাঁড়ায়!'' হেদুয়া, টাউনহল-সহ আপাতত কলকাতার বিভিন্ন লোকেশনে শুটিং সারছে ইউনিট। চিরঞ্জিতের অবশ্য আর একদিনের শুটিংই বাকি। ছবির অন্যান্য চরিত্রে রয়েছেন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত, শঙ্কর চক্রবর্তী, অর্ঘ্য বসু রায় প্রমুখ। 'দাবাড়ু'-র পরে বাংলা ছবিতে তথাকথিত প্রচারের আলো থেকে দূরে থাকা খেলা নিয়েও ভবিষ্যতে ছবি তৈরি হবে বলেই আশাবাদী চিরঞ্জিত।

'ডন ৩'র টিজারে রণবীর সিংকে দেখে তুমুল কটাক্ষ নেটপাড়ায়!

বৃহস্পতিবারই প্রকাশ্যে এসেছে 'ডন ৩'র টিজার। আর প্রথম ঝলকেই 'ডন' হিসেবে দর্শকদের নজর কাড়তে 'অপারগ' রণবীর সিং! ধেয়ে আসছে একের পর এক কটাক্ষবাণ! কেতাদুরস্ত এই 'ডন'-এর চরিত্রে যেখানে অমিতাভ বচ্চন কিংবা শাহরুখ খানদের মতো তাবড় তারকাদের দেখে অভ্যস্থ তাঁরা, সেখানে রণবীর সিংকে দেখে তুমুল শোরগোল শুরু হয়েছে নেটপাড়ায়। নেটিজেনদের সিংহভাগের আক্ষেপ, 'ডনের চরিত্রে মোটেই মানায়নি 'বলিউড খিলজি'কে।' 'ডন ৩'র টিজার নিয়ে যখন নেটদুনিয়ায় তুমুল ট্রোলড হতে হচ্ছে রণবীর সিংকে, তখন স্ত্রী দীপিকা পাড়ুকোন কী বলছেন? প্রসঙ্গত, মাসখানেক ধরেই বলিউডের তারকাদম্পতির বিচ্ছেদের গুঞ্জন রটেছে, নিন্দুকদের ভুল ভাঙতে এখন মাঝেমধ্যেই একসঙ্গে আদুরে ছবি-ভিডিও পোস্ট করছেন রণবীর-দীপিকা। অতঃপর 'ডন ৩'র টিজার নিয়ে যখন নেটপাড়ায় সাইবার বুলিংয়ের শিকার হতে হচ্ছে রণবীর সিংকে, তখন এপ্রসঙ্গে দীপিকার কী প্রতিক্রিয়া? তা জানতে যে কৌতূহল তুঙ্গে থাকবে, তা বাহুল্য। দিন কয়েক আগেই 'রকি অউর রানি' সিনেমায় স্বামীর পারফরম্যান্স দেখে মার্কশিটে ফুলমার্কস বসিয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন। এবার 'ডন ৩'র টিজার দেখেও তার অন্যথা হয়নি। ইনস্টা স্টোরিতে ডন-এর ঝলক শেয়ার করে অভিনেত্রী 'Boom' স্টিকার পোস্ট করেছেন। ট্যাগে দেখা গেল পরিচালক ফারহান আখতার, রণবীর সিংয়ের নাম। তার সঙ্গে স্বামীর পোস্টেও লাইক করে ভালবাসা জানিয়েছেন দীপিকা। প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে পরিচালক ফারহান আখতার জানিয়ে দেন, শাহরুখ খানকে আর 'ডন'-এর চরিত্রে দেখা যাবে না। 'ডন ৩' সিনেমায় রণবীর সিংয়ের হাত ধরে নয়া যুগের সূচনা ঘটতে চলেছে। ফারহানের এহেন ঘোষণায় খুব একটা খুশি হননি দর্শক। সমালোচনার অন্তও নেই। এবার স্বামী রণবীরের চিয়ারলিডার হলেন স্ত্রী দীপিকা। ২০২৫ সালে মুক্তি পাচ্ছে 'ডন ৩'।

'স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষ্যে মেট্রো উত্তর-দক্ষিণ মেট্রোতে ১৮৮ পরিষেবা চালাবে

কলকাতা, ১০ আগস্ট ঃ মেট্রো ২৮৮টি দৈনিক পরিষেবার পরিবর্তে ১৫.০৮.২০২৩ (মঙ্গলবার) উত্তর-দক্ষিণ মেট্রোতে (ব্লু লাইন) ১৮৮টি পরিষেবা চালাবে 'স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষ্যে। **প্রথম পরিষেবা ঃ** ০৬.৫০ টায়। দমদম থেকে কবি সুভাষ। ০৬.৫০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর। ০৬.৫৫ টায় দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর। ০৭.০০ টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ । **শেষ পরিষেবা ঃ** ২১.২৮ টায়। দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ। ২১.৪০ টায়। দমদম থেকে কবি সুভাষ। ২১.৪০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দমদম ২১.৩০ টায়। কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর। মেট্রো ১৫.০৮.২০২৩ (মঙ্গলবার) ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো (গ্রিন লাইন) এ 'স্বাধীনতা দিবস' উপলক্ষে ১০৬ টি দৈনিক পরিষেবার পরিবর্তে ৯০টি (৪৫ পূর্বমুখী ৪৫ পশ্চিমগামী) পরিষেবা চালাবে। প্রথম পরিষেবা ঃ শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত ০৬.৫৫ টায় সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত ০৭.০০ টায়। শেষ পরিষেবা ঃ শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত ২১.৩৫ ঘণ্টায়। সল্টলেক সেক্টর ফাইভ থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত ২১.৪০ টায়। বেগুনি লাইনের জোকা-তারাতলা স্ট্রেচে ওই দিন কোনও পরিষেবা পাওয়া যাবে না।

লখনউ থেকে বারাণসী পর্যন্ত বিমান পরিষেবার উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী

লখনউ, ১০ আগস্ট ঃ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বৃহস্পতিবার চৌধুরী চরণ সিং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে লখনউ থেকে বারাণসী পর্যন্ত ইন্ডিগো ফ্লাইট পরিষেবার উদ্বোধন করেছেন। এই সময় মুখ্যমন্ত্রী প্রথম মহিলা যাত্রীকে টিকিট দেন, পাশাপাশি ইন্ডিগো পরিবারকে অভিনন্দন জানান। এখন লখনউ থেকে মাত্র ৫৫ মিনিটে বারাণসী পৌঁছানো যায়। এই উপলক্ষ্যে আদিত্যনাথ বলেন, লখনউ থেকে কাশী সরাসরি বিমান পরিষেবা শুরু হলে ভক্তদের উপকার হবে। বিমানবন্দরের হাব হয়ে উঠছে উত্তরপ্রদেশ। গত ৬ বছরে বিমানবন্দরটি সম্প্রসারিত হয়েছে। রাজ্যের অনেক জেলায় বিমানবন্দর তৈরি হয়েছে। অনেক শহরে বিমান চলাচল শুরু হয়েছে। তিনি জানান, আগামী তিন মাসের মধ্যে অযোধ্যার বিমানবন্দর তৈরি হয়ে যাবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বেসামরিক বিমান পরিবহন প্রতিমন্ত্রী ড. ভি কে সিং, রাজ্যের মুখ্য সচিব দুর্গা শঙ্কর মিশ্র এবং বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি। ইন্ডিগো এয়ারলাইন্সের ফ্লাইটগুলি লখনউ বিমানবন্দর থেকে সপ্তাহে তিন দিন বারাণসী পর্যন্ত পাওয়া যাবে - মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার। ফ্লাইটটি সপ্তাহে তিন দিন দুপুর ২.২০ এ উপলব্ধ হবে। বিমানটি বারাণসী থেকে লখনউয়ের উদ্দেশ্যে বিকাল ৪ টায় যাত্রা করবে।

প্রয়াত 'ইন্ডিয়ার ব্রুসলি'-খ্যাত মডেল-অভিনেতা অর্ধেন্দু বসু

প্রয়াত নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ভাইপো অর্ধেন্দু বসু। মুম্বইয়ে একসময় মডেল হিসাবে পরিচিত মুখ ছিলেন তিনি। বহু বিজ্ঞাপনে মডেল হিসাবে দেখা যায় তাঁকে, তার মধ্যে অন্যতম বম্বে ডাইয়িংয়ের মুখ ছিলেন তিনি। তাঁকে ভারতের ব্রুসলিও বলা হত। শুধু মডেলিংই নয়, বেশ কিছু সিনেমায় অভিনেতা হিসেবে কাজ করেছিলেন তিনি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর কনিষ্ঠ ভাই শৈলেশচন্দ্র বসুর ছেলে ছিলেন অর্ধেন্দু অর্থাৎ সম্পর্কে নেতাজির ভাইপো তিনি। সোমবার মুম্বইয়ে নিজের বাড়িতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন অর্ধেন্দু বসু। সংবাদমাধ্যমে খবরটি জানিয়েছেন তাঁর স্ত্রী কারমেন বসু। গত শতকে সত্তরের দশকে তিনি কলকাতা থেকে মুম্বই চলে যান, সেখানে নিজের কেরিয়ার শুরু করেন একজন মডেল হিসেবে। এছাড়া বেশ কিছু সিনেমায় অভিনয় করেছেন তিনি, তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য 'কোবরা', 'মেরা ইয়ার মেরা দুশমন'। কোবরা ছবির দৌলতেই একসময় তিনি ভারতের ব্রুস লি হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন। শুধুমাত্র হিন্দি ছবি নয়, একটি বাংলা ছবিতেও অভিনয় করেছিলেন তিনি। ছবির নাম 'কালকূট'। পাশাপাশি ১৯৭০ সালে তিনি তৎকালীন বোম্বে ডায়িং কোম্পানির সঙ্গে মডেল হিসেবে চুক্তি বদ্ধ হয়েছিলেন। বহু বছর সেই প্রতিষ্ঠানের মুখ হিসাবে কাজ করেন তিনি। বয়সের কারণে একসময় তিনি এই পেশা থেকে অবসর নেন। তবে অবসরের পর আর কলকাতায় ফেরেননি তিনি, মুম্বইয়েই থাকতেন তিনি। শুধুমাত্র মডেল বা অভিনয় নয়, এক সময় ইতিহাস এবং রাজনীতি সম্পর্কে আলোচনায় রীতিমতো সক্রিয় ছিলেন অর্ধেন্দু।

'শ্যামা', 'মোহর'রা ক্রমশ পিছিয়ে পড়ছে টিআরপি প্রতিযোগিতায়!

সময় যে দুরন্ত গতিতে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, তা প্রতি বৃহস্পতিবার আরও বেশি করে মনে করিয়ে দেয়। এককালে টিআরপি তালিকায় পয়লা নম্বরে থাকা নায়িকাদের এখন আর হদিসই পাওয়া যায় না। তাঁদের পরিবর্তে এসেছেন নতুন নতুন নায়িকারা। শেষ এক বছরে তাঁদেরই শুধু রাজত্ব। এই মুহূর্তে প্রথম তিনে দর্শক দেখছেন 'অনুরাগের ছোঁয়া' সিরিয়ালের স্বস্তিকা ঘোষ, 'জগদ্ধাত্রী' সিরিয়ালের অঙ্কিতা মল্লিক এবং 'ফুলকি' সিরিয়ালের দিব্যাণী মণ্ডলকে। একটা সময় এখানেই দেখা যেত সোনামণি সাহা, তিয়াসা রায়-সহ অন্য নায়িকাদের। এখনও তিয়াশা এবং সোনামণিদের সিরিয়াল সম্প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু সেই তালিকায় অনেকটাই পিছিয়ে এককালীন ফার্স্ট গার্লরা। আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেও প্রথম স্থানে রয়েছে 'অনুরাগের ছোঁয়া'। সূর্য আর দীপার জীবনের জট কাটছে। ফলে দর্শকের আগ্রহও দিনে দিনে বেড়ে চলেছে। এই সপ্তাহে তাদের প্রাপ্ত নম্বর ৮.৪। গত কয়েক মাসে প্রথম তিনের জায়গায় খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। এক মাস হল শুরু হয়েছে নতুন সিরিয়াল 'ফুলকি'। 'গৌরী এল'র জায়গা নিয়েছে যে সিরিয়াল। কিন্তু খুব কম সময়ের মধ্যে প্রথম দশ থেকে ছিটকে গিয়েছে ঈশান এবং গৌরীর গল্প। এই সপ্তাহেও দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে 'জগদ্ধাত্রী'। প্রথম এবং দ্বিতীয়ের নম্বরের মধ্যে খুব একটা ফারাক নেই। সমুদ্রে বেড়াতে গিয়েছে জগদ্ধাত্রী এবং স্বয়ম্ভু। সেখানে গিয়েও বিপদের শেষ নেই। টানটান উত্তেজনা চলছে। যে উত্তজনা পরতে পরতে উপভোগ করছে দর্শক। এ সপ্তাহে তারা পেয়েছে ৮.৩। অন্য দিকে ভোল বদলে দর্শকের সামনে দেখা দিয়েছে ফুলকি। সাজপোশাক দেখে বোঝার উপায় নেই তাকে। বর্ষাকালে সিরিয়ালে জমজমাট ইলিশ উৎসব নজর কেড়েছে সবার। এই সপ্তাহে 'ফুলকি' সিরিয়াল পেয়েছে ৮.১। চতুর্থ স্থানে আবারও 'রাঙা বউ'। সদ্য ২০০ পর্ব অতিক্রম করেছে তারা। কেক কেটে উদ্যাপনও হয়েছে সেই বিশেষ দিন। তারা এ সপ্তাহে পেয়েছে ৭.৭। আর ৭. ৩ পেয়ে পঞ্চম স্থানে 'নিমফুলের মধু'। এই মুহূর্তে তিয়াসা অভিনীত 'বাংলা মিডিয়াম' এবং সোনামণি অভিনীত 'এক্কা দোক্কা' সিরিয়াল ছোট পর্দায় দেখছে দর্শক। কিন্তু দুই নায়িকার নতুন সিরিয়াল ক্রমশই যেন পিছিয়ে পড়ছে প্রতিযোগিতায়।

ডুয়ার্স সেকশনের বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পূর্ণ করল উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল

মালিগাঁও, ১০ আগস্ট ঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল সমগ্র জোনে ১০০ শতাংশ বৈদ্যুতিকীকরণের লক্ষ্যে তীব্র গতিতে অগ্রসর হচ্ছে। সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিকীকরণের এক প্রচেষ্টায় ০৯ আগস্ট, ২০২৩ তারিখে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের দলগাঁও- শামুকতলা সেকশন এবং আলিপুরদুয়ার-নিউ কোচবিহার সেকশনে সম্পূর্ণ সেকশনাল গতিতে উভয় দিক থেকে গতির পরীক্ষার জরিয়তে রেলওয়ে বৈদ্যুতিকীকরণের কাজের পর্যবেক্ষণ সফলভাবে সম্পূর্ণ করা হয়। ২০২৩-এর জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত সমগ্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল এখনও পর্যন্ত ৫৯১.৭৬ আরকেএম৯০৫.১৭ টিকেএম রুটের সফলভাবে বৈদ্যুতিকীকরণ সম্পূর্ণ করা হয়েছে। ডুয়ার্স সেকশনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম হওয়া শিলিগুড়ি-দলগাঁও-শামুকতলা সমগ্র রুটটি সফলভাবে বৈদ্যুতিকীকরণ করা হয়েছে। ডিজেল ইঞ্জিনের ধোঁয়া এই সেকশনে বণ্যপ্রাণীর আবাসস্থলকে প্রভাবিত করেছিল। এখন ডুয়ার্স সেকশনে সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশনে ট্রেন পরিচালিত করা হবে, তাই বণ্যপ্রাণী ও সবুজ গাছপালায় পরিবেষ্টিত এই সেকশনে দূষণ হ্রাস করবে। ভিস্টাডোম এক্সপ্রেস সহ যাত্রীবাহী ট্রেনগুলি এই সেকশন দিয়ে সময়ানুবর্তিতা রজায় রেখে পূর্ণ গতিতে অতিক্রম করবে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেল বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ তীব্র গতিতে চলছে। বৈদ্যুতিকীকরণের ফলে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের মধ্যে ট্রেনের গতিশীলতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হবে। অতিরিক্তভাবে ফসিল ফুয়েল থেকে বৈদ্যুতিকীকরণে রূপান্তরিত হওয়ার জন্য দূষণ হ্রাস পাওয়ার পাশাপাশি এই অঞ্চলে রেলওয়ে সিস্টেমের দক্ষতার উন্নতি ঘটবে। উত্তর পূর্বাঞ্চল থেকে অন্যান্য রাজ্যে যাতায়াত করা ট্রেনগুলির সুগম চলাচল ও সময়ের সাশ্রয় করার ক্ষেত্রে এই বৈদ্যুতিকরীকরণ উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে।

XAT ২০২৪ পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন শুরু

কলকতা, ১০ আগস্ট ঃ প্রতি বছরের মতো এবারেও, Xavier Aptitude Test অর্থাৎ ভারতের অন্যতম মর্যাদাসম্পন্ন জাতীয়-স্তরের এম.বি.এ. (MBA) প্রবেশিকা পরীক্ষা প্ল্যাটফর্ম, XAT ২০২৪ পরীক্ষার জন্য রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া শুরু করার কথা ঘোষণা করেছে। আসন্ন পরীক্ষার জন্য আগ্রহী পরীক্ষার্থীরা অনলাইনে www.xatonline.in লিঙ্কে ক্লিক করে তাঁদের নাম নথিভুক্ত করতে পারবেন। আগামী ২০২৪ সালের ৭ জানুয়ারি, রবিবার XAT ২০২৪ পরীক্ষার সময়সূচী নির্ধারণ করা হয়েছে। সারা দেশের মধ্যে ১৬০ টিরও বেশি ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠান এই প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রাপ্ত স্কোরকে স্বীকৃতি দেন, যার ফলে প্রথিতযশা প্রতিষ্ঠানে ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত শিক্ষা নেওয়ার উদ্দেশ্যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরাই এই স্কোর অর্জন করাকে তাঁদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হিসাবেই দেখে থাকেন। XAT-এর প্রবেশিকা সংক্রান্ত বিষয়ের কনভেনার, ডঃ রাহুল শুক্লা বলেন, XAT অন্যান্য পরীক্ষার মতো শুধুই একটি পরীক্ষা নয় এটি এমনই একটি স্মার্ট পরীক্ষা যাতে নিবিড় প্রস্তুতির মাধ্যমে অতি সহজেই সফল হওয়া সম্ভব। তিনি আরও বলেন, আমরা বিশ্বাস করি যে পরীক্ষার্থীদের যদি প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও বিষয়গত জ্ঞানের মাধ্যমে সক্ষম করে তোলা যায়, তাহলে তাঁরা ভবিষ্যতের ম্যানেজমেন্ট পেশাতে অনেক উন্নতি করতে পারবেন। ১৬০ টিরও বেশি XAMI ও XAT অ্যাসোসিয়েট কলেজ XAT স্কোরকে স্বীকৃতি দেয় যার ফলে পরীক্ষার্থীদের জন্য আরও বিভিন্ন ধরনের সুযোগের দ্বার উন্মুক্ত হয়। অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আগ্রহী প্রার্থীরা XAT ২০২৪-এর রেজিস্টার করতে পারবেন। XAT ২০২৪-এর জন্য রেজিস্ট্রেশন ফি ₹২১০০ ধার্য করা হয়েছে। যদিও যেসব পরীক্ষার্থী XLRI প্রোগ্রামের জন্য আবেদন করতে চান, তাঁদের প্রত্যেককে অতিরিক্ত ₹২০০ ফি হিসাবে প্রদান করতে হবে। একেবারে শেষ মুহূর্তে রেজিস্ট্রেশন করতে গেলে কিছু অসুবিধা হতে পারে তাই পরীক্ষার্থীদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব রেজিস্ট্রেশন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করে নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

'মুখ্যমন্ত্রী সহযোগিতা করছেন, তাই তাঁকে সরানোর কোনও প্রশ্নই নেই' মণিপুর নিয়ে নিশ্চিন্ত অমিত শাহ?

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট ঃ 'মুখ্যমন্ত্রী সহযোগিতা করছেন, তাই তাঁকে সরানোর কোনও প্রশ্নই নেই' মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংকে নিয়ে সংসদে মন্তব্য অমিত শাহের। পাশাপাশি 'মণিপুরে প্রধানমন্ত্রীর যাওয়ার কোনও দরকার নেই' বলেও মত অমিত শাহের! স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর যে দু'টি কথা নিয়েই তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। সরকারের বিরুদ্ধে বিরোধীদের আনা অনাস্থা প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে আজ, বুধবার সংসদে আলোচনা ছিল। মণিপুরে নজিরবিহীন হিংসার প্রেক্ষিতে মোদী সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব এনেছে বিরোধী দলগুলির জোট 'ইন্ডিয়া'। গতকাল, মঙ্গলবার থেকেই সেই অনাস্থা প্রস্তাবের উপর বিতর্ক শুরু হয়েছে। আজ বুধবারও চলছে সেই বিতর্ক। দিনের শুরুতেই বক্তব্য রাখেন রাহুল গান্ধী। সাংসদপদ ফিরে পাওয়ার দুই দিন পরেই, আজ বুধবার লোকসভায় বক্তব্য রাখলেন রাহুল গান্ধী। মোদী সরকারকে তাঁর তীব্র আক্রমণের জবাব দেন স্মৃতি ইরানি। এর পরে, সংসদ অধিবেশনের পরবর্তী পর্যায়ে বলতে ওঠেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। প্রথম থেকেই তিনি সরাসরি মণিপুর-প্রসঙ্গে ঢোকেন না। তিনি জানান, জনতার মধ্যে ভ্রান্তি তৈরির জন্যই বিরোধীরা এই অনাস্থা প্রস্তাব আনতে চাইছে। তাঁর বক্তব্য-- সরকারের বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগই আনতে পারেননি বিরোধীরা! পরিসংখ্যান দেখলে বোঝা যাবে এই সরকারের সঙ্গে আগের সরকারের কত তফাৎ! কৃষকদের ঋণমুক্ত করা থেকে শুরু করে গরিবদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়া, তাঁদের স্বাস্থ্যের প্রতি খেয়াল রাখার মতো কাজও করে এই সরকার। আগের সরকার কিছু করেনি। এই সরকার সরাসরি জনতার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে টাকাও পাঠিয়েছে। অমিত শাহ বলেন, গত ৯ বছরে মোদী ৫০ বার উত্তর-পূর্ব ভারতে গিয়েছেন, আর বিরোধীরা মণিপুর নিয়ে জবাব চাইছেন? এঁরা উত্তর-পূর্ব ভারতের জন্য কী করেছেন? মণিপুরের হিংসা লজ্জার, কিন্তু মণিপুর নিয়ে রাজনীতি আরও লজ্জার। তিনি বলেন, এই অনাস্থা প্রস্তাব ব্যর্থ হবে, মোদী সরকার আবার ক্ষমতায় আসবে, কারণ মোদী সরকারের উপর আপনাদের আস্থা না থাকতে পারে, কিন্তু জনতার আস্থা আছে! প্রসঙ্গক্রমে মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহ প্রসঙ্গে অমিত শাহ বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তখনই বদলানো হয়, যখন তিনি সহযোগিতা করেন না!

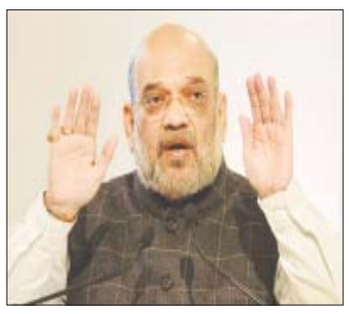

করোনায় আক্রান্ত ৩৯, মৃত্যু ২ জনের

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্ট ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা কমল, বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৯ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ১,৫০৫ জনে পৌঁছেছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ২ জনের, মৃত্যুর সংখ্যা এই মুহূর্তে ৫,৩১,৯২০। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৬২,৭২৬ জন করোনা- রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৯ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ৩৭,৬৩৯ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ৪০৩ জন, মোট টিকা প্রাপকের সংখ্যা ২২০,৬৭,৫৬,৭২৯।

উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় ভারত সবসময় বাংলাদেশের পাশে থাকতে চায় ঃ ভারতীয় হাইকমিশনার

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা, ১০ আগস্ট ঃ ঢাকায় নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা বলেছেন, উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় ভারত সবসময় বাংলাদেশের পাশে থাকতে চায়। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ ও ভারত বন্ধু প্রতিম রাষ্ট্র। ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিকভাবে দু'রাষ্ট্রের সাথে আত্মার সম্পর্ক রয়েছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সেনারা প্রাণ দিয়েছে। তখন থেকে ভারত ও বাংলাদেশের রক্তের সম্পর্ক ও বন্ধন সৃষ্টি হয়েছে। তাই উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় ভারত সবসময় বাংলাদেশের পাশে থাকতে চায়।' হাইকমিশনার আজ বৃহস্পতিবার গোপালগঞ্জের কাশিয়ানীর শ্রীধাম ওড়াকান্দিতে মতুয়া মহাসংঘের প্রতিনিধি সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মতুয়া মাতা সীমা দেবী ঠাকুরের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সাগর সাধু ঠাকুরের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত এ প্রতিনিধি সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের কার্যকরী সভাপতি কাশিয়ানী উপজেলা চেয়ারম্যান সুব্রত ঠাকুর। এসময় মতুয়াচার্য অমিতাভ ঠাকুর ও মতুয়া মহাসংঘের সভাপতি দেবব্রত ঠাকুর উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা শ্রীধাম ওড়াকান্দি এসে পৌঁছালে মতুয়া মহাসংঘের পক্ষ থেকে তাকে উষ্ণ অভিনন্দন জানানো হয়। এরপর তিনি হরিচাঁদ মনিন্দর ও গুরুচাঁদ মন্দির পরিদর্শন করেন। তিনি হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ মন্দিরে প্রণাম শেষে যোগ দেন মতুয়া প্রতিনিধি সভায়। এরপর তিনি ওড়াকান্দি ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। পরে তিনি গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধি সৌধের উদ্দেশ্যে ওড়াকান্দি ত্যাগ করেন। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ২৭ মার্চ ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী গোপালগঞ্জের কাশিয়ানী উপজেলার শ্রীধাম ওড়াকান্দি সফর করেন। তখন তিনি হরিচাঁদ মন্দিরে পূজা দেন। মতুয়া প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়ে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। পরে ঠাকুর পরিবারের সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করেন।

কুল্লুতে ৫০০ ফুট গভীর খাদে পড়ল জীপ, চালকের মৃত্যু

কুল্লু, ১০ আগস্ট ঃ হিমাচল প্রদেশের কুল্লু জেলার উঝি উপত্যকায় একটি জীপ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। বুধবার রাতে এই দুর্ঘটনায় জীপে আরোহী যুবক খাদে পড়ে মারা যান। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে যুবকের দেহ উদ্ধার করে। পুলিশ জানিয়েছে, জীপটির চালক সড়কে বাঁক নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তা থেকে প্রায় ৫০০ ফুট নিচে পড়ে যায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় চালককে উদ্ধার করে, ততক্ষণে তার মৃত্যু হয়। কুল্লুর পুলিশ সুপার সাক্ষী ভার্মা জানিয়েছেন, মৃত যুবকের নাম সুন্দর সিং (২২)।

বিদেশি মদ-সিগারেট বাজেয়াপ্ত

আইজল, ১০

বাঁকুড়ায় টসে পঞ্চায়েত বোর্ড দখল নিল তৃণমূল

অনিরুদ্ধ সরকার, বাঁকুড়া, ১০ আগস্টঃ থামল না রাজনৈতিক উত্তাপ। পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের দিনেও রক্ত ঝরল বাঁকুড়ায়। বাঁকুড়া ২ ব্লকের পুরন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে কার দখলে থাকবে তা নিয়ে বিজেপি তৃণমূল দু'পক্ষই ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। বেশ কয়েক জন বিজেপি কর্মীকে তৃণমূলের লোকজন পাইপ, রড, লাঠি দিয়ে মারধর করে বলে অভিযোগ। এই অবস্থায় বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশের তরফে আহত বিজেপি কর্মীদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, সদ্য সমাপ্ত পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৭ আসন বিশিষ্ট পুরন্দরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল ৭, বিজেপি ৮, সিপিএম দু'টি আসনে জয়লাভ করে। বৃহস্পতিবার বোর্ড গঠনের দিন সিপিএম সদস্যরা ভোটাভুটিতে অংশ নেননি। আহত বিজেপি কর্মী রঞ্জিত চৌধুরী দাবি করে বলেন, বোর্ড গঠনে বাধা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই তৃণমূলের লোকেরা রড লাঠি নিয়ে আক্রমণ করে। আজ বোর্ড গঠনের উদ্দেশ্যে আমরা পঞ্চায়েত অফিসে যাচ্ছিলাম। সেখানেই তৃণমূল কর্মীরা আমাদের বাধা দেয়। আমরা প্রতিবাদ করলে আমাদের উপর রড লাঠি নিয়ে চড়াও হয়, বেধড়ক মারধর করে। তারপর আমাদের ওখানে ফেলে রেখে চলে যায়। শেষ পর্যন্ত পুলিশ এসে আমাদের উদ্ধার করে ও চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। বিজেপির বাঁকুড়া সাংগঠনিক জেলা সভাপতি সুনীল রুদ্র মণ্ডল বলেন, ভোট শুরুর সময় থেকেই তৃণমূল বাধা দেওয়ার চেষ্টা করছিল। ওই দলের আক্রমণে আমাদের ১০ জন কর্মী আহত হয়েছেন, এদের মধ্যে পাঁচ জনের অবস্থা গুরুতর। ভোটাভুটির সময় তৃণমূলের লোকেরা অসাংবিধানিকভাবে বাধা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল বলে তিনি দাবি করেন। আরেক আহত বিজেপি কর্মী বলেন, ভোট শুরুর আগে থেকেই এখানে ঝামেলার সৃষ্টি করছে তৃণমূল। কিন্তু আমরা ওদের ষড়যন্ত্র রুখে দিয়েছিলাম। আর ভোটেও জিতেছি। সেই কারণেই আমাদের উপর আক্রোশ দেখিয়ে হামলা চালিয়েছে। বাঁকুড়া-২ ব্লক তৃণমূল সভাপতি বিধান সিংহ বিজেপির দাবি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরাই নিজেদের মধ্যে ঝামেলার সৃষ্টি করে। এমনকি ওই দলের লোকেরাই পঞ্চায়েতের বোর্ড গঠনের জন্য ভোটাভুটির সময় কাগজপত্র ছিঁড়ে দেয় বলে দাবি করেন। তিনি আরও বলেন, নিজেদের মধ্যে ঝামেলা করছে ওরা। আর সেই কারণে বোর্ড গঠন করতে পারছে না। তাই এসব নাটক করে তৃণমূলের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছে। এদিকে টসে জিতে ছাতনার তেঘরি পঞ্চায়েত দখল করলো বিজেপি। আজ বোর্ড গঠন হয়। ১৬ সদস্যের তেঘরি পঞ্চায়েতে বিজেপি ও তৃণমূল উভয়েই ৮টি করে আসন দখল করে। ফলে টাই হয়ে যায়। আজ সকালে টসের মাধ্যমে জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়। টসে জিতে বিজেপি বোর্ড গঠন করে। প্রধান নির্বাচিত হন ঝুমা মন্ডল ও উপপ্রধান হন স্বপন মন্ডল। অন্যদিকে বিজেপির টিকিটে জয়ী হলেও পঞ্চায়েত গঠনের ঠিক আগে দু'জন যোগ দিলেন ঘাসফুল শিবিরে। দুপুরে সেই যোগদান পর্বের পরেই বোর্ড গঠনে অংশ নিয়ে প্রধান ও উপপ্রধানের পদ পেলেন দলবদলু দুই পঞ্চায়েত সদস্য। ঘটনা বাঁকুড়ার খাতড়া ব্লকের দহলা গ্রাম পঞ্চায়েতের। বোর্ড গঠনের ঠিক আগে বুধবার দুপুরে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপির টিকিটে জেতা অসিতকুমার মাহাতো ও নিবেদিতা মন্ডল নামের দুই পঞ্চায়েত সদস্য তৃনমূলে যোগ দেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের খাদ্য সরবরাহ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডির হাত ধরে। পঞ্চায়েতের ১৮ আসনের ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ৬ টিতে তৃনমূল, বিজেপি ও সিপিএম উভয় দলই ৫ টি করে ও ২ টি আসন জেতে কুড়মি সমর্থিত নির্দল। স্বাভাবিক ভাবে ওই গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূলের পক্ষে থাকা সদস্যের সংখ্যা দাঁড়ায় ৮ জন। কুড়মি সমর্থিত নির্দলরা বোর্ড গঠনে অংশ না নেওয়ায় বিরোধীদলগুলির হাতেও থাকে ৮টি আসন। এরপর পঞ্চায়েতে বোর্ড গঠনের জট কাটাতে লটারি করা হয়। লটারিতে প্রধান হিসাবে জয়ী হন বিজেপি ছেড়ে সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া অসিতকুমার মাহাতো। অন্যদিকে সংরক্ষিত পদে উপপ্রধানের পদ পান আরেক দলবদলু নিবেদিতা মন্ডল। দুপুরে দলবদলে সন্ধ্যায় প্রধান উপপ্রধানের পদ মেলায় স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক জলঘোলা শুরু হয়েছে দহলা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। বিজেপি বাঁকুড়া জেলা সাংগঠনিক সভাপতি সুনীলরুদ্র মন্ডল জানান, তৃণমূল নির্বাচনের শুরু থেকেই প্রশাসন এবং নিজেদের গুন্ডাবাহিনী কাজে লাগিয়ে নিজেদের ক্ষমতা ধরে রাখার চেষ্টা করে গেছে। আজও আমাদের ১০ কর্মী বাঁকুড়া সম্মেলনী মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছে।

স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট নিয়োগ

হাওড়া ডিভিসনে এসজি-৩ শ্রেণীর ৩টি স্টেশন, এনএসজি-৫ শ্রেণীর ১টি স্টেশন এবং এনএসজি-৬ শ্রেণীর ২১টি স্টেশনে এসটিবিএ-এর চুক্তি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : কম/ডেভ/এসটিবিএ/২৩এসটিএনএস/এইচডব্লুএইচ/২০২৩, তারিখ : ১১.০৮.২৩

হাওড়া ডিভিসনের ২৫টি স্টেশনে কমিশন ভিত্তিতে কম্পিউটারচালিত অসংরক্ষিত টিকেটিং প্রণালীর মাধ্যমে অসংরক্ষিত টিকিট ইস্যু করার জন্য এসটিবিএ নিয়োগের উদ্দেশ্যে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **টেন্ডার নথিপত্র পাওয়া যাবে :** বুকিং সুপারভাইজার (জি)/দ্বারা ইস্যু করা টেন্ডার নথিপত্রের নির্ধারিত মূল্য (অফেরতযোগ্য) জমা করার মূল নগদ রসিদ দাখিল করে সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, যাত্রী নিবাস ভবন, ৪র্থ তল, হাওড়া-৭১১১০১ কার্যালয়ে ১১.০৮.২০২৩ থেকে ০৮.০৯.২০২৩ তারিখ পর্যন্ত যে কোনও কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে মধ্যে টেন্ডার নথিপত্র পাওয়া যাবে। টেন্ডার নথিপত্র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in** থেকেও ডাউনলোড করা যাবে। অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে ডাউনলোড করা টেন্ডার নথিপত্রের সাথে টেন্ডার নথির নির্ধারিত মূল্য (অফেরতযোগ্য) হিসেবে এফএ অ্যান্ড সিএও, পূর্ব রেলওয়ে কলকাতার অনুকূলে একটি ডিমান্ড ড্রাফট সংযুক্ত করে জমা করতে হবে। **টেন্ডার নথিপত্র জমা :** ২১.০৮.২০২৩ থেকে ১১.০৯.২০২৩ তারিখ (সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা) শুধুমাত্র কাজের দিনে। **টেন্ডার খোলা :** ১২.০৯.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২টায় সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়ার কার্যালয়ে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা, প্রদেয় কমিশন এবং টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ অফিসিয়াল ওয়েবসাইট **www.er.indianrailways.gov.in**-তে এবং সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়ার কার্যালয়ের নোটিস বোর্ডে দেখা যাবে।

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

NIT, Govt. of West Bengal.

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division, Main Block, Ground Floor, Writers' Buildings, Kolkata-700001 from the eligible contractors for the following works. 1.Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Service during the programmes to be attended by VVIP i.c.w. All Bengal Imam Conference and Coordination Meeting with the Organizers of Community Durga Puja on 21.08.2023 and 22.08.2023 consecutively at Netaji indoor Stadium. (Primary Internet feed) **[Job No: KIT/RW/077 of 23-24]" e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-105/T/23-24. Tender ID: 2023_WBPWD_556403_1** Bid Submission Closing : **16.08.2023 up to 03.00 PM.** 2. Name of Work: "Provision for Temporary High Speed Internet Service during the programmes to be attended by VVIP i.c.w. All Bengal Imam Conference and Coordination Meeting with the Organizers of Community Durga Puja on 21.08.2023 and 22.08.2023 consecutively at Netaji indoor Stadium. (Secondary Internet feed) **[Job No: KIT/RW/078 of 23-24]". e-TENDER No. WBPWD/EEKIT/E-NIT-106/T/23-24. Tender ID: 2023_WBPWD_556405_1**. Bid Submission Closing : 16.08.2023 up to 03.00 PM Corrigendum or Addendum if issued will be published only on website.

Sd/-Executive Engineer, PWD, Kolkata IT Division

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
At-Kotshila, PO-Jiudaru, PS-Kotshila, Dist.-Purulia, 723213
Memo. No. 1904/BDO/JLD-II, Dated: 09/08/2023

Notice

Block Development Officer, Jhalda-II Development Block invites E-tender as follows: **NIeT No.-2(e)/BDO/JLD-II/2023-24 dt 09.08.2023**, for supply of goods **(Tender ID 2023_DM_555997_1 & 2023_DM_555997_2)** within the jurisdiction of Jhalda-II Development Block. Last Date of tender submission is **23.08.2023 up to 06-00 pm** respectively. Details may be obtained from website: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Jhalda-II Development Block

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality invites 2 nos e-tenders (2nd Call) for "Sinking of deep tube wells at ward No. 12 & 18". Estimated cost – Rs.12,20,988.69 / each. **Tender Id - 2023_MAD_556169_1 & 2023_MAD_556212_1.** eTender submission end date -26/08/23. Details information will be available from the website – **(i) http://wbtenders.gov.in, (ii) www.coochbeharmunicipality.com**

Sd/-Chairman,
Cooch Behar Municipality

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড

(পূর্বে পরিচিত বিএনকে ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড)
CIN: L34202WB1986PLC040542
রেজি. অফিস ঃ ডানকান হাউস, ৩১, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং.ঃ (০৩৩) ৬৬২৫ ১০০০০ / ১৫০০, টেলি ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৩০৬৮৪৪,
ই-মেল ঃ secretarial.qcml@rpsg.in, ওয়েবসাইটঃ www.qcml.in

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল
ত্রৈমাসিক শেষে ৩০.০৬.২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং.	বিবরণী	ত্রৈমাসিক শেষে			বছর শেষে
		৩০ জুন ২০২৩ অনিরীক্ষিত	৩১ মার্চ ২০২২ নিরীক্ষিত	৩০ জুন ২০২২ অনিরীক্ষিত	৩১ মার্চ, ২০২৩ নিরীক্ষিত
১	মোট আয়	১৪১.৮৩	২,০৯৮.৯০	১৫২.৯০	৩,২১৩.৮১
২	মোট লাভ/ (ক্ষতি) করের পূর্বে	১৩২.২২	২,০৬৩.০৭	১৫.৮৭	২,৩৭৬.৭২
৩	মোট লাভ/ (ক্ষতি) সাধারণ কারবারে করের পর	৯৮.৭৬	১,৬৫১.৩৪	১৪.৭৪	১,৮৮৬.২৮
৪	মোট ব্যাপক আয়/ (ক্ষতি) মোট করের	১২,০৬৬.১৫	-৭৪৪৭.৮৩	-১১,৮৮৯.২৯	-১৪,০৬৪.৭৬
৫	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০	১,০০০.০০
৬	সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া ব্যালেন্স শিট অনুসারে পূর্বেকার বছরের)	-	-	-	৬৬,৩৬৭.২৯
৭	শেয়ার প্রতি আয় (চলতি ও অচলতি আয় থেকে) (১০ টাকা প্রতি)				
	১. মূল	০.৯৯	১৬.৫১	০.১৫	১৮.৮৬
	২. মিশ্র	০.৯৯	১৬.৫১	০.১৫	১৮.৮৬

দ্রষ্টব্য ঃ
১. উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল পর্যালোচিত হয়েছে অডিট কমিটি দ্বারা এবং অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভায় ১০ আগস্ট, ২০২৩।
২. কোম্পানির আর্থিক ফলাফল প্রস্তুত হয়েছে অনুসারী হিসাবে ভারতীয় গননা গুনমান (আইএনডি এএস) অধীন নির্দিষ্ট ধারা ১৩৩ কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পড়তে হবে অনুসারী ধারা কোম্পানি (ভারতীয় গননা গুনমান) ধারা, ২০১৫ সংশোধনী কোম্পানি (ভারতীয় গননা গুনমান) (সংশোধনী) ধারা, ২০১৬।
৩. চলতি পূর্বেকার মেয়াদের রাশি পুনসজ্জিত / পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে প্রয়োজন অনুসারে নিশ্চিত করতে চলতি মেয়াদের সাথে।

কোয়েস্ট ক্যাপিটাল মার্কেটস লিমিটেড-র পক্ষে
স্থান ঃ কলকাতা — **স্বা/- সুনীল ভাণ্ডারি**
তারিখ ঃ ১০.০৮.২০২৩ — **বোর্ডের চেয়ারম্যান**

টি. স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড

CIN: L63040WB1986PLC040796
রেজি. অফিস ঃ ৪, নেতাজি সুভাষ রোড, ১ম ফ্লোর, কলকাতা-৭০০০০১
ই-মেল ঃ complianceofficer@tspiritualworld.com
ওয়েবসাইট ঃ www.tspiritualworld.com

পাবলিক নোটিস-৩৭ তম বার্ষিক সাধারন সভা

এতদ্বারা সূচিত করা যায় যে ৩৭তম বার্ষিক সাধারন সভা (এজিএম) কোম্পানি সদস্যদের অনুষ্ঠিত হবে মঙ্গলবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ বেলা ০৪.০০ ঘটিকায় ভিডিও কনফারেন্সিং (''ভিসি'') / অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যমে (ওএভিএম) বানিজ্যিক আলোচনায় যা উল্লেখ রয়েছে এজিএম নোটিসে, অনুসারী হিসাবে প্রযোজ্য বন্দোবস্ত কোম্পানি আইন, ২০১৩ সঙ্গে পঠিত সাধারণ সার্কুলার নং. ১৪ / ২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং. ১৭ / ২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং. ২০ / ২০২০ তারিখ ৫ মে, ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং. ০২ / ২০২১ তারিখ ১৩ জানুয়ারি, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং. ২১ / ২০২১ তারিখ ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১, সাধারণ সার্কুলার নং. ০২ / ২০২২ তারিখ ৫ মে, ২০২২ এবং সাধারণ সার্কুলার নং. ১০ / ২০২২ তারিখ ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ জারি করেছে বানিজ্য বিষয়ক মন্ত্রক এবং সার্কুলার নং. সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ সিএমডি২/ সিআইআর/ পি/ ২০২১/ ১১ তারিখ ১৫ জানুয়ারি, ২০২১ এবং সার্কুলার নং. সেবি/ এইচও/ ডিডিএইচএস / পি/ সিআইআর/ ২০২২/ ০০৬৩ তারিখ ১৩ মে, ২০২২, সার্কুলার নং. সেবি/ এইচও/ সিএফডি/ পিওডি-২/ পি/ সিআইআর/ ২০২৩/ ০০১ তারিখ ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ এবং সার্কুলার নং. সেবি/ এইচও/ ডিডিএইচএস-আরএসপিওডি১/ পি/ সিআইআর/ ২০২৩/ ০০১ তারিখ ৫ জানুয়ারি, ২০২৩ যৌথভাবে জারি করেছে সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, আলোচ্য বানিজ্যিক সূচি প্রদান করা রয়েছে ৩৭তম এজিএম নোটিসে।

অনুসারী হিসাবে উল্লেখিত এমসিএ সার্কুলার এবং সেবি সার্কুলার, ৩৭তম এজিএম নোটিসের ইলেকট্রনিক কপি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন আ.ব. ২০২২-২০২৩ পাঠানো হবে সেই সকল সদস্যদের যাদের ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার্ড রয়েছে কোম্পানি / ডিপোসিটারি পার্টিসিপেন্টে। সদস্যরা যোগদান করতে এবং অংশ নিতে পারেন এজিএমে ভিসি / ওএভিএম মাধ্যমে কেবলমাত্র। এজিএমে যোগদান করার নির্দেশাবলী এবং রিমোট ই-ভোটিংয়ে অংশ নেওয়ার পদ্ধতি বা ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোটদান করার পদ্ধতি, এজিএম চলাকালীন প্রদান করা রয়েছে ৩৭তম এজিএম নোটিসে।

যদি ইতিমধ্যে আপনার ইমেল আইডি রেজিস্টার্ড না থাকে কোম্পানি / ডিপোজিটারিতে, দয়াকরে নিম্নে উল্লেখিত পদ্ধতিগুলি পালন করবেন আপনার ইমেল আইডি রেজিস্টার্ড করাতে বার্ষিক প্রতিবেদন আ.ব. ২০২২-২০২৩ এবং ই-ভোটিংয়ের লগইন তথ্যাবলী পাওয়ার জন্য।

ফিজিক্যাল	একটি অনুরোধ পাঠান কোম্পানির রেজিস্টার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টকে বিগশেয়ার সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেড investor@bigshareonline.com প্রদান করে ফোলিও নাম্বার, শেয়ারহোল্ডারের নাম, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি (সামনে এবং পেছনে), প্যান (প্যান কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত স্ক্যান কপি), আধার (আধার কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত স্ক্যান কপি) ইমেল ঠিকানা রেজিস্টার করাতে। **দয়াকরে আপডেট করান মঙ্গলবার, ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের পূর্বে।**
ডিম্যাট হোল্ডিং	দয়াকরে যোগাযোগ করুন নিজের ডিপোজিটারি পার্টিসিপেন্টে (ডিপি) এবং রেজিস্টার করান নিজের ইমেল ঠিকানা ডিপি দ্বারা পরামর্শ মোতাবেক। **দয়াকরে আপডেট করান মঙ্গলবার, ০৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ তারিখের পূর্বে।**

এজিএম নোটিস এবং বার্ষিক প্রতিবেদন আ.ব. ২০২২-২৩ পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.tspiritualworld.com এবং এজিএম নোটিস আরও পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ ওয়েবসাইটে যেখানে কোম্পানির সিকিউরিটিজ তালিকাভুক্ত www.cse-india.com এবং www.bseindia.com। সভায় সদস্যদের যোগদান ভিসি / ওএভিএম মাধ্যমে বিবেচিত হবে কোরাম হিসাবে অধীন সেকশান ১০৩ কোম্পানি আইন, ২০১৩।

টি. স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড লিমিটেড
নেত্র বাহাদুর রনভাট
স্থান ঃ কলকাতা — **সর্বক্ষণের পরিচালক**
তারিখ ঃ ১০.০৮.২০২৩ — DIN: 06716666

দ্যা রামেশ্বরা জুট মিলস লিমিটেড

CIN NO : L17119WB1935PLC046111
রেজি অফিস ঃ ৯/১, আর.এন. মুখার্জি রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন নং. ০৩৩-২২৬২-৪৪১৩ (বর্ধিত নং. ৮৬০)
ই-মেল ঃ rjm.ho@rjm.co.in ওয়েবসাইট ঃ www.rameshwarajute.com

সংক্ষিপ্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক শেষে ৩০.০৬.২০২৩
যা অনুমোদিত হয়েছে বোর্ড অফ ডিরেক্টরদের সভায় ১০.০৮.২০২৩

(লক্ষ টাকায়)

ক্রম নং.	বিবরণী	তিন মাস শেষে ৩১.০৬.২০২৩	পূর্বেকার তিন মাস সমাপ্তে ৩১.০৩.২০২৩	চলতি তিন মাস সমাপ্তে পূর্ব বছরে ৩০.০৬.২০২২	বছর থেকে তারিখ রাশি পূর্ব বছর শেষে ৩১.০৩.২০২৩
		(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(অনিরীক্ষিত)	(নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কারবার থেকে (নিট)	২.৮৫	১২.২২	৫.১৯	৩৩.৫৮
২	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পূর্বে, ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেমে)	(৫০.৭৪)	(১৮.৭৮)	(৫৭.২৮)	(২৩৪.৯৮)
৩	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পূর্বে (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(৫০.৭৪)	(১৮.৭৮)	(৫৭.২৮)	(২৩৪.৯৮)
৪	মোট লাভ/ (ক্ষতি) মেয়াদে করের পর (ব্যতিক্রমী এবং/ অথবা অসাধারণ আইটেম পর)	(৫০.৭৪)	৩১.৭৭	(৫৭.২৮)	(১৮৪.৪৩)
৫	মোট ব্যাপক আয় মেয়াদে (সংযুক্ত লাভ এবং (ক্ষতি) মেয়াদে (করের পর) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পর)	৬৮.৯০	৬৪৪.৯৪	(১৮৮.৭৫)	৩৯৮.৪১
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	২৬.২১	২৬.২১	২৬.২১	২৬.২১
৭	সংরক্ষিত (রেভলিউশান রিজার্ভ ছাড়া) যা দেখানো হয়েছে পূর্বেকার বছরের অডিট ব্যালেন্স শিটে	-	-	-	৮,১৬০.৯৬
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০ টাকা প্রতি) বার্ষিকীকৃত নহে				
	১. মূল	(১৯.০৭)	১১.৯৪	(২১.৫৩)	(৬৯.৩৩)
	২. মিশ্র	(১৯.০৭)	১১.৯৪	(২১.৫৩)	(৬৯.৩৩)

দ্রষ্টব্য ঃ
ক) উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত ফলাফল বিস্তারিত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ন করা হয়েছে স্টক এক্সচেঞ্জে অধীন ধারা ৩৩ সেবি (লিস্টিং অব্লিগেশান অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) ধারা, ২০১৫। বিস্তারিত আর্থিক ফলাফল ত্রৈমাসিক শেষে পাওয়া যাবে ক্যালকাটা স্টক এক্সচেঞ্জে www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে-http//rameshwarajute.com/quartely_result.php।
খ) এখানে কোন ব্যতিক্রমী বা অসাধারণ আইটেম সংযুক্ত করা হয়নি উল্লেখিত বিবরণীতে অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের ত্রৈমাসিক শেষে ৩০.০৬.২০২৩ অনুসারী হিসাবে কোম্পানি (ভারতীয় গননা গুনমান) ধারা, ২০১৫।

রামেশ্বরা জুট মিলস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা /- চেয়ারম্যান
স্থান ঃ কলকাতা — **DIN-00869222**
তারিখ ঃ ১০.০৮.২০২৩

ntc industries limited

CIN : L70109WB1991PLC053562
Regd. Office: 149, B.T. Road, Kamarhati, Kolkata - 700058
Email ID: info@ntcind.com; website: www.ntcind.com; Mob No: +91 75950 46813

EXTRACT OF STATEMENT OF UN-AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2023

(Rs. In Lakhs)

Particulars	STANDALONE				CONSOLIDATED			
	Quarter Ended			Year Ended	Quarter Ended			Year Ended
	30.06.23	31.03.23	30.06.22	31.03.23	30.06.23	31.03.23	30.06.22	31.03.23
	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
Total income from operations (net)	1232.10	779.98	1239.89	4589.13	1478.87	1026.49	1458.36	5523.36
Net Profit/loss for the period (before Tax, Exceptional and /or Extra-ordinary items)	263.37	(96.46)	167.08	246.28	412.74	74.80	319.73	878.96
Net Profit/loss for the period (before Tax, after Exceptional and/or Extra-ordinary items)	263.37	(96.46)	167.08	246.28	412.74	74.80	319.73	878.96
Net Profit/loss for the period (after Tax, after Exceptional and/or Extra-ordinary items)	198.25	(120.60)	140.92	164.76	347.62	(114.35)	293.57	632.45
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive income (after tax)	450.13	(216.33)	73.51	158.50	599.50	(210.07)	226.16	626.19
Equity Share Capital	1194.40	1194.40	1194.40	1194.40	1194.40	1194.40	1194.40	1194.40
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	4876.73	-	-	-	7869.25
Earnings Per Equity Share (par value of Rs. 10 each)								
Basic:	1.66	(1.01)	1.18	1.38	2.91	(0.96)	2.46	5.30
Diluted:	1.66	(1.01)	1.18	1.38	2.91	(0.96)	2.46	5.30

Note:
The above is an extract of the detailed format of the Un-Audited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The said results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meeting held on 10th August, 2023. The full format of the quarter ended Financial Results are available on the website of the Stock Exchange where the shares of the Company are listed (www.bseindia.com/www.cse-india.com) and on the Company's website i.e., www.ntcind.com.

For and on behalf of the Board
sd/-
Priyawart Jariwala
Managing Director
DIN: 09148113

Place: Kolkata
Date : 11.08.2023

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং. এনডিএসটিই-এলএইচএস-বিডিসি-২০২৩-২৪, তারিখঃ ০৮.০৮.২০২৩। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য টেন্ডার নং. এসডিএসটিই-এলএইচএস-বিডিসি-২০২৩-২৪-এর পরিপ্রেক্ষিতে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নামঃ** শিডিউল-এ হাওড়া ডিভিসনে বিডিসি-কেন্দ্রুএই শাখায় কেন্দ্রুইউ-ডিএমএলই স্টেশনের মধ্যে কিমি ১৪/৫-৭-এ এসসি গেট নং. ৪/১-এর অনুষঙ্গে এলএইচএস নির্মাণের কাজ। শিডিউল-সিঃ হাওড়া ডিভিসনে বিডিসি-কেন্দ্রুএই শাখায় বিজিএই-এসও-এই স্টেশনের মধ্যে কিমি ৩৩/২১-২২-এ এসসি গেট নং. ৭/২-এর অনুষঙ্গে এলএইচএস নির্মাণের কাজ। শিডিউল-সিঃ হাওড়া ডিভিসনে বিডিসি-কেন্দ্রুএই শাখায় এসও-এমই-এনজিআইএম-এর মধ্যে কিমি ৫২/৩৩-৩৫-এ লেভেল ক্রসিং নং. ১২/১/ই-এর অনুষঙ্গে এলএইচএস নির্মাণের কাজ। **দরপ্রস্তাব পদ্ধতিঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ** ₹ ১,৮২,৪৫,৮৯৮.৬০; **বায়না অর্থঃ** ₹ ২,৪১,২০০.০০; **টেন্ডার নথির মূল্যঃ** ০.০০। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখঃ** ১৫.০৮.২০২৩। **প্রস্তাবের বৈধতাঃ** ১২০ দিন। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ১৮ মাস। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ** ২৯.০৮.২০২৩ তারিখ বিকেল ৩টে। যে ওয়েবসাইটে বিশদ পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in** দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রস্তুত/ সংশোধিত প্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতে হাতে প্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হলেও প্রাহ্য হবে না। HWH-208/2023-24

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

নিউ ওয়াগ্যাটিতে বাগিং কাফের দৈনিক রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এসআরএ/ডিইই/জিএওপি/এলএমটি/১৪ ফ্রম ২০২৩-২৪ তারিখঃ ০৮-০৮-২০২৩। নিম্নে স্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্যে ই-টেন্

আমেরিকায় পৌঁছে গেলেন হার্দিক-সূর্যরা

মায়ামি, ১০ আগস্টঃ ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষ হয়নি, কিন্তু টিম ইন্ডিয়ার ক্যারিবিয়ান সফর শেষ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টিম ইন্ডিয়ার এখনও ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজের শেষ ২টি ম্যাচ বাকি রয়েছে। কিন্তু সেই ২টি ম্যাচ ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতে হবে না। ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজ টি-টোয়েন্টি সিরিজের শেষ ২ ম্যাচ হবে ফ্লোরিডায়। তার আগে মায়ামিতে পৌঁছে গেল হার্দিক অ্যান্ড কোং। বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে সেই ভিডিয়ো সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করা হয়েছে। ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে তাদের দেশের মাটিতে ভারত শেষ টি-২০ ম্যাচ জিতে সিরিজে টিকে রয়েছে। কারণ, প্রথম ২টি টি-২০ ম্যাচে হারতে হয়েছিল হার্দিক-সূর্যদের। তৃতীয় ম্যাচ তাই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভারতের জন্য। এই ম্যাচ জেতার

পর আপাতত সিরিজে ১-২ ব্যবধানে পিছিয়ে রয়েছে ভারত। নিকোলাস পুরানদের বিরুদ্ধে বাকি ২ টি-২০ ম্যাচ জিততে পারলে টেস্ট এবং ওডিআই সিরিজের মতো টি-২০ সিরিজের ট্রফিও আসবে ভারতে। মায়ামিতে ভারতীয় দলের পৌঁছনোর ভিডিয়ো শেয়ার করে বিসিসিআই ক্যাপশনে লিখেছে, 'টাচডাউন মায়ামি।' আজ, বৃহস্পতিবার সূর্যকুমার যাদব-তিলক ভার্মারা মায়ামিতে পৌঁছেছেন বলে, শুক্রবার তাঁদের অপশনাল ট্রেনিং সেশন (অর্থাৎ ঐচ্ছিক অনুশীলন) রাখা হয়েছে। ফ্লোরিডায় ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজের বাকি থাকা ২টি ম্যাচ দেখতে ক্রিকেট প্রেমীরা যে ভিড় জমাবেন, এমনটা মনে করছে ক্রিকেট মহল। কারণ, কিছু দিন আগেই আমেরিকার ক্রিকেট প্রেমীরা সাক্ষী থেকেছে মেজর লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের। সেই টুর্নামেন্ট উপভোগ করতে স্টেডিয়ামে এসেছিলেন প্রচুর সমর্থকরা। সেই ছবিই দেখা যেতে পারে ভারত-ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২টি টি-২০ ম্যাচেও। ভারত অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া-সহ একাধিক দলের একাধিক ক্রিকেটার মায়ামি পৌঁছে যাওয়ার পর তাঁদের ইন্সটাগ্রামে ছবি-ভিডিয়ো শেয়ার করেছেন।

ভারত-পাক ম্যাচ আর পাঁচটা ম্যাচের মতোই কুম্বলে

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্টঃ বাইশ গজে ভারত-পাকিস্তানের দ্বৈরথ এখন খুব কম দেখা যায়। তবে চলতি বছরে সেই আক্ষেপ অনেকটাই মিটবে। সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর পর্যন্ত একাধিকবার ভারত ও পাকিস্তানের সাক্ষাৎ হতে চলেছে। প্রথমে এশিয়া কাপ ও পরে ওডিআই বিশ্বকাপ। ক্রিকেটে ভারত-পাক ম্যাচ মানেই প্রত্যাশার পাহাড়। ক্রিকেটারদের উপর প্রবল চাপ। এখানেই আপত্তি প্রাক্তন ক্রিকেটার ও জাতীয় দলের কোচ অনিল কুম্বলের। তিনি ভারত পাকিস্তান ম্যাচকে আর পাঁচটা ম্যাচের মতোই দেখতে চান। এই ম্যাচ ঘিরে অতিরিক্ত হাইপ তুলে ক্রিকেটারদের উপর চাপ তৈরি করার বিরুদ্ধে তিনি। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কথাগুলো বলছেন কুম্বলে। কী বলেছেন তিনি? দেশের এই কিংবদন্তি লেগ স্পিনার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ছিলেন বরাবরই উজ্জ্বল। টেস্ট হোক বা ওডিআই। লাল বলের ফরম্যাটে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কুম্বলের উইকেট সংখ্যা ৮১। ওডিআইতে সেটা ৫৪। ১৯৯৯ সালে দিল্লি টেস্টে তাঁর দশে দশ ইতিহাস হয়ে রয়েছে। ক্রিকেট জীবনে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন, ''আমাদের বলা হতো কেনিয়ার কাছে হারো তাতে সমস্যা নেই। কিন্তু পাকিস্তানের কাছে মোটেও হারা চলবে না।'' এমন প্রত্যাশা ক্রিকেটারদের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করে বলে জানিয়েছেন কুম্বলে। ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে যে চারিদিকে এত আলোচনা, তাতে ক্রিকেটারদের উপর চাপ দ্বিগুণ হয়ে যায়। জানিয়েছেন বিরাট কোহলিদের প্রাক্তন কোচ। ৩০ আগস্ট থেকে শুরু হচ্ছে এশিয়া কাপ। গ্রুপ পর্বে ভারত-পাকিস্তান মুখোমুখি হবে ২ সেপ্টেম্বর ক্যান্ডিতে। কলম্বোতে ১০ সেপ্টেম্বর ফের মুখোমুখি হতে পারে দুটি দল যদি ভারত ও পাকিস্তান উভয় টিম সুপার ফোরে জায়গা করে নেয়। কলম্বোতেই ১৭ সেপ্টেম্বর টুর্নামেন্টের ফাইনাল। এরপর ওডিআই বিশ্বকাপে লিগ পর্বে আমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে ভারত-পাক মুখোমুখি হচ্ছে ১৪ অক্টোবর।

এফসিআইকে ৫ গোলে উড়িয়ে গ্রুপ শীর্ষে সবুজ মেরুন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১০ আগস্টঃ কলকাতা লিগে প্রিমিয়ার ডিভিশনে ঘরের মাঠে বড় জয়

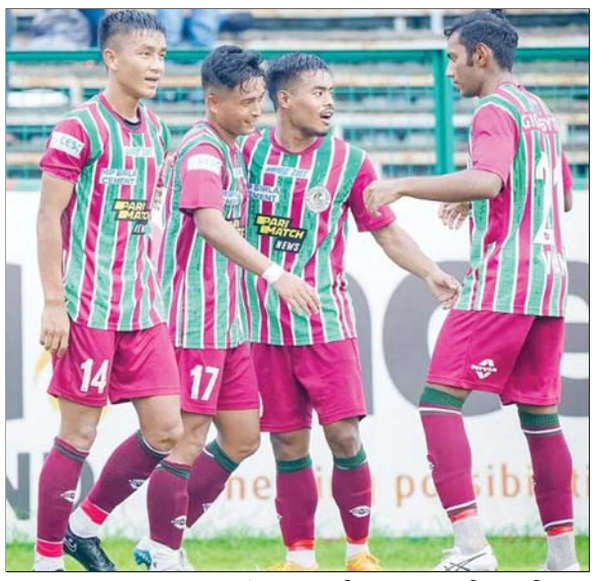

মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের। ময়দানে শুরু হয়ে গিয়েছে ডার্বির টিকিট বিক্রি। শনিবার মরসুমের প্রথম ডার্বি। ডুরান্ড কাপের সেই বড় ম্যাচ ঘিরে উত্তেজনা তুঙ্গে। ডার্বির আগে ঘরের মাঠে এফসিআইকে ৫-০ ব্যবধানে হারাল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। এই দলে খেলা কিয়ান নাসিরিকে ডার্বিতে সিনিয়র দলে দেখা যেতে পারে। তারই প্রস্তুতি যেন সেরে নিলেন কিয়ান। তিনি অবশ্য গোল পাননি। তবে দল জিতল বিশাল ব্যবধানে। হতেই পারে এই তরুণ ফুটবলারদের মধ্যে আরও কেউ ডার্বিতে সুযোগ পেলেন! এফসিআইয়ের বিরুদ্ধে প্রথম গোলের জন্য মোহনবাগানকে অপেক্ষা করতে হয় ২৬ মিনিট। গোল করেন ডিফেন্ডার রাজ বাসফোরে। প্রথমার্ধের অ্যাডেড টাইমে মোহনবাগানকে ২-০ এগিয়ে দেন বিয়ান মুরুগাও। ২-০ এগিয়ে যাওয়ায় আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে সবুজ মেরুন শিবির। ম্যাচের ৫৭ মিনিটে নংদম্বা নাওরেম মোহনবাগানের পক্ষে স্কোরলাইন ৩-০ করেন। প্রথম গোলের মতো মোহনবাগানের চতুর্থ গোলটি করেন ডিফেন্সের প্লেয়ার। টাইসন সিংয়ের বাড়ানো বলে ব্যাক হেডে অনবদ্য গোল করেন স্টপার দীপেন্দু বিশ্বাস। এফসিআই গোলকিপার ধনঞ্জয় অধিকারী দর্শকের ভূমিকায়। কিছুই করার ছিল না তাঁর। ৮৩ মিনিটে ৪-০ মোহনবাগানের। ম্যাচে পাঁচ মিনিট অ্যাডেড টাইম দেওয়া হয়। শেষ দিকে এফসিআইয়ের দীপ বাগ দ্বিতীয় হলুদ কার্ড তথা রেড কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন। ১০ জনের এফসিআইয়ের বিরুদ্ধে আরও একটি গোল। মোহনবাগানের পঞ্চম গোলটি করেন টাইসন সিং। লিগে সাত ম্যাচে ইতিমধ্যেই ২৫টি গোল হয়ে গেল মোহনবাগানের। গোল পার্থক্যেই কালীঘাট মিলন সঙ্ঘকে সরিয়ে শীর্ষে সবুজ মেরুন।

নেইমারকে বিদায় দিতে চায় পিএসজিও

প্যারিস, ১০ আগস্টঃ ফরাসি ক্রীড়া দৈনিক লে'কিপ জানিয়েছিল, পিএসজি ছাড়ার ইচ্ছার কথা ক্লাবকে জানিয়েছেন নেইমার। পরে নেইমারের বাবা খবরটি 'মিথ্যে' বলে দাবি করেন। এবার জানা গেল অন্য খবর। ফ্রান্সেরই আরেক সংবাদমাধ্যম 'আরএমসি স্পোর্টস' জানিয়েছে, পিএসজির ক্রীড়া পরিচালক লুইস কাম্পোস ও কোচ লুইস এনরিকে গতকাল স্থানীয় সময় সকালে বসেছিলেন ক্লাবের পাঁচ খেলোয়াড়ের সঙ্গে। এই পাঁচ খেলোয়াড় হলেন-নেইমার, মার্কো ভেরাত্তি, হুগো একিতেকে, রেনাতো সানচেস ও হুয়ান বের্নাত। তাঁদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, পিএসজিতে তাঁদের আর প্রয়োজন নেই। নতুন ক্লাব খুঁজতে বলে দেওয়া হয়েছে এই পাঁচ খেলোয়াড়কে। গত মঙ্গলবার পিএসজির অনুশীলনেও ছিলেন না নেইমার ও ভেরাত্তি। নতুন মরসুম শুরুর আগে খেলোয়াড়দের অফিশিয়াল ফটোসেশনেও তাঁদের রাখেনি পিএসজি। অবশ্য আরেক তারকা কিলিয়ান এমবাপেও ছিলেন না। ফরাসি তারকার পিএসজিতে থাকাও অনিশ্চিত। নেইমার ও ভেরাত্তি ইনডোরে নিজ নিজ অনুশীলন সেরেছেন। গত সোমবার পায়ে হালকা চোট পেয়েছিলেন নেইমার। শনিবার লোঁরিয়ার বিপক্ষে লিগ 'আঁ'তে নতুন মরসুমের প্রথম ম্যাচ খেলবে পিএসজি। এ ম্যাচে নেইমার ও ভেরাত্তির না থাকার সম্ভাবনাই বেশি বলে জানিয়েছে আরএমসি স্পোর্টস। চলতি দলবদলের মরসুমেই তাঁদের নতুন ক্লাব খুঁজে নিতে বলা হয়েছে। নেইমারের সঙ্গে পিএসজির বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হবে ২০২৫ সালে। ব্রাজিল তারকা ও তিনটি ক্লাব ঘিরে সম্প্রতি গুঞ্জন ভাসছে। নেইমার পিএসজি ছেড়ে বার্সায় যোগ দিতে চান, এই গুঞ্জন পুরোনো। বার্সা তাঁকে কিনতে পারবে কি না এবং কত টাকা বেতন দিতে পারবে-সবকিছু এসবের ওপর নির্ভর করছে। চেলসির ক্ষেত্রে শুধু নেইমারের উচ্চ অঙ্কের বেতন নিয়ে জটিলতা হতে পারে। আরও একটি ক্লাব আছে, যারা কিনতে চায় নেইমারকে। সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলাল। সৌদি প্রো লিগের এই ক্লাব নেইমারকে বড় অঙ্কের বেতনেই দলে টানতে চায়। আর ভেরাত্তির সৌদি প্রো লিগে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। তবে একটা বড় কিন্তু আছে। স্পেনের সংবাদমাধ্যম মুন্দো দেপোর্তিভোর প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, পিএসজি একতরফাভাবে নেইমারকে বের করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সিদ্ধান্তটা হতে হবে দুই পক্ষেরই সম্মতির ভিত্তিতে। কারণ, গত দলবদলের মরসুমেই ব্রাজিল তারকা তাঁর চুক্তিপত্রের একটি শর্ত কার্যকর করেছিলেন, যা তখন জানিয়েছিল ইউরোপের সংবাদমাধ্যমগুলো। সেই সুবাদেই নেইমারের চুক্তির মেয়াদ আরও দুই বছর বেড়ে ২০২৭ সাল পর্যন্ত হয়েছে। ৩১ বছর বয়সি নেইমার চুক্তির সেই শর্ত কার্যকর করেছেন ৩০ বছর বয়সে। মুন্দো দেপোর্তিভো জানিয়েছে, ২৮ বছর কিংবা তার বেশি বয়সি কেউ চুক্তি করলে বা নবীকরণ করলে ফিফার আইনের অধীন এমনিতেই দুই বছরের জন্য সুরক্ষিত থাকবেন। মানে, খেলোয়াড় রাজি না থাকলে এই দুই বছরের মধ্যে ক্লাব চাইলেই তাঁকে বের করে দিতে পারবে না। ২৮ বছরের কম বয়সিদের ক্ষেত্রে এই রক্ষাকবচ তিন বছর মেয়াদি। মুন্দো দেপোর্তিভো তাই দাবি করেছে, নেইমারকে তাই চাইলেই বের করে দিতে পারবে না পিএসজি। সেটি হতে হবে দুই পক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে। অবশ্য নেইমারের পিএসজি ছাড়ার ইচ্ছার খবর সত্যি হলে ভিন্ন কথা। তাঁর বাবা নেইমার সিনিয়র কিন্তু লে'কিপের সেই খবরকে 'মিথ্যে' বলে দাবি করেছিলেন। মুন্দো দেপোর্তিভো জানিয়েছে, পিএসজি যদি এরপরও চুক্তি বাতিল করে নেইমারকে বিদায় করতে চায়, তাহলে দুটি পরিণতি হতে পারে-নেইমারকে বাকি চার মরসুমের আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত)। আরেকটি পরিণত হলো, আগামী দুই মরসুমের জন্য পিএসজি কোনও খেলোয়াড় কিনতে পারবে না। মুন্দো দেপোর্তিভো নিয়মটি উল্লেখও করেছে, 'এই শাস্তির অধীন ক্লাব নতুন কোনও খেলোয়াড় নিবন্ধন করতে পারবে না, সেটি দুই মরসুমের জন্য।' তাই পিএসজি শুধু চাইলেই হবে না, নেইমারকেও রাজি করাতে হবে। তবে লে'কিপের খবর সত্যি হলে ফরাসি ক্লাবটির সেই সমস্যা হবে না। নেইমার নিজে ক্লাব ছাড়তে চাইলে ঠেকায় কে!

বছরে তিন বার ডোপ টেস্ট জাডেজার! কিন্তু কেন?

নয়াদিল্লি, ১০ আগস্টঃ এ বছরে তিন বার ডোপ পরীক্ষার জন্য নমুনা দিয়েছেন রবীন্দ্র জাডেজা। জানিয়েছে ন্যাশনাল অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সি। ভারতীয় দলের অলরাউন্ডার জানুয়ারি থেকে মে মাস পর্যন্ত তিনবার ডোপ পরীক্ষার জন্য নমুনা দেন। একবছরে সবচেয়ে বেশিবার নমুনা দেওয়া টেস্ট ক্রিকেটার এখন জাডেজা। নাডা-র ওয়েবসাইটে প্রকাশিত নতুন তালিকা অনুসারে, বছরের প্রথম পাঁচ মাসে মোট ৫৫ জন ক্রিকেটার (পুরুষ ও মহিলা-সহ ৫৮টি নমুনা) ডোপ পরীক্ষা করা হয়েছে। কেন বছরে বার বার ডোপ পরীক্ষার মুখে হয়েছে জাডেজাকে? নাডা যে তথ্য দিয়েছে তাতে, চলতি বছরে ক্রিকেটারদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা নমুনার সংখ্যা আগের দুই বছরের তুলনায় অনেক বেশি হতে পারে। পরিসংখ্যান অনুসারে, নাডা ২০২১ সালে ৫৪ এবং ২০২২ সালে ৬০ জন ক্রিকেটারের নমুনা নিয়েছিল। রোহিত শর্মাকে ২০২১ এবং ২০২২ সালে সবচেয়ে বেশি বার পরীক্ষা করা হয়েছিল। এই দুই বছরে নাডা-র তথ্য অনুযায়ী রোহিতের তিনবার ডোপ পরীক্ষা করা হয়। ২০২১ এবং ২০২২ সালে বিরাট কোহলিকে পরীক্ষা করা হয়নি। ২০২২ সালে, মহিলা ক্রিকেটারদের ডোপ পরীক্ষার জন্য প্রায় ২০টি নমুনা নেওয়া হয়। চলতি বছরের প্রথম পাঁচ মাসে শুধুমাত্র দুই মহিলা ক্রিকেটারের প্রতিযোগিতার বাইরে থাকাকালীন ডোপ পরীক্ষা করা হয়েছে। তাঁরা হলেন, হরমনপ্রীত কৌর এবং সহ-অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা। ২০২৩ সালের পাঁচ মাসের মধ্যে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলির এক বারও ডোপ পরীক্ষা করা হয়নি। বর্তমানে হার্দিক পান্ডিয়ার গত এপ্রিল মাসে একবার ডোপ পরীক্ষা হয়েছে। জানুয়ারি থেকে মে পর্যন্ত যে তারকা ক্রিকেটারদের ডোপ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তাঁরা হলেন সূর্যকুমার যাদব, লোকেশ রাহুল, ঈশান কিষাণ, মহম্মদ সিরাজ, যশস্বী জয়সওয়াল-সহ আরও অনেকে।

৫ বছরে বিসিসিআইয়ের রেকর্ড আয়, কর দিল ১১৫৯.২০ কোটি টাকা!

মুম্বই, ১০ আগস্টঃ বিসিসিআইকে বলা হয় বিশ্বের সবচেয়ে ধনী ক্রিকেট বোর্ড। কিন্তু কতটা ধনী বিসিসিআই? বোর্ডের আয় সম্পর্কে খানিকটা ধারণা দিয়েছে অর্থ মন্ত্রকের দ্বারা প্রকাশিত একটি রিপোর্টে। যে রিপোর্টে রয়েছে গত পাঁচ বছরে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড কত আয় করেছে এবং সরকারকে কত টাকা ট্যাক্স দিয়েছে। অর্থ মন্ত্রকের প্রকাশিত ওই তথ্য অনুযায়ী, বিসিসিআই এখন বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বাধিক কর প্রদানকারী ক্রীড়া সংস্থা। দেশের ক্রিকেট বোর্ড ২০২১-২২ আর্থিক বছরে ১১৫৯.২০ কোটি টাকা আয়কর দিয়েছে। যা গত ৫ বছরের মধ্যে সর্বাধিক এবং ২০২০-২১ সালের তুলনায় ৩৭ শতাংশ বেশি।

গত পাঁচ বছরে বিসিসিআইয়ের দেওয়া করের পরিমাণ

বিসিসিআইয়ের করের লিখিত বিবরণ রাজ্যসভায় সবার সামনে তুলে ধরেন অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী। ২০২০-২১ আর্থিক বছরে, বিসিসিআই আয়কর হিসাবে ৮৪৪.৯২ কোটি টাকা দিয়েছে। যেখানে ২০১৯-২০ সালে ছিল ৮৮২.২৯ কোটি টাকার কম। কারণ এই সময়ে করোনা অতিমারির কারণে ক্রিকেট চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি। ২০১৮-১৯ সালে বিসিসিআই ট্যাক্স হিসাবে ৮১৫.০৪ কোটি টাকা দিয়েছে। যেখানে ২০১৭-১৮ সালে বিসিসিআই আয়কর হিসাবে ৫৯৬.৬৩ কোটি টাকা কর দিয়েছে।

বিসিসিআইয়ের গত পাঁচ বছরের আয় ও ব্যয়

ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড গত পাঁচ বছরের তুলনায় ২০২১-২২ সালে সর্বাধিক ৭,৬০৬ কোটি টাকা আয় করেছে। যেখানে ব্যয় হয়েছে ৩,০৬৪ কোটি টাকার কাছাকাছি।

২০২১-২২ সাল, মোট আয় - ৭৬০৬.১৫ কোটি টাকা,
ব্যয় - ৩০৬৩.৮৮ কোটি টাকা
২০২০-২১ সাল, মোট আয় - ৪৭৩৫.১৪ কোটি টাকা,
ব্যয় - ৩০৮০.৩৭ কোটি টাকা
২০১৯-২০ সাল, মোট আয় - ৪৯৭২.৪৩ কোটি টাকা,
ব্যয় - ২২৬৮.৭৬ কোটি টাকা
২০১৮-১৯ সাল, মোট আয় - ৭১৮১.৬১ কোটি টাকা,
ব্যয় - ৪৬৫২.৩৫ কোটি টাকা
২০১৭-১৮ সাল, মোট আয় - ২৯১৬.৬৭ কোটি টাকা,
ব্যয় - ২১০৫.৫০ কোটি টাকা

ওডিআই বিশ্বকাপে এক্স ফ্যাক্টর হতে পারেন তিলক! কার এমন ভাবনা?

বেঙ্গালুরু, ১০ আগস্টঃ তিলক ভার্মা। হায়দরাবাদের ২০ বছরের এই বাঁ হাতি ব্যাটার জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েই নিজের প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে চলতি টি ২০ সিরিজে ভারতীয় ব্যাটারদের মধ্যে তাঁর রান সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। মাত্র তিনটি ম্যাচ খেলেই ভরসার জায়গা তৈরি করেছেন তিনি। ধারাবাহিকতা বজায় রাখলে এই তিলকই অনেক সমস্যার সমাধান হতে পারেন। মনে করছেন জাতীয় দলের সিনিয়র ক্রিকেটার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। জাতীয় দলের একাধিক ব্যাটারের চোট আঘাতের সমস্যা ওডিআই বিশ্বকাপের আগে বোর্ডের চিন্তার কারণ। ঋষভ পন্থ ও শ্রেয়স আইয়ারের চোট। লোকেশ রাহুল হয়তো ফিরবেন কিন্তু ম্যাচ ফিট হতে তাঁর সময় লাগবে। অশ্বিনের অনুমান, মিডল অর্ডারের সমস্যার অনেকটাই সমাধান হতে পারে যদি তিলক ভার্মাকে বিশ্বকাপ স্কোয়াডে সুযোগ দেওয়া হয়। ২০২০ সাল থেকে ওডিআই ফরম্যাটে ভারতের পরিসংখ্যানের দিকে তাকালে দেখা যাবে মাঝের ওভারগুলোয় রবীন্দ্র জাডেজা, লোকেশ রাহুলরা সবচেয়ে সফল। তার মধ্যে চাপের মুখে রাহুলের পারফর্ম করার রেকর্ড ভালো। যে কারণে তাঁর ফিটনেস নিয়ে চিন্তিত টিম ম্যানেজমেন্ট। চোট সারিয়ে ফিরলেও ফর্মে পাওয়া যাবে কি না তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। শ্রেয়স আইয়ারের ফিটনেস নিয়ে সেভাবে আপডেট নেই। অশ্বিন বলছেন, ''আইয়ার এশিয়া কাপের আগে সুস্থ না হয়ে উঠলে নির্বাচন কমিটির উচিত তিলক ভার্মাকে এশিয়া কাপের টিমে সুযোগ দিয়ে বিশ্বকাপের জন্য তৈরি করা।'' অশ্বিনের এই ভাবনাকে সমর্থন করেছেন নির্বাচন কমিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান এমএসকে প্রসাদ। তাঁর মতে, শ্রেয়াস আইয়ার ফিট হলেও ১৫ জনের স্কোয়াডে তিলক ভার্মাকে রাখা কোনও সমস্যা হবে না। অশ্বিন তাঁর ইউটিউব চ্যানেলে বলেছেন, ''বিশ্বকাপ টিমে জায়গা করে নেওয়ার জোর দাবিদার তিলক। যদি আমাদের কাছে পর্যাপ্ত ব্যাকআপ না থাকে তাহলে কি তিলক ভার্মাকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করা হবে? কারণ সঞ্জু স্যামসন ওডিআইতে ভালো পারফর্ম করেছিলেন। তিলক ভার্মাকে নিয়ে মজাদার বিষয় হল ও বাঁ হাতি ব্যাটার। ভারতীয় দলে বাঁ হাতি ব্যাটারের অভাব রয়েছে। ব্যাটিং অর্ডারের প্রথম সাতের মধ্যে জাড্ডুই একমাত্র বাঁ হাতি ব্যাটার।'' তিনি আরও বলেন, ''এশিয়া কাপে শ্রেয়স আইয়ার ও লোকেশ রাহুলের ফেরার আশা করছি। কিন্তু এটাও শোনা যাচ্ছে, এশিয়া কাপের জন্য তাঁদের পাওয়া যাবে না। আমরা জানি না যে ওদের চোট কতটা গুরুতর। এই পরিস্থিতিতে কোনও ক্রিকেটারকে যদি পরখ করে নেওয়া যায় সেটা তিলক ভার্মা হতেই পারে। আমি ওকে নিয়ে বাজি ধরছি।''

মেসির মেজর লিগ সকার অভিষেক পিছিয়ে গেল, বড় কারণ মেসি নিজেই

ফ্লোরিডা, ১০ আগস্টঃ লা লিগা থেকে লিগ আঁ হয়ে লিওনেল মেসি এখন মেজর লিগ সকারের। তবে সংক্ষেপে এমএলএস নামেই পরিচিত যুক্তরাষ্ট্রের ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগে এখনো অভিষেক হয়নি আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কের। লিগে যে এখন বিরতি চলছে। পিএসজি থেকে গত মাসে ইন্টার মায়ামিতে যোগ দেওয়া মেসির এ মাসের ২০ তারিখে এমএলএস অভিষেক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেদিন অভিষেক হচ্ছে না সর্বকালের অন্যতম সেরা ফুটবলারের। ইন্টার মায়ামি-শার্লট এফসির ম্যাচটি স্থগিত করা হয়েছে। মেসির এমএলএস অভিষেক পিছিয়ে যাওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ মেসি নিজেই। গোলের পর গোল করে লিগস কাপে মায়ামিকে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠিয়েছেন। ৪ ম্যাচে করেছেন ৭ গোল। লিগ অভিষেকটা পিছিয়েছে এই কারণেই। যে ক্লাবের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে এমএলএসে অভিষেকের কথা ছিল মেসির, সেই শার্লট এফসিই লিগস কাপের শেষ আটে ইন্টার মায়ামির প্রতিপক্ষ। ভারতীয় সময় শনিবার ভোরে অনুষ্ঠিত হবে কোয়ার্টার

ফাইনালের সেই ম্যাচ। লিগস কাপের সেমিফাইনাল ১৫ আগস্ট, ফাইনাল ১৯ আগস্ট। তৃতীয়স্থান নির্ধারণী ম্যাচও ১৯ আগস্ট। যার অর্থ দুই দলের একটির ১৯ আগস্ট ম্যাচ থাকছেই। এই কারণেই স্থগিত হয়েছে ২০ আগস্টের সেই লিগ ম্যাচ। মেসির ক্লাব ইন্টার মায়ামি এক বিবৃতিতে নিশ্চিত করেছে মেসির লিগ অভিষেক পিছনোর খবর, 'মেজর লিগ সকার (এমএলএস) ইন্টার মায়ামি-শার্লট এফসির ২০ আগস্টের এমএলএস ম্যাচটি স্থগিত করেছে। ওই ম্যাচের নতুন তারিখ পরে জানানো হবে।' ২০ আগস্ট মেসির লিগ অভিষেক দেখতে যাঁরা টিকিট কিনেছিলেন তাঁদের আশ্বস্ত করেছে মায়ামি। ক্লাবটি জানিয়েছে, ওই টিকিট দিয়েই নতুন ঘোষিত তারিখে খেলা দেখা যাবে। এখন এমএলএসে মেসির অভিষেক হওয়ার কথা ২৬ আগস্ট। সেদিন নিউইয়র্ক রেড বুলসের বিপক্ষে খেলবে মায়ামি। এর তিন দিন আগে ২৩ আগস্ট ইউএস ওপেন কাপের সেমিফাইনালে এফসি সিনসিনাটির বিপক্ষে খেলা আছে মেসিদের। এমএলএসে চলতি মরসুমে ২২ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে ইস্টার্ন কনফারেন্সে ১৫ দলের মধ্যে তলানিতে আছে ইন্টার মায়ামি। অবশ্য ১৯ পয়েন্ট নিয়ে ১৪ নম্বরে থাকা টরন্টো এফসি মায়ামির চেয়ে ২টি ম্যাচ বেশি খেলেছে। এমএলএসে রেগুলার মরসুমে প্রতিটি দল ৩৪টি করে ম্যাচ খেলে। মেসি রেগুলার মরসুমে ম্যাচ পাচ্ছেন ১২টি। ওই ১২ ম্যাচে দলকে শীর্ষ ৯-এ উঠিয়ে এমএলএস কাপের প্লে-অফ পর্বে নিতে পারবেন কি আর্জেন্টাইন ফুটবল জাদুকর?

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501